উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৭৯,৫৯৫.৫৯ (+১৮৭.০৯)

নিফটি : ২৪,১৬৭.২৫ (+৪১.৭০)

‘সবার ওপরে সংসদ’

বিচার বিভাগের অতিসক্রিয়তার বিরুদ্ধে ফের সুর চড়ালেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর। তাঁর সাফ কথা, সংসদই সর্বোচ্চ। সংসদের ওপর আর কেউ নেই। » ৭

ট্রাম্পকে মামলায় বিঁধল হার্ভার্ড

ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি বুনো ওল হন, তাহলে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় বাঘা তেঁতুল। কারণ এবার ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৪°	২৩°	৩৪°	২৪°	৩৫°	২৪°	৩৩°	২৩°

গড়াপেটায় বিদ্ধ টিম দ্রাবিড় » ১১

৯ বৈশাখ ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 23 April 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 333

মৃত্যু উপত্যকা

জঙ্গি হানায় নিহত ২৭ পর্যটক

> বন্দুকধারী কয়েকজন এসেছিল। আমার সামনেই স্বামীকে গুলি করে মেরে ফেলল। আমি বললাম, আমাকেও মেরে ফেলো। তখন এক জঙ্গি বলল, ‘না, তোমায় মারব না। তুমি গিয়ে মোদিকে বোলো।’
>
> -পল্লবী রাও, কর্ণাটকের বাসিন্দা

> পহলগামে হামলার তীব্র নিন্দা করছি। যাঁরা নিজেদের প্রিয়জনকে হারালেন, তাঁদের প্রতি সমবেদনা রইল। আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক। এই জঘন্য অপরাধের পেছনে যারা রয়েছে, তাদের কাউকেই ছাড়া হবে না।
>
> -নরেন্দ্র মোদি, প্রধানমন্ত্রী

মুদাসির কুলোঁ

শ্রীনগর, ২২ এপ্রিল : ভয়াবহ জঙ্গি হামলা। নিশানায় পর্যটকরা। আট বছর পর আবার। অন্তত ২৭ জন পর্যটকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত। আহত কমপক্ষে ১২। নিহতদের মধ্যে প্রবীণ এবং মহিলারা রয়েছেন। রয়েছেন কয়েকজন বিদেশি। শেষবার পর্যটকদের ওপর প্রাণঘাতী হামলা হয়েছিল ২০১৭ সালে। তখন নিহত হয়েছিলেন ৮ জন।

কাশ্মীরে এখন উপচে পড়া পর্যটকের ভিড়ের সময় ফের জঙ্গি হামলা হল সোমবার। অনন্তনাগ জেলার পহলগাম এলাকায় ওই হামলার দায় স্বীকার করেছে লস্কর-ই-তৈবার ঘনিষ্ঠ সংগঠন ‘দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট’ (টিআরএফ)। প্রত্যক্ষদর্শীরা সেনাবাহিনীর পোশাক পরে হামলাকারীদের এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে দেখেছেন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বেশ কয়েকজনের। তাঁদের দেহ গুলিতে ঝাঁঝরা হয়েছে। এরমধ্যে একজন বাঙালি পর্যটকও রয়েছেন। বিতান অধিকারী নামে ওই তরুণ কলকাতার পাটুলির বাসিন্দা হলেও থাকেন টেক্সাসে। স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে কলকাতার বাড়িতে এসেছিলেন। কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়ে তাঁকেও প্রাণ হারাতে হল।

পহলগাম থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে বৈসরন উপত্যকায় সবুজ ঘেরা খোলা একটি জায়গায় এই হামলা হয়। আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের ভারত সফর চলাকালীন এই সন্ত্রাসবাদী হামলা অস্বস্তি বাড়িয়েছে নয়াদিল্লির। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে সৌদি আরব সফররত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ফোন করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা’র কাছে খোঁজখবর নেন। রাতেই তিনি ভারতে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। বুধবার ভোরে তাঁর পৌঁছানোর কথা।

শা তারপরেই কাশ্মীরে উড়ে যান। পরে এক বিবৃতিতে মোদি বলেন, ‘এই বর্বর ঘটনার পিছনে যারা রয়েছে, তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে। কাউকে ছাড়া হবে না।’ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, ‘কাপুরুষোচিত হামলায় জড়িতদের রেয়াত করা হবে না। আমি শ্রীনগরে যাচ্ছি নিরাপত্তা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে।’ পর্যটনেও বিরাট ধাক্কা দিল হামলাটি।’

একদিকে টিউলিপ, অন্যদিকে বরফের সৌন্দর্য উপভোগ করতে এখন কাশ্মীরে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের ভিড়। তাঁদের মধ্যে বাঙালির সংখ্যাও যথেষ্ট। শুধু চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে কাশ্মীর উপত্যকায় বেড়াতে এসেছেন প্রায় ৬ লক্ষ মানুষ। তাঁদের মধ্যে সাড়ে পাঁচ লক্ষ পর্যটক পহলগাম ঘুরে গিয়েছেন। ২০২৪ সালে যে সংখ্যাটি ছিল ২.২ মিলিয়ন। সে বছর কাশ্মীরে এসেছিলেন ২.৫ মিলিয়নেরও বেশি পর্যটক।

মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত কার্যত রিসর্ট শহর বৈসরণে উপচে পড়া ভিড় ছিল পর্যটকদের। হামলার পর দ্রুত খালি হয়ে যায় সমস্ত হোটেল, রিসর্ট। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, মাটিতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন অনেকে, মাথা নীচু করে পাশে বসে এক মহিলা। আতঙ্কে ছুটোছুটি করছেন মহিলা পর্যটকরা। অন্য একটি ভিডিওতে কান্নাভেজা গলায় এক মহিলার করুণ আর্তি শোনা গিয়েছে। *এরপর দশের পাতায়*

স্বপ্নের কাশ্মীরে দুঃস্বপ্ন। জঙ্গিদের গুলিতে নিহত স্বামীর পাশে অসহায় স্ত্রী। পহলগামে। ভাইরাল এই ছবি দেখে শিউরে উঠছে গোটা দুনিয়া।

ভূস্বর্গ ভয়ংকর

- পহলগাম-এর বৈসরণ উপত্যকায় দুপুর ৩টে নাগাদ পর্যটকদের ওপর হামলা
- ফোনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা’র সঙ্গে কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির
- চিরুনি তল্লাশি চলছে পহলগামে
- রাতেই শ্রীনগরে অমিত, উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে তাঁর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা
- দেশের রাজধানীর সুরক্ষায় বাড়তি নজর, দিল্লিতে পর্যটনস্থলে মোতায়েন পুলিশ
- সৌদি সফর বাতিল করে রাতেই বিমানে চাপবেন মোদি, কাল ভোরে পৌঁছানোর কথা

কপালজোরে বেঁচে গেল ওরা তিনজন

কেকা ঘোষ মিত্র
(লাটাগুড়ির বাসিন্দা)

সকাল থেকে সব ঠিকঠাকই চলছিল। পহলগামের যে এলাকায় আমরা আছি সেই জায়গাটার নাম রিভার র‍্যাফটিং পয়েন্ট। একটু পরেই আমার মেয়ে বৃষ্টি আর দলের কয়েকজনের বৈসরণে ঘাসের উপত্যকায় যাওয়ার কথা ছিল। ওখানে তো যাওয়ার একমাত্র বাহন ঘোড়া। টিমের বাকিদের যাওয়ার প্রশ্নই ছিল না। গত কয়েকদিন এত ঘুরেছি যে ক্লান্তিতে আর ওরা তিনজনও আর যেতে চাইল না। তাই হয়তো ওরা বেঁচে গেল।

জলপাইগুড়ি থেকে গত ১৭ তারিখ পহলগাম এসে পৌঁছেছি। আমি লাটাগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষিকা। আমাদের পরিবার বলতে আমার মেয়ে বৃষ্টি ও স্বামী বিশ্বজিৎ। আমাদের টিমে বাকি সঙ্গীরা জলপাইগুড়ি শহরের টেম্পল স্ট্রিটের বাসিন্দা অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর স্ত্রী সীমা ও আরেক পরিবার জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়-শান্তা আর ওঁদের মেয়ে দেবস্মিতা। কাশ্মীরের অপূর্ব প্রকৃতি দেখতে দেখতে কখন যেন ভুলেই গিয়েছিলাম এখানকার জঙ্গি সন্ত্রাসের কথা। আজ সকালে যখন বৈসরণ ঘাস উপত্যকায় যাওয়ার কথা উঠল তখন বয়স্করা কেউই যেতে চাইল না। যাওয়ার ইচ্ছা ছিল বৃষ্টি আর দেবস্মিতার। আমাদের টিম ম্যানেজার শুভম দাস ওদের নিয়ে যেতেন। কিন্তু আমরা যাচ্ছি না বলে শেষপর্যন্ত ওরাও গেল না।

কিছুক্ষণ আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম আমরা। এই এলাকাটা বেশ জমজমাট। বেশকিছু দোকানপাট আছে। *এরপর দশের পাতায়*

ভবিষ্যতের ‘উত্তর’ খুঁজতে আচার্য সদনের সামনে ধর্নায় চাকরিহারারা। কলকাতায়। মেদিনীপুরে একটি অনুষ্ঠানে খোশমেজাজে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি : আবির চৌধুরী ও পিটিআই

তালিকা-জট কাটল না

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : জটিলতা মেটার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। যোগ্য ও অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ না করা পর্যন্ত চাকরিহারারা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন। সোমবার রাতভর আচার্য ভবনের সামনে আন্দোলনকারীরা ধর্না চালিয়ে যান। ময়ূখ ভবনে আটজন শিক্ষাকর্মী অনশনে বসেছেন। চড়া রোদের মধ্যে মঙ্গলবার দিনভর দাবি আদায়ে অনড় থাকার পর চাপে পড়ে আন্দোলনকারীদের ১৮ জন প্রতিনিধির সঙ্গে স্কুল সার্ভিস কমিশন বৈঠকে বসতে বাধ্য হয়। সেখানে ১৭ হাজার ২০৬ জনের তালিকা দেওয়া হয়। তার মধ্যে ১৫ হাজার ৪০৩ জনকে যোগ্য বলা হয়েছে। কোনও মিরর ইমেজ প্রকাশ করা হয়নি। বৈঠকের পর আন্দোলনকারীরা জানান, অযোগ্যদের বহিষ্কারের আবেদন নিয়ে যোগ্যরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন।

এসএসসি দপ্তরে বৈঠকের পর চাকরিহারা শিক্ষক চিন্ময় মণ্ডল বলেন, ‘আমরা এখন স্কুলে যাব না। যতক্ষণ না স্পষ্টভাবে যোগ্য-অযোগ্য তালিকা প্রকাশ হচ্ছে ততক্ষণ অবস্থান আন্দোলন চালিয়ে যাব।’ মিরর ইমেজ প্রকাশ না করায় তাঁরা পুরোপুরিভাবে সন্তুষ্ট নন বলে চাকরিহারা শিক্ষকরা জানাচ্ছেন। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের উদ্দেশে তাঁদের প্রশ্ন, ‘১৭ হাজারের তালিকার মধ্যে যাঁরা অযোগ্য, এখনও পর্যন্ত তাঁদের কেন বরখাস্ত করা হচ্ছে না?’

অন্যদিকে, এদিন মেদিনীপুরে সরকারি অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়ে স্কুলে যাওয়ার পরামর্শ দেন। বিকাশ ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, আইনি পরামর্শ মেনে শিক্ষা দপ্তর যোগ্য ও অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করবে না। তালিকা প্রকাশ করলে আদালত অবমাননা হতে পারে বলেও ব্রাত্য আশঙ্কা প্রকাশ করেন। অন্যদিকে, স্কুল শিক্ষা দপ্তর এদিনই যোগ্য ও অযোগ্যদের তালিকা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের কাছে পাঠিয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর এসএসসি জানায়, তারা আগামী বুধবারের মধ্যে স্কুল শিক্ষা দপ্তরে তিনটি পর্যায়ে চাকরিহারাদের তালিকা বানিয়ে পাঠাবে।

সোমবার দুপুর থেকে শুরু হওয়া অনশনের পর আন্দোলনকারীরা মঙ্গলবারও চড়া রোদে আচার্য ভবনের সামনে বিক্ষোভ চালিয়ে যান। যোগ্য ও অযোগ্যের তালিকা প্রকাশ করার আশ্বাস শিক্ষা দপ্তর দিলেও নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও কেন তা প্রকাশ করা হচ্ছে না, তা নিয়ে তাঁরা প্রশ্ন তোলেন। *এরপর দশের পাতায়*

এডিশন স্পেশাল

পাক সেনাপ্রধানের উসকানিতেই হামলা

» সাতের পাতায়

উত্তরের কথা তুলে ধরবেন ৩ শিল্পপতি

» দশের পাতায়

একপেশে শর্ত নিয়ে বিতর্ক বাগানে

খুলছে ঢেকলাপাড়া

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২২ এপ্রিল : বছর দেড়েক বন্ধ থাকার পর কলকাতার সংযুক্ত বাণিজ্য প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি সংস্থার হাত ধরে বৃহস্পতিবার খুলতে চলেছে বীরপাড়ার বন্ধ ঢেকলাপাড়া চা বাগান। মঙ্গলবার বীরপাড়ায় তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন এবং বিটিডব্লিউইউয়ের সঙ্গে কলকাতার সংস্থাটির দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে ওই সিদ্ধান্ত হয়। চুক্তি মোতাবেক, মালিকপক্ষ শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেবে না। আবাসন সংক্রান্ত কোনও দায়িত্ব নেবে না। এছাড়া আগের বকেয়া পারিশ্রমিক, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি মেটানোর দায়িত্বও নেবে না নতুন মালিকপক্ষ। তৃণমূল এবং বিজেপির শ্রমিক সংগঠন দুটি মালিকপক্ষের ওই শর্তগুলিতেও রাজি হয়ে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছে।

মঙ্গলবার বীরপাড়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনারের দপ্তরে বাগান নিয়ে বৈঠক হলেও অফিশিয়ালি তাতে যুক্ত হয়নি শ্রম দপ্তর। আইনি জটিলতাই এক্ষেত্রে প্রধান বাধা, বক্তব্য ট্রেড ইউনিয়নগুলির। বীরপাড়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনার অমিত দাস বলেন, ‘ঢেকলাপাড়া নিয়ে একটি সংস্থা এবং শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে চুক্তি হয়েছে। বাগান খোলার শর্তগুলি ওরা শ্রম দপ্তরকে জানিয়েছে।’

চুক্তিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, ঢেকলাপাড়ার শ্রমিকদের চা সুন্দরী প্রকল্পে ঘর দেওয়া হয়েছে। তাই মালিকপক্ষ আবাসনের দায়িত্ব নেবে না। এছাড়া স্বাস্থ্য পরিষেবায় শ্রমিকদের নির্ভর করতে হবে সরকারি হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপর। বৈঠকে ছিলেন তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নকুল সোনার, সাধারণ সম্পাদক রবিন রাই, *এরপর দশের পাতায়*

শুরুতেই নাকচ

- মালিকপক্ষ শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেবে না
- আবাসন সংক্রান্ত কোনও দায়িত্ব নেবে না
- বকেয়া পারিশ্রমিক, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি মেটানোর দায়িত্বও নেবে না

চাকরি ফেরাতে মঙ্গলচণ্ডীর পুজো

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২২ এপ্রিল : এসএসসি প্রকাশ করেনি যোগ্য-অযোগ্যের তালিকা। এই নিয়ে সোমবার দুপুর থেকে এসএসসি ভবনের বাইরে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেছেন চাকরিহারা শিক্ষকরা। মঙ্গলবারও বিক্ষোভের ঝাঁঝ এতটুকুও কমেনি। এই পরিস্থিতিতে এবার চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশে দাঁড়াতে অভিনব উদ্যোগ নিলেন ফালাকাটা পুরসভার এক কাউন্সিলার। চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের পাশে দাঁড়াতে মঙ্গলচণ্ডীপুজোর আয়োজন করলেন ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের কাউন্সিলার মনোজ সাহা। পুজো শেষে বিতরণ করা হল খিচুড়ি। সেই খিচুড়ি অন্যদের সঙ্গে চেটেপুটে খেলেন শিক্ষকরাও। তবে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের অবশ্য ওই পুজোতে দেখা যায়নি।

আয়োজন তৃণমূল কাউন্সিলারের

কিন্তু হঠাৎ করে কেন এমন পুজোর আয়োজন? মনোজের কথায়, ‘বিরোধী দলের চক্রান্তে বৈধ এবং যোগ্য বহু শিক্ষক চাকরিচ্যুত হয়েছেন। খোদ মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। আমরাও তাই যোগ্যদের চাকরি যাতে ঠিক থাকে সেইজন্য মঙ্গলচণ্ডীপুজোর আয়োজন করলাম। দেবীর আশীর্বাদে বৈধদের চাকরি ফেরাতে এদিন ঢালাও প্রসাদ বিতরণও করা হয়।’

এদিন এসএসসি ভবনের সামনে চাকরিচ্যুতদের সামাল দিতে পুলিশকে কার্যত হিমসিম খেতে হয়। সেখানে যখন উত্তপ্ত পরিস্থিতি তখন তাঁদের মঙ্গল কামনাতেই প্রায় ৮০০ কিমি দূরে ফালাকাটায় করা হল মঙ্গলচণ্ডীপুজো। *এরপর দশের পাতায়*

বাজেট আঁকড়ে গয়না কেনা

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ২২ এপ্রিল : জামায় পকেট আর সেই পকেটে বাজেট। মধ্যবিত্তের চিরন্তন আইডি কার্ড। কেন্দ্র বা রাজ্যের নয়, একান্তই নিজস্ব সেসব মাসকাবারি খরচের বাজেট, শখের খরচের বাজেট ইত্যাদি তো ছিলই। এবার বাজেটের রক্তচক্ষু বিয়ের গয়না কেনাতেও। সোনার গয়না কিনতে দোকানে গেলে এখন ক্রেতাদের মুখে ডিজাইন পরে, বাজেট আগে। আর হবে না-ই বা কেন, মঙ্গলবারই তো গয়না বানাবার এক ভরি সোনার দাম ৯৪ হাজার টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। গয়না কিনতে গেলে কর মিলিয়ে লাখখানেকের ধাক্কা।

দাম যতই হোক না কেন, তা বলে তো বিয়ের গয়না কেনা থেমে থাকে না। তাই কনের বাড়ির লোকজন খুঁজছেন হালকা গয়না। মানে কম সোনার গয়না। তাঁরা চাইছেন, ডিজাইন এমন হোক যাতে গয়না হালকা হলেও দেখতে ভরাট লাগে। আলিপুরদুয়ার শহরের পরিচিত স্বর্ণকার নিখিল সরকার বললেন, ‘গয়নার ডিজাইন বাছার ক্ষেত্রে এখন একটাই চাহিদা, কম ওজনের মধ্যে বড় ডিজাইন। যাতে গয়না হালকা হলেও দেখলে যেন ভারী লাগে। অনেকে তো আগে থেকেই বাজেট বলে দিচ্ছেন। তিন লাখ, পাঁচ লাখ, যাঁর যেমন সামর্থ্য। তার মধ্যে যা হবে, সেটাই নিচ্ছেন।’

দামের চাপে কেবল ক্রেতা নয়, বিক্রেতাদেরও নাভিশ্বাস উঠেছে। ভানু দাসের মতো ছোট দোকানদারেরা জানাচ্ছেন, বড় গয়নার অর্ডার এখন খুবই কম। বললেন, ‘অধিকাংশ সময় রুপোর গয়না বিক্রি করেই দোকান চলছে। মাঝেমধ্যে কেউ অর্ডার দিলে, আমরা অ্যাডভান্স নিয়ে বাইরে থেকে বানিয়ে এনে দিচ্ছি। মজুরির ওপর সামান্য লাভ রেখে কাজ চালাচ্ছি।’

সামনে মেয়ের বিয়ে, তার প্রস্তুতিতে দিনরাত এক করে ফেলেছেন শহরের নিউটাউন এলাকার বাসিন্দা আরতি সাহা। বছর দশেক আগে নিজের জন্য বানানো কিছু সোনার গয়না ছিল। সেগুলোই এখন তাঁর মেয়ের ভরসা। আরতি বললেন, ‘এখনকার বাজারে যেভাবে সোনার দাম বাড়ছে, আমাদের মতো মধ্যবিত্তের তো গয়না কেনার সাধ্যই থাকছে না। *এরপর দশের পাতায়*

ভবঘুরেদের জন্য থাকার ব্যবস্থা ফোরামের

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বর থেকে ভবঘুরে ও আশ্রয়হীনদের উদ্ধার করে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করছে দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরাম। এই কাজের জন্য ফোরামের তরফে 'নবদিশা' নামে একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় এজন্য সাতটি হোম তৈরি করেছে ফোরাম। গত রবিবার তিনজনকে উদ্ধার করে কোচবিহার, ঘোষপুকুর ও মাদারিহাটে ফোরামের হোমে রাখা হয়েছে। এছাড়াও বেশ কয়েকজন ভবঘুরেকে উদ্ধার করে ঠিকানা খুঁজে তাঁদের বাড়ি পাঠিয়েছেন ফোরামের সদস্যরা।

ফোরামের সভাপতি অমিত সরকার বলেছেন, '২০২২ সালের নভেম্বর থেকে আমরা এই কাজ করছি। অনেককেই আশ্রয়হীনভাবে মেডিকেল কলেজে পড়ে থাকতে দেখা যায়। আমরা তাঁদের হোমে নিয়ে রাখছি।'

অসমে গিয়ে রক্তদান

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২২ এপ্রিল : ও পজিটিভ রক্ত মিলছিল না এক মুমূর্ষু রোগীর। তাও এ রাজ্যে নয়, সেই রোগীর চিকিৎসা চলছিল অসমের কোকরাঝাড়ের একটি হাসপাতালে। অবশেষে ১০০ কিমি দূরে কোকরাঝাড়ে গিয়ে ওই রোগীকে রক্ত দিয়ে এলেন শামুকতলার এক খেতমজুর তরুণ ছোটন বর্মন।

রোগীর নাম মায়ারানি দত্ত, বয়স ৬০। বাড়ি অসমের গোঁসাইগাঁওয়ে। তিনি হার্ট সহ বেশ কিছু শারীরিক সমস্যা নিয়ে কোকরাঝাড়ের আরএনবি সিভিল হাসপাতালে ভর্তি হন কিছুদিন আগে। একসময় শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেখানে এক ইউনিট রক্ত মিললেও আর রক্ত মিলছিল না। খবরটি সোশ্যাল মিডিয়া মারফত পান সমাজকর্মী তথা কামাখ্যাগুড়ি ভলান্টিয়ারি অর্গানাইজেশনের সম্পাদক উদয়শংকর দেবনাথ। তিনি ও পজিটিভ রক্তের প্রয়োজনের কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করেন। সেখান থেকে খবর পেয়ে শামুকতলা থানার ছোট চৌকিরবস গ্রামের বাসিন্দা ছোটন উদয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপর উদয় ছোটনকে কোকরাঝাড়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। মঙ্গলবার ছোটন সেখানে গিয়ে রক্ত দিয়ে ফিরে এসেছেন। ছোটনের সঙ্গে সজল দেবনাথ নামে এক তরুণও গিয়েছিলেন। এই রক্তদানের ফলে ওই মহিলা অনেকটাই সুস্থ হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

রোগীর আত্মীয় কল্পনা সূত্রধর ছোটনের এই উদ্যেগের ব্যাপক প্রশংসা করেছেন।

উদ্বোধনের অপেক্ষায় খুনিয়া মোড় থেকে কুমাই পর্যন্ত তৈরি ১২ কিমি রাস্তা।

সীমান্ত সুরক্ষায় খুলছে নতুন পথ

রাজনাথের উদ্বোধন ২৬ এপ্রিল

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২২ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গ ও সিকিমের সঙ্গে চিন সীমান্ত সুরক্ষায় বড় হাতিয়ার হতে চলেছে নাগরাকাটার খুনিয়া মোড় থেকে চাপড়ামারি ও কুমানির জঙ্গল চেরা রাস্তা। আপাতত কুমাই পর্যন্ত ১২ কিমি ওই ঝাঁ চকচকে পথের কাজ সম্পূর্ণ শেষ করে ফেলেছে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন (বিআরও)। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ২৬ এপ্রিল প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং রাস্তার ওই অংশের উদ্বোধন করে ফেলবেন ভার্চুয়ালি। সশরীরে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন জনপ্রতিনিধিরা। এজন্য প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। খুনিয়া মোড়ে তৈরি করা হচ্ছে প্যান্ডেল।

প্রথম ধাপে রাস্তাটি বিন্দু ব্যারেজ পর্যন্ত যাবে। মোট দৈর্ঘ্য ৩৫ কিমি। পরবর্তীতে সিকিমের রাচেলা হয়ে জুলুক পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পথের সম্প্রসারণ হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রের খবর। এই রাস্তা হলে একদিকে ভারত, ভুটান ও চিনের ট্রাই জংশন পয়েন্ট ডোকালাম ও অন্যদিকে সিকিমের চিন সীমান্ত রক্ষা আরও শক্তভাবে করা যাবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। শুধু তাই নয়, যোগাযোগের এই উন্নয়নের সুফল ঝালং সহ গোটা জলঢাকা উপত্যকা এবং সিকিমের পর্যটনশিল্পেও যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে। বিআরও-র এক কর্তা জানান, এখনও পর্যন্ত খুনিয়া মোড় থেকে ২০ কিমি রাস্তা প্রায় হয়ে গিয়েছে। তবে পাকাপাকি কাজ শেষ হওয়া ১২ কিমির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দিন হিসেবে ২৬ এপ্রিলকে ঠিক করে রাখা হয়েছে। বিন্দু ব্যারেজ পর্যন্ত ৩৫ কিমি কাজ হয়ে যাওয়ার পর সিকিমের দিকে সম্প্রসারণ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক হবে।

আগের পুরোনো রাস্তা পুরো ভেঙে ফেলে নয়া রাস্তাটি ১২ মিটার চওড়া করে তৈরি করা হয়েছে। তবে ঝালংয়ের ২ নম্বর ব্যারেজের দিকে পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি করতে কারিগরি কারণে একটু সময় লাগছে। সেখানে ডাইভারশন করে খানিকটা অংশ অন্য রুট দিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে।

আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলেন, 'চাঙ্গা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, এলাকার বাসিন্দাদের যোগাযোগ ও সেইসঙ্গে পাহাড়ের পর্যটনের আরও শ্রীবৃদ্ধি, একসঙ্গে তিনটি উদ্দেশ্য ওই রাস্তার মাধ্যমে সাধিত হবে। ২৬ এপ্রিলের উদ্বোধনের চিঠি পেয়েছি।' জলঢাকা অফবিট ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কোঅর্ডিনেটর প্রণয় বরাইলির মন্তব্য, 'রাস্তার কাজটি পুরোপুরি শেষ হয়ে গেলে পর্যটকদের কাছে ঝালং যে বেস ক্যাম্পে পরিণত হবে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। সিকিমে যাওয়ার বিকল্প রুট পেয়ে পর্যটকদের জোয়ার নামবে বলেই মনে করি।'

আজ টিভিতে

নিউ কিডস ইন দ্য ওয়াইল্ড বিকেল ৩.১৪
অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ স্ত্রীর মর্যাদা, ১০.০০ নবাব, দুপুর ১.০০ সাথী, বিকেল ৪.১৫ রাখে হরি মারে কে, সন্ধে ৭.১৫ ফাইটার-মারবো নয় মরবো, রাত ১০.১৫ রোমিও, ১.০০ মাস্টারমশাই

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, বিকেল ৪.৩০ শাপমোচন, সন্ধে ৭.২০ কুলি, রাত ১০.২৫ স্বদেশ-আ জার্নি

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ গুরুদক্ষিণা, দুপুর ২.৩০ সুন্দর বউ, বিকেল ৫.০০ আক্রোশ, রাত ১০.০০ মঙ্গলদীপ, ১২.৪৫ অন্তর্ধান

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অভিযান

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ অপরাধী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আপন শত্রু

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৪৪ বিবাহ : আ জার্নি ফ্রম এনগেজমেন্ট টু ম্যারেজ, বিকেল ৩.১১ মঙ্গলবার, ৫.৫৬ সিটিমার, রাত ৮.৩০ হিম্মতওর, ১১.২৫ মধুরা রাজা

অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : সকাল ১০.৫৩ সত্য প্রেম কি কথা, দুপুর ১.৪৮ মিশন রানিগঞ্জ, বিকেল ৪.৩০ ডেয়ারিংবাজ, সন্ধে ৭.৩০ ধমাল, রাত ১০.০৯ ২.০

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ২.৪৪ নো স্মোকিং, বিকেল ৪.৫৭ জওয়ানি জানেমন, সন্ধে ৬.৫৮ বদলা, রাত ৯.০০ রাঞ্জনা, ১১.২০ নাম শবানা

এমএনএক্স : দুপুর ১২.৫৯ ইলেক্ট্রা, ২.৩১ দ্য ওয়াচ, বিকেল ৪.০৮ দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টিনটিন, বিকেল ৫.৫২ দ্য গিভার, রাত ৯.০০ লিজিয়ন, ১০.৩২ ননস্টপ

গুরুদক্ষিণা বেলা ১১.৩০
জি বাংলা সিনেমা

সিটিমার বিকেল ৫.৫৬
জি সিনেমা এইচডি

লিজিয়ন রাত ৯.০০
এমএনএক্স

রাখে হরি মারে কে বিকেল ৪.১৫ কালার্স বাংলা সিনেমা

নিউ বঙাইগাঁওে এসএস মেটালের ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এম-২৪৯-আরএসপি-২০২৪-২৫-ডিআরজি-০৮এ। তারিখ ঃ ১৮-০৪-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, কাজের নাম ঃ সিএন্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপ, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, নিউ বঙাইগাঁওে ৭৫টি কোচের জন্য এফআরসি ট্রফ -এর জায়গায় আরএমপিইউ -এর নিচে এসএস মেটাল ট্রফের ব্যবস্থা। কাজের আনুমানিক খরচ ঃ ১,০৪,৭৩,৪০০.৫০/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ২,০২,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। ই-টেন্ডারের উপরোক্ত সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিডব্লিউএম, নিউ বঙাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ০৭-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ ক্র. নং. ১: আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ডিই এন/III/বঙিয়া অধিক্ষেত্রের অধীনে ইআরসি সহ টিএফআর ৩৮.৫ কিমি। (প্রকল্প আইডি ০৮,০৪,৩১, ২৪.৩.৫৩.০২২)। টেন্ডার মূল্যঃ ৭০,৬৬,৩২৮.১৬ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,৪১,৩০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৯-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং ০৯-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ওয়ার্কস), বঙিয়া কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), বঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
EX-SERVICEMEN CONTRIBUTARY HEALTH SCHEME
STATION HQ (ECHS CELL) BINNAGURI CANTT
PHONE : 8945070455 / 6005016011
e-mail:echscellbinnaguri@gmail.com
EMPLOYMENT NOTICE

1. ECHS invites application to engage following appointments on contractual basis in ECHS Polyclinic Binnaguri & Cooch Behar for a period of one year (ESM)/ 11 months civilian subject to performance of candidates / other conditions according to the criteria as mentioned against each :-

Ser No.	Appointment	Minimum Qualification	No of Vacancy	Fixed Remuneration
(a)	Medical Officer (ECHS PC Binnaguri)	MBBS, Minimum 05 years work experience	01	Rs. 75,000/-
(b)	Nursing Assistant (ECHS PC Binnaguri)	BSc Nursing, Minimum 05 years work experience	01	Rs. 28,100/-
(c)	Driver (ECHS PC Binnaguri)	Class I MT driver (armed forces) possess a civil driving licence, Minimum 05 years work experience	01	Rs. 19,700/-
(d)	Medical Officer (ECHS PC Coochbehar)	MBBS, Minimum 05 years work experience	01	Rs. 75,000/-
(e)	Dental Officer (ECHS PC Coochbehar)	BDS, Minimum 05 years work experience	01	Rs. 75,000/-
(f)	Dental Hygenist (ECHS PC Coochbehar)	Diploma holder in Dental Hyg/class-I DH/DORA course (Armed forces) Minimum 05 years work experience	01	Rs. 28,100/-
(g)	Driver (ECHS PC Coochbehar)	Class I MT driver (armed forces) possess a civil driving licence, Minimum 05 years work experience	01	Rs. 19,700/-
(h)	Peon (ECHS PC Coochbehar)	Education Class 8 GD (armed forces) Minimum 05 years work experience	01	Rs. 16,800/-
(i)	Lab Tech (ECHS PC Coochbehar)	DMLT /Class I Laboratory Tech course (Armed forces) Minimum 05 years work experience	01	Rs. 28,100/-
(j)	Chowkidar (ECHS PC Coochbehar)	Education 8th Pass of GD trade for Armed forces	01	Rs. 16,800/-

2. **For Terms & Conditions, Application Form, Remuneration:** Kindly visit our website **www.echs.gov.in.** For additional Details, please contact Stn HQ (ECHS Cell) **Binnaguri & Cooch Behar,** Mobile No 8945070455 & email **echscellbinnaguri@gmail.com**. Also approach concerned ECHS Polyclinic for details. Preference will be given to the Ex-Servicemen.

3. **Last date of receipt of application as per format given at our website:** Application as per requisite format along with self attested photocopies of testimonials in support of Education Qualifications and Work Experience will be submitted to OIC, Stn HQs (ECHS Cell). By **30 May 2025** in duplicate. Any application received after **30 May 2025** will not be accepted.

4. **Interview Date, Timing & Venue :** Candidate must reach **Stn HQ Binnaguri ESM Cell at 0900 hrs** on **06 Jun 2025** for the interview to be held between **1130 hrs** to **1330 hrs**. Candidates must bring all the original certificate/mark sheets/degree of 10th/Matric,10+2 & Graduation/post-graduation/diploma/course, work exp and discharge book, PPO, service records and 02 (Two) PP size colour photographs at the time of interview. No TA/DA is admissible. Only candidate meeting the Qualitive Requirement may apply. Also bring Medical fitness Certificate from SEMO/CMO at the time of interview.

5. **Overlapping of Handing/Taking period & Submission of Annual Property Return (Declaration of Assets).** 10 days of handling/taking over between the key appointment (Medical Officer, Nursing Assistant, Dental Officer, Dental Hygenist, Driver, Peon, Lab Tech, Chowkidar) at polyclinic will be carried out. The APR in respect of Dental Officer with regards to immovable & movable property will be deposited with Stn HQ, Binnaguri before tenanting the appt. This will be applicable for both initial appt & extension of tenure. The appt/extension letter will be issued only after submission of the said document. The selected individual will have to undergo 10 days on the job Traning (OJT) and obtain a certificate from OIC Polyclinic before signing the contact. The duration of OJT will remain unpaid and counted as mandatory before assuming charge as a contractual employee.

Affidavit

I Samir Ghosh, Father of Sayan Ghosh, Admit Card No. 8622029, Centre No. 1256674, Roll No. 1256674/012, due to his mother's name being wrong, on 22.4.25 at Siliguri EM Court, vide affidavit I declare that 'Ankita Aich' and 'Ankita Ghosh' is the same person. Samir Ghosh, Siliguri, Darjeeling. (C/116196)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কন/২০২৫/ মার্চ/০১, তারিখঃ ১৭-০৩-২০২৫-এর বিপরীতে সংশোধনী - ২

টেন্ডার নং. সিই/কন/বিএইচ/পিএমএস/২০২৪/১৪/আরটি-১-এর বিপরীতে সংশোধনী-২ জারি করা হয়েছে, বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন। চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/কাটিহার ডিএল প্রজেক্ট/মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

টেন্ডার নোটিস নং. সিওএন/২০২৪/ডিসেম্বর/০১ তারিখঃ ১৯-১২-২০২৪ এর বিপরিতে সংশোধনী- ১৩

টেন্ডার নং. সিই/সিওএন/এলাটিডি/ইপিসি/২০২৪/০৫ এর বিপরিতে সংশোধনী- ১৩ জারি করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in এ অবলোকন করুন।
মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন/লামডিং প্রজেক্ট/মালিগার্ড
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

CORRIGENDUM NOTICE
Date and Time Extension

1) **Tender ID: 2025_MAD_832441_1, Name of work** : Construction of Car shade at Sanitary campus of Jalpaiguri Municipality in ward No. 8 under Jalpaiguri Municipality.
2) **Tender ID: 2025_MAD_832453_1, Name of work** : Cleaning and installing concrete Paver block at Sanitary Compound at Jalpaiguri Municipality in ward No. 8 under Jalpaiguri Municipality.
3) **Tender ID: 2025_MAD_832465_1, Name of work** : Beautification of Samaj Para valley in ward No. 5 under Jalpaiguri Municipality.
4) **Tender ID: 2025_MAD_832476_1, Name of work** : Construction of road using Paver Block from Shani Mandir to Sri Tanay Dey house extension to Sri Bishal Roy house in ward No. 1 under Jalpaiguri Municipality.

The above mentioned tender till date not attended by the bidder (due to Banking Server problem) for qualify the tender process, so another 10 days date and time extension allow to participant the tender process.
Last date of bidding (On line) dated: 02/05/2025 at 6.55 P.M.
Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & www.jalpaiguri municipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.
Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

তিনসুকিয়া মণ্ডলে আরসিসি ওভার হেড ট্যাংকের ব্যবস্থা এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. টিএসকে/ইএনজিজি/১২ অক্ষ ২০২৫ তারিখ ১৭-০৪-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। আইটেম সংখ্যা. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ নিউ তিনসুকিয়ার অধিক্ষেত্রের অধীনের ৬০,০০০ গেলন ক্ষমতাসম্পন্ন আরসিসি ওভারহেড ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা করা (নিউ তিনসুকিয়াতে ২ টি ২০০০০ গেলন ক্ষমতাসম্পন্ন এবং ২ টি ১০০০০ গেলন ক্ষমতাসম্পন্ন)। টেন্ডার রাশিঃ ২,১৫,২৯,৮৩২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৫৭,৭০০/- টাকা। আইটেম সংখ্যা. ২। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ তিনসুকিয়া মণ্ডলে- ২ বৎসরের জন্যে এডিইএন/তিনসুকিয়া, এডিইএন/ডিব্রুগড় টাউন, এডিইএন/সরুপথার এবং এডিইএন/মরিয়ানি জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনের আধিকারিক এবং অধীনস্থ আধিকারিকের বিশ্রাম গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার রাশিঃ ২,৫২,৭৫,৭২৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৭৬,৪০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৯-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৯-০৫-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার গু-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ০৯-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), তিনসুকিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কর্মখালি

Wanted staff for book shop/ tea shop near NBU, girl with proficiency in English preferred. (M/M)

●

সেলসের কাজে উচ্চাকাঙ্ক্ষী পুরুষ/মহিলা নিয়োগ, স্টাইপেন্ড আছে। M : 7430979039 (Jal), 85970 59434. (Slg). (C/116071)

●

Required Salesman for Philips Light, with 2-3 years experience in Electrical Field will preferred. Adie Centre, Behind 9/10 Hotel, Siliguri-98320-67075. (C/116072)

হারানো/প্রাপ্তি

আমার (শচীন্দ্র নারায়ণ সরকার) আসল Land Deed, যাহার নং-08241, Dt. 18-12-2017, হারিয়ে গিয়েছে। যদি কেউ পেয়ে থাকেন তাহলে যোগাযোগ করুন। শচীন্দ্র নারায়ণ সরকার, পিতা-সুবল চন্দ্র সরকার, ঘুঘুমারি, কোচবিহার। M : 8918771220.

অ্যাফিডেভিট

আমার খতিয়ান নং 278, JL No. 055 মৌজা- চন্দনচৌড়া, নাম ভুল থাকায় গত 17-04-25, সদর, কোচবিহার, E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Dulal Das এবং Dipak Chandra Das এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। চন্দনচৌড়া, মধুপুর, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/114693)

●

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স কার্ড নং WB-63 20090979388 নাম ভুল থাকায় গত 30-01-25 তুফানগঞ্জ E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Rejadul Haque এবং Rejajul Haque এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। মানসাই, বক্সিরহাট, কোচবিহার। (C/114694)

ভর্তি

Siliguri Tea Training Institute, Shivmandir- Siliguri, Phone : 8372059506/ 9800050770, Tea Tasting,Tea Blending & Tea Marketing Course refresher course for tea traders and start ups, Duration : 6 days, Course fee : Rs. 10000/- Next batch : 3rd to 8th May. (M/M)

Tender Notice

Sealed tenders are hereby invited by the Executive Officer, H.C. Pur-I Panchayat Samity SBKT under SBM (G) vide Memo No. 218, Date : 21/04/2025. Interested persons may visit https://wbtenders.gov.in for details.
Sd/-
Executive Officer
H.C. Pur-I, Panchayat Samity
Malda

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯০০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯৫০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪৫৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৬৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৬৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

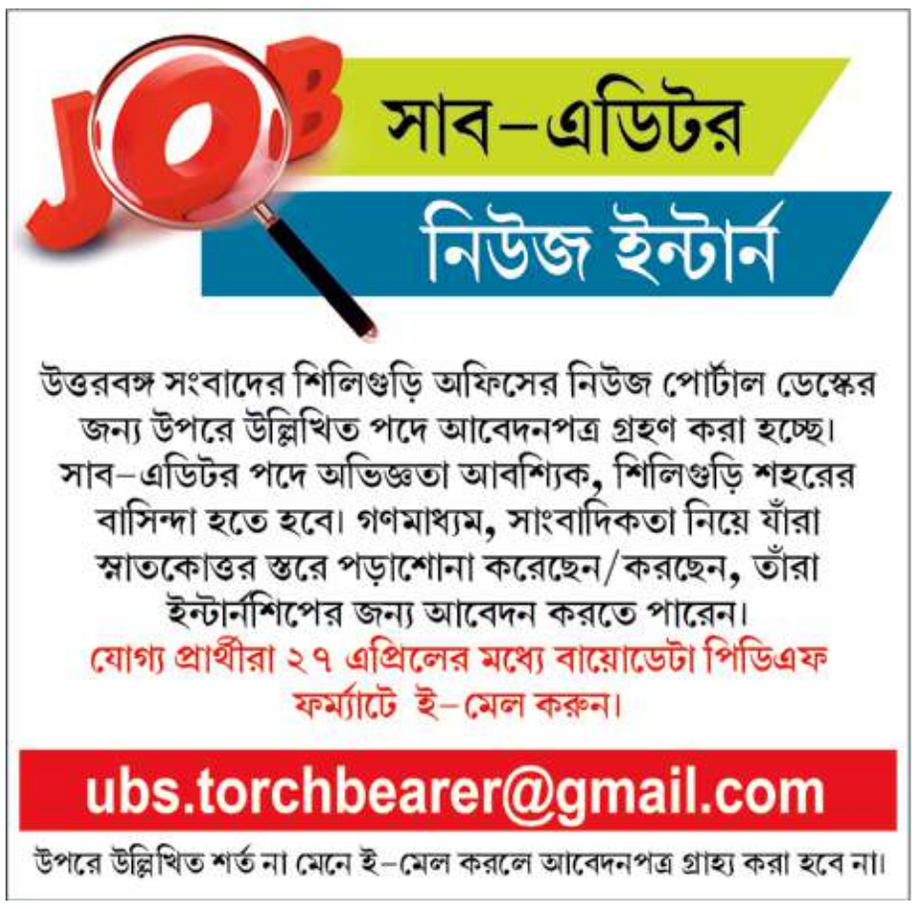

উত্তরবঙ্গ সংবাদের শিলিগুড়ি অফিসের নিউজ পোর্টাল ডেস্কের জন্য উপরে উল্লিখিত পদে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে। সাব-এডিটর পদে অভিজ্ঞতা আবশ্যিক, শিলিগুড়ি শহরের বাসিন্দা হতে হবে। গণমাধ্যম, সাংবাদিকতা নিয়ে যাঁরা স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা করেছেন/করছেন, তাঁরা ইন্টার্নশিপের জন্য আবেদন করতে পারেন।
যোগ্য প্রার্থীরা ২৭ এপ্রিলের মধ্যে বায়োডেটা পিডিএফ ফর্ম্যাটে ই-মেল করুন।

ubs.torchbearer@gmail.com

উপরে উল্লিখিত শর্ত না মেনে ই-মেল করলে আবেদনপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায় মন্দা কাটবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার ক্ষমতার স্বীকৃতি মিলবে। গোপন তথ্য প্রকাশ্যে আসায় সমস্যা। বৃষ : বাবা ও মায়ের পরামর্শে সংসারের সমস্যার সমাধান। মিথুন : শ্লেষ্মাঘটিত অসুখে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের নিষ্পত্তি হবে। কর্কট : ব্যবসায় মন্দা কমবে। ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগে সমস্যা নেই। পরিবারের কোনও সদস্যের কৃতিত্বে আনন্দ। সিংহ : অংশীদারি ব্যবসায় মতানৈক্য। হঠাৎ কোনও নতুন কাজের সুযোগ আসবে। কন্যা : সারাদিন পরিশ্রমে যাবে। বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। তুলা : বাড়ি সংস্কারে বাধা আসতে পারে। বিপন্ন কোনও ব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। বৃশ্চিক : প্রেমের সঙ্গীকে অযথা ভুল বুঝবেন। মাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণের সিদ্ধান্ত। বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগ। ধনু : একাধিক উপায়ে অর্থ আসতে পারে। বিদ্যার্থীরা সফল হবেন। মকর : ভাইবোনের সঙ্গে আনন্দে কাটবে। শেষমুহূর্তে এসে থমকে যেতে পারে পদোন্নতি। নতুন বাড়ি কেনার ভালো সুযোগ। কুম্ভ : সামান্য কারণে মেজাজ হারিয়ে প্রিয়জনকে মানসিক আঘাত দিয়ে বসবেন। প্রতারিত হতে পারেন। মীন : বড় কোনও কাজ হঠাৎ থেমে যেতে পারে। পুরোনো সম্পদ কিনে লাভবান হবেন। পেটের রোগে ভোগান্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৯ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ৩ বৈশাখ, ২৩ এপ্রিল, ২০২৫, ৯ বহাগ, সংবৎ ১০ বৈশাখ বদি, ২৪ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।১৪, অঃ ৫।৫৮। বুধবার, দশমী দিবা ১১।৪৪। ধনিষ্ঠানক্ষত্র দিবা ৭।৩৬। শুক্রযোগ দিবা ২।৫৫। বিষ্টিকরণ দিবা ১১।৪৪ গতে ববকরণ রাত্রি ১০।৫৫ গতে বালবকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ৭।৩৬ গতে বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে-দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ১১।৪৪ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৮।২৫ গতে ১০।০ মধ্যে ও ১১।৩৬ গতে ১।১১ মধ্যে। কালরাত্রি ২।২৫ গতে ৩।৫০ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৭।৩৬ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৮।৮ গতে পশ্চিমেও নিষেধ, দিবা ১১।৪৪ গতে পুনঃ যাত্রা নাই, দিবা ১।১১ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১০।৩২ গতে নামকরণ দীক্ষা দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপণ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দশমীর একোদ্দিষ্ট এবং একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। বই দিবস ও কপিরাইট দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৭ মধ্যে ও ৯।২২ গতে ১১।৬ মধ্যে ও ৩।২৬ গতে ৫।১০ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪৭ গতে ৯।০ মধ্যে ও ১।২২ গতে ১১।৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ—দিবা ১।৪৩ গতে ৩।২৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।০ গতে ১০।২৭ মধ্যে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

হাতির হানায় তরুণের মৃত্যু, বাছুর মারল চিতাবাঘ

লাটাগুড়ি ও বানারহাট, ২২ এপ্রিল : বন ছেড়ে লোকালয়ে আসা বন্যদের হানায় উদ্বেগ বাড়ছে। একদিকে লোকালয়ে হাতির হামলায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হল। অপরদিকে চিতাবাঘ গোয়ালে ঢুকে বাছুরকে খুবলে খেল। এই ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে জলপাইগুড়ি জেলার মেটেলি ব্লকের বড়দিঘি বনবস্তি ও বানারহাটের হলদিবাড়ি চা বাগানে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অন্যদিকে, মঙ্গলবার লাটাগুড়ি ও গরুমারার জঙ্গলের মাঝে কখনও একপাল আবার কখনও একটি দাঁতাল হাতির জাতীয় সড়ক পারাপারের জেরে জাতীয় সড়ক বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ থাকে।

সোমবার রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ লাটাগুড়ি জঙ্গল থেকে একটি হাতি বেরিয়ে বড়দিঘি বনবস্তি এলাকায় হাজির হয়। স্থানীয় বাসিন্দা রাতি ওরাওঁ, সোমা খেড়িয়ারা জানান, লোকালয়ে হাতি বেরিয়ে আসায় তাঁরা পটকা ফাটিয়ে হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠাবার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। সেই পটকার আওয়াজে স্থানীয় বাসিন্দা নান্দু খেড়িয়া (৩৬) ও তাঁর ছেলে বিনীত খেড়িয়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। হাতি দেখার জন্য তাঁরা সার্চলাইট জ্বালান। সেই সময় দাঁতালটি তাঁদের দিকে তেড়ে যায়। হাতির তাড়া খেয়ে বিনীত কোনওক্রমে পালিয়ে গেলেও হাতিটি পা দিয়ে নান্দুকে পিষে দেয়।

অপরদিকে, মঙ্গলবার সকালে বানারহাট ব্লকের হলদিবাড়ি চা বাগানের ফ্যাক্টরি লাইনের বাসিন্দা মনোজকুমার সাহানির গোয়াল থেকে একটি ক্ষতবিক্ষত বাছুরের মৃতদেহ মেলে। স্থানীয়দের অনুমান, সোমবার রাতে এলাকায় বৃষ্টিপাতের সুযোগে চিতাবাঘ মনোজের গোয়ালে ঢুকে বাছুরের ওপর হামলা চালায়।

নিজের গলায় কোপ, রক্তাক্ত বধূ উদ্ধার

আলিপুরদুয়ার, ২২ এপ্রিল : মঙ্গলবার দুপুরে আচমকাই নিজের গলায় ধারালো অস্ত্রের কোপ বসান এক গৃহবধূ। তাঁর গোঙানির শব্দ শুনে আত্মীয় ও প্রতিবেশীরা তাঁকে উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। অস্ত্রোপচারের পর শারীরিক পরিস্থিতি এখন স্থিতিশীল রয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। পারিবারিক বিবাদের জেরে নাকি অন্য কোনও কারণ তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মঙ্গলবার দুপুরে আলিপুরদুয়ার পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের নিউটাউন বাজার সংলগ্ন এলাকায় ওই গৃহবধূকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে ছুটে আসেন আত্মীয় ও প্রতিবেশীরা। ঘটনাস্থলে যায় আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ। ঘরের মেঝেতে জায়গায় জায়গায় রক্তের দাগ এবং জিনিসপত্র ছড়িয়েছিটিয়ে ছিল।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়িতে স্বামী ও ছেলের সঙ্গে থাকেন ওই মহিলা। ঘটনার সময় স্বামী ও ছেলে কেউ বাড়িতে ছিলেন না। তবে ওই মহিলার পাশে বঁটি পড়ে ছিল। সেই বঁটি দিয়ে গলায় আঘাত করা হয় বলে মনে করা হচ্ছে। পুলিশ অবশ্য সেই বঁটি উদ্ধার করেছে। তবে কোনও লিখিত অভিযোগ হয়নি। ওই গৃহবধূর ছেলের কথায়, 'সকালের দিকে বাড়ির পরিবেশ ভালোই ছিল। কারও সঙ্গে কোনও বিবাদও হয়নি। তবে কেন মা এমন করল তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না।'

আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'এখনও কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি। তবে তদন্ত চলছে।'

মীমাংসার প্রস্তাব

ধর্ষণে অভিযুক্তকে বাঁচানোর চেষ্টা পঞ্চায়েত সদস্যের

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২২ এপ্রিল : ৭৪ বছরের বৃদ্ধের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে সক্ষম বছর কুড়ির এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল কামাখ্যাগুড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ধর্ষণে অভিযুক্ত বৃদ্ধ গ্রেপ্তার হয়েছে। এরই পাশাপাশি আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করে ঘটনাটিকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে। যদিও বিজেপির সেই পঞ্চায়েত সদস্য অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

নির্যাতিতার দাদার বক্তব্য, সোমবার বিকেলে ওই ঘটনার পর পঞ্চায়েত সদস্য আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তবে তিনি কোনওরকম মীমাংসায় না গিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হন এবং কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ওই বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করে। ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডল জানান, ওই বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে। বিচারক জেল হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরও জানান, ওই পঞ্চায়েত সদস্য এ ধরনের কোনও মীমাংসার প্রস্তাব দিয়েছেন কি না তা খতিয়ে দেখা হবে।

অভিযোগ

- সোমবার বিকেলে ওই ঘটনার পর পঞ্চায়েত সদস্য আলোচনা করে মীমাংসার প্রস্তাব দিয়েছিলেন নির্যাতিতার দাদাকে
- তবে তিনি কোনওরকম মীমাংসায় না গিয়ে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেন
- পুলিশ ওই বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করে

এদিকে সেই পঞ্চায়েত সদস্যের মন্তব্য, 'আমি বিষয়টি শুনে নির্যাতিতার দাদাকে পুলিশের দ্বারস্থ হওয়ার কথা বলেছি। সালিশি সভায় মীমাংসার কথা বলিনি। আমি কখনও কোনওরকম অনৈতিক কাজকে সমর্থন করি না।'

ঘটনার বিবরণে তরুণীর দাদা জানান, তিনি লরিচালক। বিকেলে কাজ থেকে বাড়িতে ফিরে দেখেন ওই বৃদ্ধ তাঁর বোনকে ধর্ষণ করছে। বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করে। তবে দৌড়ে গিয়ে বৃদ্ধকে ধরে ফেলেন তিনি। চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুনে প্রতিবেশীরা চলে আসেন। নির্যাতিতার দাদা জানান, এলাকারই ওই বৃদ্ধকে তাঁরা জেঠু বলে ডাকতেন। প্রায়ই তাঁদের বাড়িতে আসত। এ ধরনের ঘটনা যে সে ঘটাবে, তা তাঁদের কল্পনারও বাইরে।

তবে বিষয়টি নিয়ে পঞ্চায়েত সদস্যের মীমাংসার প্রস্তাবকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক মৃদুল গোস্বামী বলেন, 'বাংলায় এই ধরনের ঘটনা মীমাংসার মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়া হয় না। সালিশি সভার মাধ্যমে এসব ঘটনা উত্তরপ্রদেশ বা অসমে মেটানো হয়। এ ধরনের কাজ যারা করে, তারা প্রকৃতপক্ষে অসামাজিক লোক। পুলিশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে। একজন জনপ্রতিনিধি হয়ে এ ধরনের ঘটনার মীমাংসার চেষ্টা একেবারেই কাঙ্ক্ষিত নয়।'

এ প্রসঙ্গে আলিপুরদুয়ার জেলা বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি তথা জাতীয় কর্ম সমিতির সদস্য গুণধর দাসের মন্তব্য, 'আমি ওই পঞ্চায়েত সদস্যের সঙ্গে এখনও বিষয়টি নিয়ে কথা বলিনি। ধর্ষণের অভিযোগ প্রমাণিত হলে দোষী আইন মোতাবেক শাস্তি পাবে। তবে পঞ্চায়েত সদস্য যদি এ ধরনের মীমাংসার কথা বলে থাকেন তা ঠিক নয়। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে প্রয়োজন হলে দলের তরফে পদক্ষেপ করা হবে।'

মীমাংসার প্রস্তাবের সমালোচনা করেছেন কামাখ্যাগুড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান একাদশী রায় বর্মন। তিনি বলেন, 'ধর্ষণে অভিযুক্ত দোষী প্রমাণিত হলে কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। এ ধরনের ঘটনায় বিজেপির পঞ্চায়েত যে মীমাংসার প্রস্তাব দিয়েছেন তা একেবারে অন্যায়। এর তীব্র নিন্দা জানাই।'

শিশুবাড়ি হাইস্কুলে রিহ্যাব নাটকের একটি দৃশ্য। মঙ্গলবার। -সংবাদচিত্র

নিঃশুল্ক শববাহী গাড়ি

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ২২ এপ্রিল : কালচিনি ব্লকের হ্যামিল্টনগঞ্জে শতাব্দীপ্রাচীন কালীপুজো হয়। প্রতিবছর সেই পুজোকে কেন্দ্র করে বড় মেলা বসে। স্থানীয়দের কথায়, চা বাগানের সাহেবদের উদ্যোগে এই কালীপুজো ও মেলার সূচনা হয়েছিল। বর্তমানে মেলার আয়োজন ও পরিচালনার জন্য রয়েছে মেলা কমিটি। সেই মেলা কমিটির তরফে মঙ্গলবার শববাহী গাড়ি পরিষেবা চালু করা হল।

মেলা কমিটির তরফে পরিমল সরকার বলেন, 'দূরদূরান্ত থেকে প্রতিবছর প্রচুর মানুষ মেলায় দোকান বসান। তাঁদের সুষ্ঠু পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রতিটি দোকান থেকে কিছু চাঁদা নেওয়া হয়। সেই চাঁদার টাকা জমিয়ে নতুন গাড়িটি কেনা হয়েছে।' মৃতদের আত্মীয়পরিজনরা মেলা কমিটির সুনির্দিষ্ট নম্বরে যোগাযোগ করলে বিনামূল্যে এই পরিষেবা মিলবে।

মেলা কমিটির এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গাড়িটির নাম দেওয়া হয়েছে 'স্বর্গদুয়ার'। এই কাজের মাধ্যমে মৃতদের শ্রদ্ধা জানানো হবে বলে মনে করছেন মেলা কমিটির সদস্যরা। এদিন কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে পরিষেবার সূচনা করেন মেলার আয়োজক কমিটির যুগ্ম সম্পাদক পরিমল সরকার ও সুকমল ঘোষ। এছাড়া কমিটির অন্য পদাধিকারী এবং সদস্যরাও সেখানে ছিলেন।

পাম্পে অভিযান

আলিপুরদুয়ার, ২২ এপ্রিল : ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের স্ট্যান্ডিং কমিটি মঙ্গলবার একটি পেট্রোল পাম্পে অভিযান চালায়। ওই পেট্রোল পাম্প থেকে কম জ্বালানি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ ছিল। ওই পাম্পের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ না করা হলেও কর্তৃপক্ষকে সাবধান করা হয়। ফের এ ধরনের অভিযোগ উঠলে কঠিন পদক্ষেপ করা হবে বলেও সতর্ক করা হয়েছে।

পাশাপাশি, এদিন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা তিনটি কোঅপারেটিভ সোসাইটি এবং একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকও পরিদর্শন করেন। দলের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি সঞ্জয় চক্রবর্তী বলেন, 'আমরা ওই পেট্রোল পাম্প কর্তৃপক্ষকে সাবধান করেছি। পাশাপাশি, লোকসানে চলা ওই তিন কোঅপারেটিভ সোসাইটি ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক নিয়ে জেলা প্রশাসনকে একটি রিপোর্ট তৈরি করতে বলা হয়েছে।'

ডিআরএমের দ্বারস্থ সাংসদ, বিধায়করা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২২ এপ্রিল : কোথাও স্পেশাল ট্রেন তো কোথাও আবার ট্রেনের স্টপ। এইরকম বিভিন্ন দাবি নিয়ে মঙ্গলবার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএমের দ্বারস্থ হলেন আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার একাধিক পদ্ম বিধায়ক এবং সাংসদ। বিজেপির এই প্রতিনিধিদলে ছিলেন কোচবিহার জেলার তিন বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে, মালতী রাভা, বরেনচন্দ্র বর্মন, কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজ ওরাওঁ, আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিক্কা। ছিলেন দলের দুই জেলার সভাপতি মিঠু দাস এবং অভিজিৎ বর্মনও। এদিন বিজেপির এই প্রতিনিধিদল বিকেল চারটা নাগাদ ডিআরএম অফিসে আসে। প্রায় ঘণ্টাখানেক ডিআরএমের সঙ্গে আলোচনার পর স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়।

নিখিল বলেন, 'দুই জেলারই বিভিন্ন দাবি ছিল। সেগুলো ডিআরএমকে জানানো হয়েছে। তিনি সমস্তটা শুনেছেন। কিছু দাবি পূরণের আশ্বাস দিয়েছেন। এছাড়া রাজ্য সরকারের জন্য কিছু কাজ বাধা পাচ্ছে বলে আমরা জানতে পারি।' অন্যদিকে আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজের কথায়, 'আমরা যে দাবিগুলো বলতে এসেছি সেগুলো সবার জন্য। সব জনপ্রতিনিধি নিজেদের এলাকার বিভিন্ন দাবি

ডিআরএম অফিসে বিজেপির প্রতিনিধিদল। মঙ্গলবার।

জানিয়েছেন। যে কাজগুলো আটকে রয়েছে সেগুলো শেষ করার দাবি জানিয়েছি। রাজ্য সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন বিভিন্ন কাজ করার ক্ষেত্রে।' এদিন বিজেপির এই প্রতিনিধিদলের জানানো দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, মদনমোহন এক্সপ্রেসের বর্তমান পরিস্থিতি কী সেটা জানা। এই ট্রেন ধুবড়ি থেকে তুফানগঞ্জ হয়ে কলকাতা পর্যন্ত চালানোর দাবি করা হয়েছে। তুফানগঞ্জে আরও কিছু নতুন রেললাইন বসানোর দাবিও করা হয়।

আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলা থেকে দক্ষিণ ভারতে যাওয়ার ট্রেন চালু করতেও বলা হয়েছে এদিন। আলিপুরদুয়ারের সাংসদদের কথায়, গুয়াহাটি থেকে দক্ষিণ ভারতের ট্রেনগুলো চলায় দুই জেলার বাসিন্দারা সিট পান না। সেজন্যই আরেকটি নতুন ট্রেনের দাবি করা হয়েছে। এছাড়াও বিকেলে আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে কলকাতাগামী একটি ট্রেনের কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে কামাখ্যাগুড়ি, বীরপাড়া এলাকায় রেল ওভারব্রিজ তৈরির আপডেট জানতে চাওয়া হয়। এছাড়া কামাখ্যাগুড়ি স্টেশনে নর্থ-ইস্ট এক্সপ্রেস, সরাইঘাট এক্সপ্রেসের মতো বিভিন্ন ট্রেনের স্টপ দাবি করা হয়। একইভাবে কোচবিহার ও দিনহাটা স্টেশনে বেশ কিছু ট্রেনের স্টপ চাওয়া হয়। অফিস টাইমের জন্য বামনহাট থেকে ফালাকাটা, নিউ আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত ট্রেন চালানোর দাবিও জানানো হয় বিজেপির প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে। নিউ কোচবিহার স্টেশনের সৌন্দর্যায়নের কাজের বরাদ্দ কেন কামানো হয়েছে সেই প্রশ্নও করা হয় বিজেপির পক্ষ থেকে।

শিক্ষকদের সংহতি সভা

আলিপুরদুয়ার, ২২ এপ্রিল : নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িতদের শাস্তি ও চাকরি থেকে বঞ্চিত যোগ্য প্রার্থীদের ন্যায়বিচারের দাবিতে জেলার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা সরব হলেন। মঙ্গলবার বিকেলে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির আলিপুরদুয়ার জেলা শাখার উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার বেলতলা মোড় সংলগ্ন কর্মচারী ভবনে সংহতি সভা আয়োজিত হয়। সেই সভায় শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেলার শিক্ষকবৃন্দ প্রতিবাদ জানায়। দাবি ওঠে, চাকরিহারা যোগ্য ও বৈধ প্রার্থীদের অবিলম্বে নিয়োগ দিতে হবে এবং যাঁরা এই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত তাঁদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে। পাশাপাশি সভা থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের পদত্যাগের দাবিও ওঠে। সমিতির জেলা সাধারণ সম্পাদক জয়ন্ত সাহা বলেন, 'কলকাতায় যে সমস্ত বঞ্চিত শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজেদের অধিকার নিয়ে আন্দোলন করছেন, তাঁদের সমর্থন জানাই।'

বন্ধ ধাবায় ১৫৬টি সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত

জটেশ্বর, ২২ এপ্রিল : জটেশ্বর বাজার সংলগ্ন ধ্যানারপুল এলাকার একটি বন্ধ ধাবা থেকে মঙ্গলবার বিকেলে বেশ কয়েকটি খালি কমার্সিয়াল বায়োগ্যাসের সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করল জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ। সেখান থেকে মোট ১৫৬টি গ্যাস সিলিন্ডার উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় জটেশ্বর বাজারজুড়ে প্রবল হইচই শুরু হয়েছে। তবে জটেশ্বরে একসঙ্গে বিপুল পরিমাণ গ্যাস সিলিন্ডার কী কারণে মজুত করা হয়েছিল তা নিয়ে তদন্ত চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এদিন তারা বিকেল নাগাদ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ধ্যানারপুলের ওই বন্ধ ধাবায় হাজির হয়। জটেশ্বর ফাঁড়ির ওসি জগৎজ্যোতি রায় বলেন, 'খবর পেয়ে একটি ধাবা থেকে ১৫৬টি সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত হয়েছে। মালিকপক্ষ কোনও সঠিক নথিপত্র দেখাতে পারেনি। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

পুলিশ আসার সময় ধাবার ভিতরে থাকা এক ব্যক্তি সিলিন্ডারগুলি নাড়াচাড়া করছিলেন। পুলিশকে দেখে বেগতিক বুঝে তিনি পালিয়েও যান। পুলিশ ওই লোকটিকে ধরতে পারেনি। এখনও অবধি ওই ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। তবে ধাবার মালিকপক্ষ জানিয়েছে, যে সিলিন্ডার উদ্ধার হয়েছে সেগুলি প্রায় বছরখানেক আগে বর্ধমান থেকে এনে তারা ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করত। তবে তাদের সংস্থার নাকি কোনও গোডাউন নেই। তাই গাড়িতে গাড়িতেই সিলিন্ডারের ব্যবসা চলত। সিলিন্ডারগুলি খালি হওয়ার পর ধ্যানারপুলের ওই ধাবাতে তা মজুত করা হত বলে মালিক জানিয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় আসক্তি কাটাতে 'রিহ্যাব'

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ২২ এপ্রিল : বিকেল হলে কিংবা বৃষ্টির দিনে সবুজ কিংবা এঁদো মাঠে ফুটবল নিয়ে আর কাড়াকাড়ি করে না ওরা। ওরা জানে না ডাংগুলি খেলার নিয়ম। গোল্লাছুটের নাম শোনেনি ওরা। তবে অ্যাপ ইনস্টল করা থেকে শুরু করে ভিডিও এডিটিং করে রিলস বানাতে ওরা সিদ্ধহস্ত। এর জেরে জেদি, একগুঁয়ে হচ্ছে উঠতি প্রজন্মের একটা বড় অংশ। জড়িয়ে পড়ছে অপরাধমূলক কাজকর্মে। সোশ্যাল মিডিয়ায় মাত্রাতিরিক্ত আসক্তিই সমাজের মূল স্রোত থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে বর্তমান প্রজন্মকে বলে মত সমাজতত্ত্ববিদদের। তবে ওদের আগলে রেখে 'মূল স্রোতে' ফেরাতে চায় হাওড়া আমতা পরিচয় নামে এক নাট্য সংস্থা। সেই উদ্দেশ্যেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্কুলে রিহ্যাব নামে একটি নাটক মঞ্চস্থ করছেন তাঁরা। মঙ্গলবার যেমন শিশুবাড়ি হাইস্কুল এবং মাদারিহাট গার্লস হাইস্কুলে ওই নাটকের ১১ এবং ১২ নম্বর শো মঞ্চস্থ হয়।

সংস্থার সদস্য তথা অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা বিশ্বাস জানান, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এভাবে নাটক মঞ্চস্থ করতে তাঁদের সহযোগিতা করছে ইন্ডিয়ান ফাউন্ডেশন ফর দ্য আর্টস (আইএফএ)। শিশুবাড়ি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মানস ভট্টাচার্য জানান,

> আমাদের জীবন আমাদের যাপন আমাদের ভালোমন্দ থাকার চাবিকাঠি তুলে দিয়েছি সমাজমাধ্যমে। এভাবেই এক ভয়ংকর সর্বনেশে খাদের কিনারে কীভাবে এসে পৌঁছেছি, জানতেও পারিনি। সেই না জানাটিকে আজ চোখের সামনে আয়না ধরে দেখিয়ে দিল রিহ্যাব নাটকটি।
>
> **কাজি রুনা লায়লা খানম** প্রধান শিক্ষিকা, মাদারিহাট গার্লস হাইস্কুল

এদিন নাটকের ব্যবস্থাপনায় ছিল আলিপুরদুয়ার সংঘশ্রী যুব নাট্য সংস্থা। তিনি বলেন, 'এদিন নাটকের মাধ্যমে মানবজীবনে সোশ্যাল মিডিয়ার কুপ্রভাব তুলে ধরার পাশাপাশি নাট্যচর্চার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পড়ুয়াদের বোঝানো হয়।' ঋতুপর্ণা জানান, ২০১৫ সাল থেকে সামাজিক বার্তা দিয়ে বিভিন্ন স্কুলে নাটক করে চলেছেন তাঁরা। এর আগে তাঁদের নাটক 'সাবিত্রীবাঈ ফুলে' ১৫০টি স্কুলে মঞ্চস্থ করা হয়েছিল।

সোশ্যাল মিডিয়ার ফাঁদে পড়ে বর্তমান প্রজন্ম আবেগহীন হচ্ছে বলে মনে করেন সমাজতত্ত্ববিদরা। এদিন ৪০ মিনিটের নাটকে ওই সামাজিক ছবিই তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি নাট্যচর্চাই যে সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ, তাও তুলে ধরা হয় ওই নাটকে। মাদারিহাট গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা কাজি রুনা লায়লা খানমের কথায়, 'আসলে আমরা প্রত্যেকেই একেকটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। স্বেচ্ছানির্বাসনে আমাদের একলাযাপন। এই স্বেচ্ছা এককযাপন কখন আমাদের পছন্দ হয়ে উঠেছে, আমরা জানতেই পারিনি। আর আমাদের জীবন আমাদের যাপন আমাদের ভালোমন্দ থাকার চাবিকাঠি তুলে দিয়েছি সমাজমাধ্যমে। এভাবেই এক ভয়ংকর সর্বনেশে খাদের কিনারে কীভাবে এসে পৌঁছেছি, জানতেও পারিনি। সেই না জানাটিকে আজ চোখের সামনে আয়না ধরে দেখিয়ে দিল রিহ্যাব নাটকটি।' তাঁর ছাত্রীদের জন্য আজকের এই নাটক বড় প্রাপ্তি হয়ে রইল বলে তিনি মনে করেন।

বাধা বৃষ্টি, রাতের বদলে দিনে মেলা

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ২২ এপ্রিল : শালকুমারহাটের সিধাবাড়ি গ্রামে সোমবার সন্ধ্যায় চড়কের মেলা বেশ জমে উঠেছিল। ঠিক হয়েছিল রাত ৯টা নাগাদ চড়ক ঘোরানো হবে। তবে চড়কের আনন্দকে ফিকে করে দিতে আসরে নামল বৃষ্টি। মেলা চত্বরে তখন হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয়েছে। বৃষ্টি শুরু হতেই বাধ্য হয়ে মেলা কমিটি ঘোষণা করে যে মঙ্গলবার পুনরায় মেলা হবে। কিন্তু এদিন আর সন্ধ্যা বা রাতে মেলা করার সাহস পাননি উদ্যোক্তারা। তাই মঙ্গলবার দুপুরবেলাতেই মেলার আয়োজন করা হয়।

এদিন দুপুরে বহু মানুষ ফের চড়কমেলায় ভিড় জমান। এবছরই প্রথম দিনেরবেলায় মেলার আয়োজন করা হল। সিধাবাড়ির সর্বজনীন চড়কমেলা কমিটির প্রতিনিধি স্বপন রায়ের কথায়, 'বৃষ্টির কারণে মেলা স্থগিত করতে আমরা বাধ্য হই এবং তার সঙ্গেই ঘোষণা করা হয়েছিল যে, এই মেলা মঙ্গলবার ফের আয়োজন করা হবে।'

চড়কমেলায় মানুষের ভিড়। মঙ্গলবার সিধাবাড়িতে।

যদিও এদিনও আকাশ মেঘলা থাকলেও, বৃষ্টি হয়নি। বিকেলের দিকে চড়ক ঘোরানো হয়েছে। উদ্যোক্তারা জানান, প্রতিবারের মতো চড়ক ঘোরানোর আগে বিভিন্ন খেলাও হয়েছে। তারপর কলাবাড়িয়ার রাজেশ রায় ও প্রধানপাড়ার মিহির মাঝি বড়শিতে গেঁথে চড়কে ঘোরেন। রাজেশের কথায়, 'আমরা গতকাল রাতেও প্রস্তুত ছিলাম। তবে এদিনও ভালোভাবেই মেলা হয়েছে।' আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাটের একাধিক গ্রামে চৈত্র সংক্রান্তিতে ছোট-বড় অনেক

> বৃষ্টির কারণে মেলা স্থগিত করতে আমরা বাধ্য হই। এবং তার সঙ্গেই ঘোষণা করা হয়েছিল যে, এই মেলা মঙ্গলবার ফের আয়োজন করা হবে।
>
> - **স্বপন রায়**, *প্রতিনিধি, সিধাবাড়ি সর্বজনীন চড়কমেলা কমিটি*

চড়কমেলা হয়। আবার বৈশাখ মাসেও কিছু এলাকায় চড়ক হয়ে থাকে। যদিও এবার চৈত্র সংক্রান্তিতে আবহাওয়া ভালো থাকায় মেলায় কোনও সমস্যা হয়নি। কিন্তু শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সিধাবাড়ি গ্রামের চড়কমেলায় এবার বৃষ্টিই সমস্যা সৃষ্টি করে।

স্থানীয় ঠাকুর পঞ্চানন বিদ্যাপীঠের মাঠে প্রায় ৭০ বছরের পুরোনো চড়কের মেলা আয়োজিত হয়। তবে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ফের বৃষ্টি হলে আবার চড়ক ভন্ডুল হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাই এদিন দুপুরেই সব আয়োজন হয়। সকাল থেকে টোটোতে মাইক লাগিয়ে বিভিন্ন এলাকায় সেকথা প্রচারও করা হয়েছে।

স্থানীয় বধূ গীতা রায়, অলকা রায়ের মতো আরও অনেকে দু'দিনই মেলায় এসেছিলেন। গীতা বলেন, 'সোমবার সন্ধ্যাতেও আমি মেলায় এসেছি। কিন্তু বৃষ্টির কারণে চড়ক ঘোরেনি। এদিন শেষমেশ চড়ক দেখলাম।'

অন্যদিকে, মেলায় আসা দোকানিদের একদিনের বদলে দু'দিন ভালো বিক্রি হওয়ায় তাঁদের মুখেও হাসি ফুটেছে। জলদাপাড়া থেকে পানের দোকান নিয়ে আসা নরেশ রায়ের কথায়, 'এদিন বৃষ্টি হলেও ঝড় হয়নি। দু'দিনেই ভালোই বিক্রি হয়েছে।' অর্থাৎ একদিনের মেলা দু'দিন হওয়ায় ব্যবসা ভালো হয়। একইভাবে দু'দিন ধরে মেলার আনন্দ উপভোগ করে তিথি রায়, ভারতী রায়, শান্তনু রায় বা প্রশান্ত রায়ের মতো স্কুল পড়ুয়ারাও দারুণ খুশি।

চা বলয়ে হয়নি জোরদার অভিযান

ব্যর্থ পদ্মের গ্রাম চলো

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২২ এপ্রিল : গত এক সপ্তাহ ধরে জেলাজুড়ে গ্রাম চলো এবং বস্তিতে চলো প্রচার অভিযান করছে বিজেপি। দলের রাজ্য স্তর থেকে স্থানীয় নেতা-কর্মীদের বলা হয়েছে শক্তিকেন্দ্রগুলিকে ধরে ধরে এই অভিযান করতে। তবে চা বাগান এলাকায় এই অভিযান তেমন জোরদার হয়নি বলেই খবর। কর্মসূচি সফল করতে শেষবেলায় কোমর বেঁধে ময়দানে নেমেছেন আলিপুরদুয়ার জেলা বিজেপির নেতা-কর্মীরা। তবে তাতেও তেমন সাফল্য মিলছে না।

সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগানে গ্রাম চলো অভিযানে বিজেপির সাংসদ, বিধায়ক।

কালচিনি বিধানসভা কেন্দ্রের ২ নম্বর মণ্ডলের অন্তর্গত ২৪টি চা বাগানের মধ্যে মাত্র পাঁচটিতে ওই কর্মসূচি হয়েছে। অন্যদিকে, কুমারগ্রামের ১ নম্বর মণ্ডলের অন্তর্গত ৭টি চা বাগানের মধ্যে কর্মসূচি হয়েছে ৩টিতে। মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্রের ১ নম্বর মণ্ডলের ৭টি চা বাগানেই কর্মসূচি শুরু হলেও এখনও সব বুথে পৌঁছানো শুরু হয়নি। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের কোনও চা বাগান এলাকাতেই এখনও বিজেপির গ্রাম চলো কর্মসূচি শুরু হয়নি। সংশ্লিষ্ট মণ্ডলগুলির দায়িত্বে থাকা বিজেপির নেতারা কর্মসূচি সফল না হওয়ার পিছনে বিভিন্ন কারণ দিচ্ছেন, আবার আগামীতে সেটা সফল করা হবে বলেও দাবি করছেন। কুমারগ্রামের ১ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি অনীতা তিরকির কথায়, 'যে সময় এই কর্মসূচি দেওয়া হয়েছে, সেই সময় খ্রিস্টানদের ইস্টার, গুডফ্রাইডে চলেছে। চা বাগানগুলোয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়েছে। তাই তখন জনসংযোগে যাওয়া যায়নি।' বিজেপির কালচিনি বিধানসভা কেন্দ্রের কনভেনার অলোক মিত্র আবার দাবি করছেন, চা মহল্লায় কর্মসূচি মোটামুটি সফল। ৮০ শতাংশ এলাকায় পৌঁছানো গিয়েছে।

বিজেপি সূত্রে খবর, গ্রাম চলো অভিযান ১৭ এপ্রিল শেষ হওয়ার কথা ছিল। তবে সময়মতো জেলার সব এলাকায় এই কর্মসূচি না হওয়ায় সময় বাড়িয়ে ২০ এপ্রিল করা হয়েছিল। শেষ সময় কিছু এলাকায় নেতাদের দেখা গেলেও সব শক্তিকেন্দ্রে বিজেপির এই কর্মসূচি সফল হয়নি। নির্দিষ্ট সময়ে ওই কর্মসূচি না হওয়ায় বিভিন্ন এলাকার নেতাদের চলতি সপ্তাহে নিজেদের মতো করে গ্রামে জনসংযোগ করতে বলা হয়েছে। বিজেপির ওই কর্মসূচির শুরুতেই কেন সব নেতাকে ময়দানে দেখা গেল না, সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

যদিও আলিপুরদুয়ার জেলা বিজেপির সভাপতি মিঠু দাসের বক্তব্য, 'এখনও পর্যন্ত ৭০ শতাংশ এলাকায় কর্মসূচি হয়ে গিয়েছে।' চা বাগান এলাকায় কর্মসূচির বিষয়ে মিঠুর বক্তব্য, 'দুপুরে শ্রমিকরা কাজ করেন। বাড়িতে গিয়ে অনেককেই পাওয়া যায় না। বিকেলের বৈঠকে অনেকেই শামিল হয়েছেন।'

আলিপুরদুয়ার জেলায় বিজেপির প্রায় ৪০০টি শক্তিকেন্দ্র রয়েছে। সব এলাকায় এই কর্মসূচি পালনের কথা হয়েছিল। যার মধ্যে প্রায় অর্ধেক শক্তিকেন্দ্র রয়েছে চা মহল্লায়। বিজেপির নেতা-কর্মীদের সব শক্তিকেন্দ্রে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের প্রচার করতে বলা হয়। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পের সুবিধা কারা পাচ্ছেন সেটার খোঁজ নেওয়া হয়। এছাড়াও ওই এলাকায় কোনও মন্দির, হাসপাতাল, স্কুল থাকলে সেটাকে পরিষ্কার করতেও বলা হয়।

সারাদিন এই কাজগুলি করার পর বিকেলে দলের নেতা-কর্মীদের একসঙ্গে একটি বৈঠক করারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। তবে সেটা সফল হয়নি। কিছু এলাকায় শুধু নির্দিষ্ট কিছু বুথেই এই কর্মসূচি পালন করা হয়। শক্তিকেন্দ্রগুলিতে জেলার নেতাদের যাওয়ার কথা থাকলেও অনেক জায়গায় সেটা দেখা যায়নি বলেই খবর।

অধরা এলাকা

- কালচিনি বিধানসভা কেন্দ্রের ২ নম্বর মণ্ডলের ২৪টি চা বাগানের মধ্যে ৫টিতে কর্মসূচি হয়েছে
- কুমারগ্রামের ১ নম্বর মণ্ডলের ৭টি চা বাগানের মধ্যে কর্মসূচি হয়েছে ৩টিতে
- মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্রের ১ নম্বর মণ্ডলের ৭টি চা বাগানেই কর্মসূচি শুরু হলেও এখনও সব বুথে পৌঁছানো শুরু হয়নি
- আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের কোনও চা বাগান এলাকাতেই এখনও বিজেপির গ্রাম চলো কর্মসূচি শুরু হয়নি

গরমের ছুটিতে বিকল্প ব্যবস্থার খোঁজ

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২২ এপ্রিল : আগামী ৩০ এপ্রিল থেকে অনির্দিষ্টকালের গরমের ছুটি। একটানা দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ থাকলে পড়ুয়াদের উপর খারাপ প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। চলতি বছরে প্রথম সামেটিভ পরীক্ষা শেষ হয়েছে। ছুটির মধ্যে দ্বিতীয় সামেটিভ পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া কতটা সম্ভব হবে তা নিয়ে প্রশ্নও তুলেছেন অনেকে। বিশেষ করে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন গরমের ছুটির বদলে সকালে ক্লাসের দাবি জানিয়েছিল।

এদিকে, ৩০ এপ্রিল থেকে গরমের ছুটি একরকম নিশ্চিত হতেই পঠনপাঠনে বিকল্প ব্যবস্থার খোঁজ করছে ডিপিএসসি। গরমের ছুটির আগেই আলিপুরদুয়ারের ১২টি সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকদের নিয়ে বিশেষ বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেখানে ছুটির দিনগুলিতে পঠনপাঠন সচল রাখতে অনলাইন ক্লাস বা গৃহকাজ দিয়ে পড়ুয়াদের পড়াশোনায় ব্যস্ত রাখার মতো বিকল্প ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

এবিষয়ে ডিপিএসসির চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মনের বক্তব্য, 'প্রাথমিক স্কুলে পঠনপাঠন যাতে সচল থাকে তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। এছাড়াও প্রধান শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়ার কথা রয়েছে।'

দীর্ঘদিন স্কুল বিমুখ থাকলে প্রাথমিকের পড়ুয়াদের পড়া ভুলে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যেতে পারে। সেই সুযোগে ঘুরতে যাওয়া বা বাইরে কাজে চলে যাওয়ার ঘটনাও ঘটতে পারে। তাই পড়ুয়াদের যাতে পড়াশোনায় আগ্রহ বজায় রাখা যায় তার উদ্যোগ নেওয়ার কথা রয়েছে। গরমের ছুটির আগে স্কুলগুলিতে নির্দিষ্ট ক্লাস অনুযায়ী সামার প্রোজেক্ট দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। তবে অনলাইন ক্লাস বা বিকল্প কোনও নির্দেশ নেই। গ্রামীণ ও প্রান্তিক এলাকার বিদ্যালয়ে অনলাইন ক্লাস সম্ভব নয়। ফলে গরমের ছুটিতে পঠনপাঠনের বিকল্প ব্যবস্থা কতটা সম্ভব তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক প্রসেনজিৎ রায় বলছেন, 'অনেক স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই। যে স্কুলগুলিতে প্রধান শিক্ষক অবসর নিয়েছেন, সে সব স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হোক। যদি বেশি গরম পড়ে তাহলে সকালে ক্লাস চালুর দাবি জানাচ্ছি।' ডিপিএসসি সূত্রে খবর, রাজ্যে প্রায় ৮৪০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রায় ৬০০ জন প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। জেলায় এখনও প্রায় পঞ্চাশটি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য। এবিষয়ে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের রাজ্য অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক অসীম দাসের প্রতিক্রিয়া, 'ক্যালেন্ডার মেনে ছুটি হয়নি। অতিরিক্ত ছুটিতে সমাজের কাছে বিরূপ বার্তা যাচ্ছে। আসলে সরকার স্কুল ও পড়াশোনার ব্যাপারে উদাসীন।'

শুধু বৈঠক

রাঙ্গালিবাজনা, ২২ এপ্রিল : ওয়াকফ সংশোধনী আইন ইস্যুতে মঙ্গলবার মাদারিহাটের শিশুবাড়ির ওয়াকফ ময়দানে প্রকাশ্য সভা করে মাদারিহাট বীরপাড়া মুসলিম ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামে একটি সংগঠন। ওয়াকফ ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের কড়া সমালোচনা করেন বক্তারা। সোসাইটির সদস্য শের আলম বলেন, 'ওয়াকফ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপ সম্পূর্ণভাবে মুসলিমদের স্বার্থবিরোধী। তাই আমরা পথে নেমেছি।' সংগঠন সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সভার আগে মিছিল করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু পুলিশ প্রশাসনের অনুরোধে মিছিল স্থগিত করা হয়। মঙ্গলবারের সভায় শিশুবাড়ি ছাড়াও মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলে দলে যোগ দেন। এদিন সভা ঘিরে কড়া পুলিশি ব্যবস্থা ছিল।

ইয়াবা কাণ্ডে ধৃত তৃণমূল নেতাকে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। ছবি : জয়দেব দাস

মাদক সহ ধৃত ২ তৃণমূল নেতা

শিবশংকর সূত্রধর ও অমৃতা দে

কোচবিহার ও সিতাই, ২২ এপ্রিল : শীতলকুচিতে তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়ি থেকে ব্রাউন সুগার বানানোর কারখানার হদিস মিলেছিল। ওই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ৭৫ লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ গিতালদহ-১ অঞ্চলের তৃণমূলের চেয়ারম্যান মাফুজার রহমান, এলাকারই তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্য সেরাজুল হক সহ মোট পাঁচজন স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের (এসটিএফ) হাতে গ্রেপ্তার হল। এই মাদক বাংলাদেশ পাচারের উদ্দেশ্য ছিল বলে এসটিএফ জানিয়েছে। মাফুজার দলের অঞ্চল চেয়ারম্যান হওয়ার পাশাপাশি গিতালদহ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিজলি বিবির স্বামী। আন্তর্জাতিক পাচারচক্রে তৃণমূলের জনপ্রতিনিধি ও সাংগঠনিক নেতৃত্ব গ্রেপ্তার হওয়ায় শাসক শিবির অস্বস্তিতে পড়েছে।

বিজেপিও এই বিষয়টিকে হাতিয়ার করে ময়দানে নেমে পড়েছে। ধৃত মাফুজারের সঙ্গে দলের জেলা নেতৃত্বের ছবি প্রকাশ্যে এনে বিজেপি দাবি করেছে, পাচারের টাকা তৃণমূল নেতৃত্বের কাছেও পৌঁছাত। বিজেপির জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, 'অভিযুক্ত মাফুজার দীর্ঘদিন ধরেই আন্তর্জাতিক পাচারচক্রে জড়িত। ২০১৪ সালে সে বাংলাদেশে গ্রেপ্তার হয়ে জেল খেটেছিল। নতুন করে আবার সে ইয়াবা পাচারে ধরা পড়েছে। তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য সেরাজুলও গ্রেপ্তার হয়েছে। এরাই হল তৃণমূলের সম্পদ।' জেলা পুলিশের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বিরাজ বলেন, 'জেলা পুলিশ সবই জানে। কিন্তু তারা তৃণমূলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় না। তাই এসটিএফকে অভিযান চালাতে হচ্ছে।' মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূল তড়িঘড়ি মাফুজার ও সেরাজুলকে ছয় বছরের জন্য বহিষ্কার করে। দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, 'দলবিরোধী কার্যকলাপ ও সামাজিক অধঃপতনের অভিযোগে মাফুজার রহমান ও সেরাজুল হককে দল থেকে বহিষ্কার করা হল। ভবিষ্যতে আদালতে নির্দোষ প্রমাণিত হলে তাঁরা দলে ফেরত আসতে পারবেন।'

সোমবার সন্ধ্যায় ঘটনার সূত্রপাত। কোচবিহার শহরের বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন গুঞ্জবাড়ি থেকে বেঙ্গল এসটিএফের শিলিগুড়ি শাখার আধিকারিকরা অভিযান চালিয়ে ৭৫ লক্ষ টাকা মূল্যের প্রায় দেড় কেজি ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেন। ঘটনায় মাফুজার, সেরাজুলের পাশাপাশি খাজিদুল হক, তোতা বিবি ও এরশাদ হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের মাধ্যমে নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর থেকে ইয়াবা ট্যাবলেটগুলি নিয়ে আসা হয়েছিল। দিনহাটা হয়ে আন্তর্জাতিক সীমানা পেরিয়ে বাংলাদেশে সেগুলি পাচারের ছক কষা হয়েছিল। কোতোয়ালি থানায় এবিষয়ে একটি মামলাও শুরু করা হয়েছে। মঙ্গলবার ধৃতদের আদালতে তোলা হলে তাদের ছয়দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

সবুজ সঙ্গী।। কোচবিহারে ঘোকসাডাঙায় ছবিটি তুলেছেন আবুবক্কর মিয়াঁ।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

কেরলে মৃত্যু পরিযায়ী শ্রমিকের

রাঙ্গালিবাজনা, ২২ এপ্রিল : রুজির সংস্থানে ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে ফের প্রাণ গেল মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের এক পরিযায়ী শ্রমিকের। শনিবার কেরলে একটি পাহাড় থেকে পড়ে মারা যান রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর চাঁপাগুড়ির দীপা লাইনের বাসিন্দা চারা ওরাওঁ (৪৪)। ময়নাতদন্তের পর বিমানে চাপিয়ে সোমবার রাতে দেহ উত্তর চাঁপাগুড়িতে নিয়ে আসা হয়। রাতেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। রুজির সংস্থানে ভিনরাজ্যে গিয়ে আর কতজন প্রাণ হারাবেন সেই প্রশ্ন ফের উঠেছে।

চারার দুই খুদে সন্তান রয়েছে। স্বামীর অকালপ্রয়াণে বিপাকে পড়েছেন চারার স্ত্রী সানজ্যোতি ওরাওঁ। তিনি বললেন, 'কীভাবে সন্তানদের প্রতিপালন করব তা ভেবে পাচ্ছি না।'

ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সদস্যা সংগীতা টিগ্গা জানান, অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার চারাদের। শ্রমিকের কাজ করেই সংসার চালাতেন। কেরলের একটি পাহাড়ি জায়গায় কাজ করতেন চারা ও তাঁর গ্রামেরই কয়েকজন। শনিবার সকালে কোনওভাবে পাহাড়ের উঁচু জায়গা থেকে নীচে পড়ে গুরুতর আহত হন চারা। স্থানীয় হাসপাতালে সেদিনই তাঁর মৃত্যু হয়। যে ঠিকাদারের অধীনে তিনি কাজ করতেন তিনিই দেহটি বাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

সংগীতা বললেন, 'এলাকায় কাজের নিশ্চয়তা নেই। ১০০ দিনের কাজও দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। বাধ্য হয়ে ভিনরাজ্যের উদ্দেশে পাড়ি দিচ্ছেন এলাকার তরুণরা। মাঝেমধ্যেই এমন মর্মান্তিক খবর আসে। উপায়ও নেই কিছু।'

মাদারিহাট-বীরপাড়া, ফালাকাটা সহ আলিপুরদুয়ার জেলার হাজার হাজার মানুষ ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক। তাঁরা মূলত কেরল ও প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভুটানে নির্মাণশ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। সেই রুজির সংস্থান করতে গিয়েই প্রাণ হারাচ্ছেন অনেকে। উত্তর চাপাগুড়ি ঘেঁষা গোপালপুর চা বাগানের এতোয়া ওরাওঁ ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়েই এবছর জানুয়ারিতে মারা গিয়েছেন। গত জানুয়ারি মাসেই রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের মোক্তারপুরের তরুণ সৈয়দ আলি ভুটানে কাজ করতে গিয়ে মারা যান। রাজ্যে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হলে অন্যত্র যাওয়ার প্রবণতা কমবে বলে পরিযায়ী শ্রমিক থেকে তাঁদের পরিজনদের দাবি।

রঞ্জনের বিরুদ্ধে পথে তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠন

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : তৃণমূলের বিরুদ্ধে রাস্তায় তৃণমূল! আর তা নিয়েই এখন অস্বস্তি বাড়ছে শাসকদলের অন্দরে। প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপ রায়ের ঘরে ঢুকে 'দাদাগিরি' ও তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়ার ঘটনায় তৃণমূল কাউন্সিলার তথা পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির শিলিগুড়ি শাখার সভাপতি রঞ্জন শীলশর্মার ভূমিকায় নিন্দার ঝড় ওঠে। সেই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার তৃণমূল কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির তরফে ধিক্কার মিছিল বের করা হয়। এই মিছিল আখেরে শাসকদলের ক্ষতি করছে বলে দাবি করেন রঞ্জন। অবশ্য রঞ্জনের দাদাগিরির ঘটনায় ক্ষুব্ধ দার্জিলিং জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। জেলা তৃণমূল সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষের বক্তব্য, 'দলের ভাবমূর্তি যাতে নষ্ট না হয়, সেটা দেখার দায়িত্ব সকলের। যেহেতু দুজনেই আমাদের দল করেন, তাই খুব তাড়াতাড়ি রঞ্জন শীলশর্মা ও দিলীপ রায়কে নিয়ে আমি বৈঠকে বসব। যাতে তাঁদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি অবিলম্বে মেটানো যায়।'

যদিও শিক্ষক সংগঠনের ক্ষেত্রে তিনি তৃণমূল নন বলে জানিয়ে রঞ্জনের বক্তব্য, 'উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের নিয়ে এসে মিছিল করা হল। আমার বিরুদ্ধে ধিক্কার মিছিলে প্রাথমিক শিক্ষকদের জড়োই করতে পারল না। আমার সঙ্গে লড়াই করতে গেলে শিখতে হবে।'

টুকরো খবর

শিবির

কালচিনি, ২২ এপ্রিল : বাল্যবিবাহ, শিশু পাচার ও শিশু নির্যাতনের মতো বিষয়গুলো নিয়ে পড়ুয়াদের সচেতন করতে কালচিনির নিমতিঝোরা হাইস্কুলে মঙ্গলবার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কোশি লোকমঞ্চের উদ্যোগে সচেতনতা শিবির হল। সংগঠনের আলিপুরদুয়ার জেলা কোঅর্ডিনেটর সুব্রত দাস বলেন, 'চা বাগান এলাকায় স্কুলছুট সংখ্যা কমাতে বাল্যবিবাহ বন্ধ করা নিয়ে পড়ুয়াদের লাগাতার সচেতন করা হচ্ছে।' উপস্থিত ছিলেন স্কুলটির প্রধান শিক্ষক দ্বিজেশচন্দ্র নাথ।

জন্মদিন

শালকুমারহাট, ২২ এপ্রিল : মঙ্গলবার সকালে শালকুমারহাটের দলীয় কার্যালয়ে লেনিনের জন্মদিবস উদযাপন করে সিপিএম। লেনিনের ছবিতে মালা ও ফুল দান করা হয়। সেখানে লেনিনের জীবনী নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন সিপিএম নেতা অরবিন্দ রায় ও ডিওয়াইএফআই-এর শালকুমারহাটের লোকাল সম্পাদক মিন্টু রায়।

প্রতিবাদ

শালকুমারহাট, ২২ এপ্রিল : শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের জলদাপাড়া বাজারে মঙ্গলবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হিন্দু জাগরণ মঞ্চের মিছিল ও সভা হল। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়। সংগঠনের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সহ সভাপতি ডঃ সুজয় বালা সহ প্রতিনিধি জগন্নাথ মণ্ডল, বিপ্লব বর্মন প্রমুখ সভায় বক্তব্য রাখেন।

সভা

সোনাপুর, ২২ এপ্রিল : তৃণমূলের তরফে ভূতুড়ে ভোটার ধরার কাজ চলছে। বিভিন্ন বুথে এই কাজ চলছে। তৃণমূলের মাদার কমিটির সঙ্গে বিভিন্ন শাখা সংগঠনও এই কাজে নেমেছে। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বীরপাড়া এলাকায় আলিপুরদুয়ার-১ কৃষক বাজারে তৃণমূলের কৃষক সংগঠন কিষান খেতমজদুর তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি সভা হয়। উপস্থিত ছিলেন কিষান খেতমজদুর তৃণমূল কংগ্রেস জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ রায়।

সংবর্ধনা

জয়গাঁ, ২২ এপ্রিল : তৃণমূল যুব কংগ্রেস কালচিনি ব্লক কমিটির তরফে এদিন সন্তোষ ট্রফি জয়ী দলের সদস্য আদিত্য থাপাকে ও তার অভিভাবকদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। দলসিংপাড়া ফুটবল খেলার মাঠে এই কর্মসূচি হয়। কালচিনি ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস কমিটির তরফে আদিত্য থাপার হাতে স্মারক তুলে দেওয়া হয়। কালচিনি ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি পবন ইয়ালমো উপস্থিত ছিলেন।

আলিপুরদুয়ার শহরের সঙ্গে চেকোর বাসিন্দাদের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম এই সাঁকো। - আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

ভরসা বাঁশের সাঁকো, জোরালো সেতুর দাবি

আলিপুরদুয়ার, ২২ এপ্রিল : আলিপুরদুয়ার শহরের সঙ্গে চেকোর বাসিন্দাদের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে বাঁশের সাঁকো। ভোট যায়, ভোট আসে কিন্তু সেতু দিয়ে নোনাই নদী পার হওয়ার স্বপ্ন আজও পূরণ হয়নি চেকোর বাসিন্দাদের। তাই প্রয়োজন মেটাতে ভরসা ওই বাঁশের সাঁকো। স্থানীয়রা বলছেন, শোভাগঞ্জ এলাকায় নোনাই নদীর ওপর পাকা সেতু থাকলে মাত্র আধ ঘণ্টায় ওপারে পৌঁছানো যেত। সেখানে ঘুরে যেতে গেলে সময় লেগে যাচ্ছে সাড়ে তিন ঘণ্টা। বাধ্য হয়ে সবেধন নীলমণি ওই সাঁকো দিয়েই দিব্যি চলাচল করছে টোটো থেকে সাইকেল, সবই।

টোটো চলাচল করার সময় তো যাত্রী থেকে শুরু করে চালক, সকলেই ভয়ে ভয়ে থাকেন। সমীর মণ্ডল নামের এক টোটোচালকের সাফ কথা, 'চেকো থেকে মূল রাস্তা হয়ে শহরে প্রবেশ করতে হলে তিন ঘণ্টা সময় লাগে। তাই পেটের দায়ে ঝুঁকি নিয়ে ওই নড়বড়ে সাঁকোর ওপর দিয়ে গাড়ি চালাতে হয়। আর ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় কখন না যাত্রী নিয়ে সাঁকো ভেঙে টোটো নদীতে পড়ে যায়।' এছাড়া ঘুরপথে শহরে যেতে গেলে টোটোর ব্যাটারিতে চার্জ থাকে না। শহরে বেশিক্ষণ টোটো চালানো যায় না। উপার্জন কমে যায়।

এই সাঁকো চাপরেরপার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফ থেকে বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মাধবী রায় দাস দাবি করেছেন, সমস্যার কথা জেলা পরিষদ ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কাছে জানানো হয়েছে। তবে গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে তো আর সেতু বানানোর তহবিল জোগাড় করা সম্ভব নয়। স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য অনুপ দাস বলেন, 'আমরাও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে জানিয়েছি।'

আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন শোভাগঞ্জ এলাকায় রয়েছে শান্তিদেবী হাইস্কুল। সেখানকার অনেক ছাত্রছাত্রীর বাড়ি আবার চেকো এলাকায়। ফলে স্কুলে সময়মতো আসার জন্য এই সাঁকোটিই অন্যতম ভরসা। বর্ষাকালে পড়তে হয় চরম সমস্যায়। কারণ সেই সময় উত্তাল নদীর জলের তোড়ে সাঁকো থাকে না। পড়ুয়াদের স্কুলে আসার জন্য বেশি টাকা গাড়িভাড়া দিয়ে আসতে হয়। সময় তো বেশি লাগেই। বলছিলেন এলাকার এক বাসিন্দা মলিন রায়।

আন্তাজ মিয়াঁ নামের এক মাছ ব্যবসায়ী বলেন, 'চেকো বাজারে ব্যবসার জন্য যেতে গেলে এই সাঁকো পেরিয়ে অল্প সময়ে চলে যাই। কিন্তু বর্ষায় সাঁকো থাকে না বলে সমস্যায় পড়তে হয়। তাই আমাদের দাবি, এখানে একটা সেতু বানানো হোক।'

ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীর বক্তব্য, আমজনতার সমস্যা নিয়ে জনপ্রতিনিধি বা প্রশাসনের কোনও মাথাব্যথা নেই। নেতারা শুধু সময়মতো ভোট চাইতে হাজির হয়ে যাবেন। এদিকে, সেতু না হওয়ায় প্রতি বছর বর্ষার সময় চেকোর বাসিন্দাদের ব্যাপক ভোগান্তি পোহাতে হয়।

বাড়ছে ক্ষোভ

- শোভাগঞ্জ এলাকায় নোনাই নদীর ওপর পাকা সেতু থাকলে মাত্র আধ ঘণ্টায় ওপারে পৌঁছানো যেত
- ঘুরে যেতে গেলে সময় লেগে যাচ্ছে সাড়ে তিন ঘণ্টা
- বাধ্য হয়ে সবেধন নীলমণি ওই সাঁকো দিয়েই দিব্যি চলাচল করছে টোটো, সাইকেল

নারকেল গাছ চিবিয়ে নৈশভোজ তিন হাতির

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২২ এপ্রিল : ভুট্টা তো প্রায়ই খাওয়া হয়। এবার অন্য কিছু 'ট্রাই' করা যাক! যেমন ভাবনা, তেমন কাজ। ফল না আসা একটি নারকেল গাছকে আখের মতো চিবিয়ে খেয়ে ফেলল হাতির দল। একটা নারকেল গাছে কি পেট ভরে? শেষপাতে মিষ্টি কুমড়ো এবং এঁচোড় খেয়ে ডিনার সেরে জঙ্গলে ফিরল তিন গজরাজ। সোমবার রাতে ফালাকাটার কালীপুর এবং পারপাতলাখাওয়া গ্রামে তিন হাতি হানা দিয়েছিল। ক্ষয়ক্ষতির থেকেও খাদ্যতালিকায় হাতিদের এই স্বাদ বদল নিয়ে মঙ্গলবার চর্চা চলে দুই গ্রামে। বন দপ্তর অবশ্য ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিয়েছে।

সোমবার রাতে জলদাপাড়া বনাঞ্চল থেকে তিনটি হাতি বেরোয়। হাতিগুলি গ্রামের ভুট্টাখেতকে করিডর বানিয়ে চলে আসে কালীপুর গ্রামে। রাত তখন একটা। স্থানীয় রাজেন্দ্র বর্মনের পরিবারের সবাই ঘুমোচ্ছিলেন। হাতির শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। বাড়ির উত্তরদিকে থাকা নারকেল গাছটি চিবিয়ে খেতে শুরু করে হাতির দল। পাশে ছিল একটি ঘর। তবে সেখানে কেউ থাকে না। সেই ঘরটিও ভেঙে ফেলে। মনসা, কালী মন্দিরের পেছনের টিনের বেড়াও ভাঙার চেষ্টা করে। ষাটোর্ধ্ব রাজেন্দ্র তখন মনসা এবং কালীর কাছে প্রার্থনা করছিলেন। সেই প্রার্থনায় কাজ হয় বলে তিনি জানান। ঘণ্টাখানেক ওই বাড়ির চারপাশে ঘুরলেও আর কোনও ক্ষতি করেনি। রাজেন্দ্রর কথায়, 'নারকেল গাছটির বয়স প্রায় পাঁচ বছর। এখনও ফল আসেনি। সেই গাছটাকে আখের মতো করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল হাতি।' মন্দিরের পেছনের দরজাতেও হাতি আঘাত করে। তারপর সেগুলো ফিরে যায়।

হাতির হানায় ভেঙেছে ঘর। ফালাকাটার কালীপুরে। মঙ্গলবার। - সংবাদচিত্র

ফেরার পথে হাতিগুলি হামলা চালায় পারপাতলাখাওয়া গ্রামের নিমাই সরকারের বাড়িতে। কয়েকমাস আগেও নিমাইয়ের বাড়িতে হামলা চালিয়েছিল হাতির দল। সেবার ঘরের বেড়া ভেঙেছিল। এবার হাতির নাগালে আসে মিষ্টি কুমড়ো এবং এঁচোড়। দুটি গাছের সব এঁচোড় সাবাড় করে দেয় হাতির পাল। প্রথম বাড়িতে নারকেল গাছ ছাড়া সেরকম খাবার মেলেনি। তাই দ্বিতীয় বাড়িতে মিষ্টি কুমড়ো এবং এঁচোড় দিয়ে ভোজনপর্ব সমাধা হয়।

> নারকেল গাছটির বয়স প্রায় পাঁচ বছর। এখনও ফল আসেনি। সেই গাছটাকে আখের মতো করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল হাতি।
>
> **রাজেন্দ্র বর্মন**
> *কালীপুরের বাসিন্দা*

এদিকে এই যাতায়াতের পথে কালীপুরের রমানাথ রায়, ভবানীপ্রসাদ বর্মন, তাপস রায়দের কয়েক বিঘা জমির ভুট্টাখেত নষ্ট হয়। ভবানীপ্রসাদ বর্মনের কথায়, 'ভুট্টাখেতের মাঝবরাবর হাতিগুলি যাতায়াত করে। গাছ ভেঙে যায়। আমাদের একটা কলা বাগানও তছনছ করে দেয়।' তবে হাতিগুলো নিজে থেকে এলাকা ছাড়েনি। স্থানীয়রা রাতে বাজি, পটকা ফাটান। সেই শব্দেই তিন হাতি জঙ্গলমুখী হয়। জলদাপাড়া সাউথের রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তীর কথায়, 'ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহের জন্য মঙ্গলবার ওই এলাকায় বনকর্মীরা গিয়েছিলেন। কেউ আবেদন জানালে নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। আর এলাকায় নজরদারিও চলবে।'

পিছোল মামলা

আরজি কর কাণ্ডে দোষী সঞ্জয় রায়ের ফাঁসির আবেদনের মামলা মুলতুবি রইল। নিম্ন আদালত থেকে মামলার নথি হাইকোর্টে না আসায় মঙ্গলবার শুনানি মুলতুবি হয়ে যায়।

কুণালকে অনুমতি

কুণাল ঘোষের লন্ডন যাত্রার আর্জি মঞ্জুর করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ মঙ্গলবার নির্দেশ দেন, নিম্ন আদালতে পাসপোর্ট জমা দিতে হবে কুণালকে। সেখানে যেসব শর্তাবলি রয়েছে, তা বহাল থাকবে।

ফিরলেন রাজীব

হাওড়া জেলা পরিষদের মেন্টর পদে নিয়ে আসা হল তৃণমূল নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ২০২১ সালে তৃণমূলে ফেরার পর থেকে তিনি কোনও পদেই ছিলেন না।

মেয়াদ বৃদ্ধি

সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ জুন মাস পর্যন্ত বাড়াল কলকাতা হাইকোর্ট। ১৬ জুন মামলার পরবর্তী শুনানি।

যোগ্যের সংখ্যায় বিভ্রান্তির শেষ নেই

চাকরিহারাদের বিক্ষোভের একটি মুহূর্ত। মঙ্গলবার কলকাতায় আচার্য সদনের কাছে। ছবি : আবির চৌধুরী

খরচ না হওয়া অর্থে নজর নবান্নের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : সরকারের সব দপ্তরের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির 'স্ট্যাটাস রিপোর্ট' চলতি মাসের মধ্যেই জানতে চায় নবান্ন। গত আর্থিক বছরে (২০২৪-'২৫) দপ্তরগুলি তাদের বিভিন্ন খাতে কীভাবে টাকা খরচ করেছে, সুনির্দিষ্টভাবে তার আর্থিক পরিমাণই বা কত, বিস্তারিতভাবে অর্থ দপ্তরকে তা জানাতে বলা হয়েছে। অর্থ দপ্তরের এই সার্কুলার (নম্বর ২৬/এফবি) পাওয়ার পর এখন সরকারের সব দপ্তরে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় 'স্ট্যাটাস রিপোর্ট' তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার নবান্নে অর্থ দপ্তর সূত্রের খবর, গত আর্থিক বছরে বিভিন্ন দপ্তর বাজেট বরাদ্দের পরও যে টাকা খরচ করতে পারেনি, এবার তার বিস্তারিত জানা হবে। দপ্তরগুলির কাছে এই সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করবে অর্থ দপ্তর। খরচ না হওয়া বাড়তি অর্থ সরকারকে কিছুটা হলেও আর্থিক সংকটে বাড়তি অক্সিজেন দেবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

নবান্ন প্রশাসনের খবর, অর্থসংস্থান করা অর্থ দপ্তরের বাড়তি চাপের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কোনওভাবে এই বিরূপ পরিস্থিতি সামাল দিতে দপ্তরকে তৈরি থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাইছেন, কোনও অবস্থাতেই যেন রাজ্যে সামাজিক প্রকল্প চালু রাখার কাজে কোনও বাধা না আসে। 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার', 'স্বাস্থ্যশ্রী', 'কন্যাশ্রী', 'কৃষক ভাতা', 'বিধবা ভাতা' সহ বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ চালু রাখতে অর্থ দপ্তরকে টাকা জোগাড়ের বিষয়ে নিয়মিত হিমসিম খেতে হচ্ছে। তারই মধ্যে 'একশো দিনের কাজ', 'বাংলা আবাস যোজনা'র মতো প্রকল্পের কাজেও সরকারকে বিশাল পরিমাণ অর্থের জোগানও স্বাভাবিক রাখতে হচ্ছেই অর্থ দপ্তরকে। এদিন নবান্নে অর্থ দপ্তরের জনৈক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, একশো দিনের কাজ বা আবাস যোজনায় দিল্লি থেকে কেন্দ্রের টাকা পাওয়ার আশা প্রায় তাঁরা ছেড়ে দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'সামাজিক প্রকল্পগুলি চালু রাখতে টাকার জন্য দিল্লির অপেক্ষায় না থেকে এজন্য টাকার সংস্থান রাজ্যকেই করতে হবে। আর এসবই চাপ বাড়িয়েছে অর্থ দপ্তরের।'

কোন দপ্তরের কী খাতে টাকা পুরোটা খরচ করা যায়নি আর ভবিষ্যতেও খরচ করা সম্ভব নয়, বাড়তি এই টাকাই এখন নজরে রাখতে হচ্ছে অর্থ দপ্তরকে। নবান্ন সূত্রের খবর, সামনের বছরেই বিধানসভা ভোট রাজ্যে। সেটা মাথায় রেখেই এখন রাজ্যের জেলায় জেলায় দপ্তরগুলির উন্নয়নমূলক চালু প্রকল্পগুলির ওপর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বিশেষ নজর রাখতে হচ্ছে অর্থ দপ্তরকে। পুরোটা মনিটরিংয়ের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দায়িত্বে রয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। রাজ্যের অর্থসচিবকে পাশে নিয়ে মুখ্যসচিব নিয়মিত এই কাজে রয়েছেন। টাকার ব্যাপারে বাড়তি চাপ সামাল দিতে অর্থ দপ্তরের কাজ চলছে নিয়মিত।

মুখ্যমন্ত্রী খুব সম্ভবত আগামী কিছুদিনের মধ্যেই নবান্নের সভাঘরে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশাসনিক বৈঠক ডাকতে পারেন। তাঁর মুখোমুখি হতে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরকে এভাবেই তৈরি করার পদক্ষেপ চলছে বলে খবর নবান্নের।

চাকরিহারাদের পাশে জুনিয়ার ডাক্তাররা

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : সোমবার দুপুর থেকেই অনশন আন্দোলন শুরু চাকরিহারাদের। সাধারণ মানুষের কপালে আবারও ভাঁজ। আরজি কর আবহ কি আবার ফিরছে? 'নাগরিক আন্দোলন'-এর যে জোয়ার মানুষ গত সেপ্টেম্বরে দেখেছিল, সেই একই জোয়ারের প্রভাব কি এপ্রিলের শিক্ষক আন্দোলনে দেখা যাচ্ছে?

সোমবার সাধারণ নাগরিক হিসেবে দিতিপ্রিয়া সরকার সামাজিকমাধ্যমে একটি পোস্ট করে বলেন, 'সল্টলেকে থাকি। এসএসসি ভবনের সামনে আন্দোলনরত চাকরিহারা শিক্ষিকা যাঁরা আছেন, বাথরুম বা কোনও দরকারে আসতে পারেন। দরজা খোলা রইল।' পোস্টটি প্রচুর শেয়ার হয়।

আরজি কর আন্দোলনে যাঁরা সব থেকে বেশি সক্রিয় ছিলেন, চাকরিহারাদের অবস্থান বিক্ষোভে সবার আগে হাত বাড়িয়েছেন তাঁরাই। 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট'-এর প্রতিনিধি দেবাশিস হালদার ও আসফাকুল্লা নাইয়া সহ একটি দল সোমবার রাতেই পানীয় জল, খাবার নিয়ে পৌঁছে যান আচার্য ভবনের সামনে। সেখানে ত্রিপল পেতেই অসুস্থ আন্দোলনকারীদের চিকিৎসার জন্য ক্যাম্প শুরু করেন জুনিয়ার চিকিৎসকরা। তাঁরা জানান, 'আন্দোলন বাড়লে ক্যাম্পের দৈর্ঘ্য প্রস্থ আরও বাড়ানো হবে।'

শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই। সেই ভয়েই জল খাচ্ছেন না বেশিরভাগ বিক্ষোভকারী। মঙ্গলবার সকাল থেকেই এসএসসি ভবনের সামনে অসুস্থ হয়ে পড়েন কিছু চাকরিহারা। সাবিনা কিসকু অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলেন, 'বায়োটয়লেটের ব্যবস্থা করলেও পুলিশের বাধায় মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত সেগুলি বসাতে পারিনি।' অবশ্য সজলের পাঠানো বায়ো টয়লেট দুপুরের পরে পৌঁছে যায় এসএসসি ভবনের বাইরে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে একদল প্রতিনিধি খাবার ও জল সহ একাধিক প্রয়োজনীয় জিনিস পৌঁছে দিয়েছেন বিক্ষোভ মঞ্চে।

কেউ অন্তঃসত্ত্বা, কারওর কিডনিতে সমস্যা, কারও আবার কোলে শিশু সন্তান। ২৪ ঘণ্টা পেরোনোর পরেও তাঁরা এখনও অবস্থানে। তবে জুনিয়ার চিকিৎসক কিঞ্জল নন্দ বলেন, 'আমরা যে দাবি নিয়ে অবস্থান শুরু করেছিলাম মানুষ সেগুলোকে সমর্থন করেছিল। তাই আন্দোলনের সঙ্গে অনেকেই জুড়েছিলেন। এই আন্দোলনেও মানুষ সাহায্য করছেন। তবে দুটো আন্দোলনকে সমান মনে করছি না।'

চাকরিহারাদের খিচুড়ি ও জল বিতরণ। মঙ্গলবার কলকাতায়।

বোসের বাইপাস সাজারি

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : কয়েকদিন পরে বাইপাস সাজারি করা হবে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের। তিনি এখন কলকাতার বাইপাসের ধারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কমান্ড হাসপাতাল ও ওই বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের নিয়ে একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। ওই বোর্ডের সদস্যরা তাঁর স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখছেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলে অস্ত্রোপচার করা হবে। মুর্শিদাবাদ সফর শেষে কলকাতায় ফেরার পর রাজ্যপালের কাঁধে ব্যথা অনুভূত হয়। এর পরই তাঁকে প্রথমে কমান্ড হাসপাতাল ও পরে বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

বেতন বিভ্রাটে সুকান্ত-পত্নী

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : ২৬ হাজার চাকরি চুরি কাণ্ডের জেরে রাজ্যজুড়ে স্কুল শিক্ষকদের বেতন বিভ্রাটের শিকার হলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের স্ত্রী কোয়েল মজুমদার। গত মাসে তিনিও বেতন পাননি। তবে এই ঘটনার পিছনে কোনও চক্রান্ত দেখছেন না সুকান্ত নিজেও। তাঁর মতে, এটা নিছকই বিভ্রাট। তবে সুকান্ত বললেও জল্পনা থামছে কই।

দক্ষিণেশ্বরে সস্ত্রীক দিলীপ

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : মঙ্গলবার স্ত্রী রিঙ্কুকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর মন্দির দর্শনে গেলেন দিলীপ ঘোষ। সেখানে গিয়ে ভবতারিণীর মন্দিরে স্ত্রীকে নিয়ে পুজো দেন তিনি। ভবতারিণীর মন্দির সহ শিব মন্দির, রাধাকৃষ্ণের মন্দির ও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্মৃতিবিজড়িত 'ঠাকুর ঘর' ঘুরে দেখেন দিলীপ ও রিঙ্কু।

পোপের প্রয়াণে শোক কোর্টে

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : পোপ ফ্রান্সিসের প্রয়াণে কলকাতা হাইকোর্টে শোকজ্ঞাপন করলেন বিচারপতিরা। মঙ্গলবার আদালতে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। সূত্রের খবর, তিনদিন আদালতের পতাকা অর্ধনমিত অবস্থায় থাকবে।

জট কাটেনি শিক্ষাকর্মীদের

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : মধ্যশিক্ষা পর্ষদের দপ্তরে কনফারেন্স রুমে ৮ জন চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীর অনশনের ২৪ ঘণ্টা অতিক্রান্ত। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে চাকরিহারা ১০ জন শিক্ষকের পাশাপাশি বৈঠকে শামিল হন গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি'র ৮ জন প্রতিনিধিও।

সোমবার আচার্য সদনের সামনে চাকরিহারা শিক্ষকদের অবস্থানের পাশাপাশি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বাইরে চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের অবস্থান বিক্ষোভ শুরু হয়। মঙ্গলবার বিকাল অবধি এসএসসির চেয়ারম্যানের তরফে কোনও বার্তা না আসায় চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের ক্ষোভ বাড়তে থাকে। ৮ জন অনশনকারীর মধ্যে ২ জন অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডিরোজিও ভবনের দরজার বাইরে অবস্থানরত 'যোগ্য গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি অধিকার মঞ্চ'-এর ৫০ জনের বেশি প্রতিনিধির দল।

> আমাদের বেতন নিয়ে এখনও কোনও সাড়া দেওয়া হয়নি। ওএমআর প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়াও হয়নি। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে এখনও কোনও কর্তা আমাদের সঙ্গে দেখা করেননি। ডাক্তার আমাদের জল ও খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে গিয়েছেন। তবে আমরা এই নির্জলা অনশন ভাঙব না। মৃত্যুই আমাদের একমাত্র ভবিষ্যৎ।
>
> **মৌমিতা বিশ্বাস,** *শিক্ষাকর্মী*

তাঁরা বলেন, 'ভবনের ভিতরের ক্যান্টিন থেকে খাবার খাচ্ছেন শিক্ষা কর্তারা। আর আমাদের মধ্যে ৮ জন প্রতিনিধি রাতভর অনশন করছেন। মরা-বাঁচার খবর শিক্ষা আধিকারিকেরা রাখেন না।' যোগ্য-অযোগ্য শিক্ষাকর্মীর তালিকা প্রকাশ না হলে আত্মহত্যারও হুমকি দেন শিক্ষাকর্মীরা।

মঙ্গলবার এসএসসির চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠকের পর চাকরিহারারা জানান, '১৭,২০৬ জনের যে তালিকা বিকাশ ভবন দিয়েছে তার মধ্যে ১৫,৪০৩ জন শুধু যোগ্য। মিরর ইমেজ প্রকাশ করা হয়নি।' ফলে এখনও সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হচ্ছেন না বঞ্চিতরা। মঙ্গলবার ব্রাত্য বসুর সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি প্রফেসর রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। তবে রামানুজের তরফেও কোনও বার্তা আসেনি অনশনকারী শিক্ষাকর্মীদের উদ্দেশে। সন্ধ্যায় এসএসসি দপ্তরে বৈঠকের পর চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের জট কাটল তো না-ই, বরং বেড়েছে।

শিক্ষকদের এসএসসির তরফে আপাতত স্কুলে যাওয়ার অনুমতি থাকলেও শিক্ষাকর্মীদের মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত কোনওরকম অনুমতি দেওয়া হয়নি। এমনকি এসএসসি তাঁদেরকে বেতন দিতেও অস্বীকার করেছে। এখনও পর্যন্ত লিখিত বিবৃতি না প্রকাশ করলেও মৌখিকভাবে শিক্ষাকর্মীদেরকে এমনই বার্তা দিয়েছে এসএসসি। যোগ্য-অযোগ্য শিক্ষাকর্মীর তালিকা প্রকাশ করার ক্ষেত্রেও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

অনশনকারী শিক্ষাকর্মী মৌমিতা বিশ্বাস 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে বলেন, 'আমাদের বেতন নিয়ে এখনও কোনও সাড়া দেওয়া হয়নি। ওএমআর প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়াও হয়নি। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে এখনও কোনও কর্তা আমাদের সঙ্গে দেখা করেননি। ডাক্তার আমাদের জল ও খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে গিয়েছেন। তবে আমরা এই নির্জলা অনশন ভাঙব না। মৃত্যুই আমাদের একমাত্র ভবিষ্যৎ।'

মে'তে মুর্শিদাবাদে মমতা

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : ওয়াকফ ইস্যুতে চলতি মাসের মাঝামাঝি উত্তপ্ত হয়েছিল মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান, সামশেরগঞ্জ, সুতি। তারপর সেখানে গিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। এবার সেখানে যাওয়ার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মে মাসের প্রথম সপ্তাহেই তিনি মুর্শিদাবাদে যাবেন বলে মঙ্গলবার জানিয়েছেন। এদিন মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের মাঠে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ধুলিয়ানের দুটি জায়গায় অশান্তি হয়েছে। আমরা চাই না দাঙ্গা হোক। কিন্তু এর পিছনে গভীর চক্রান্ত রয়েছে। বহিরাগতরা স্থানীয় কিছু মানুষকে ব্যবহার করে এই গোলমাল পাকিয়েছে। কিন্তু মনে রাখবেন, এই চক্রান্ত আমরা ফাঁস করবই। পরিস্থিতি উত্তপ্ত থাকায় আমি এই ক'দিন যাইনি। মে মাসের প্রথম সপ্তাহেই আমি যাব ও স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে কথা বলব।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা আগেই ঘোষণা করেছি, মৃতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেব। যাঁদের বাড়ি ভেঙেছে, তাঁদের বাংলার বাড়ি প্রকল্পে বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হবে। যাঁদের দোকান ভেঙেছে, তাঁদেরও কীভাবে পাশে থাকা যায়, আমরা ভাবছি। এই জন্য একটা এস্টিমেটও করতে বলেছি। আমি মুর্শিদাবাদে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব।' অশান্তির পর মুখ্যমন্ত্রী কেন যাননি, তা নিয়ে বিরোধীরা বারবার আক্রমণ শানিয়েছে। এদিন মেদিনীপুরের মঞ্চ থেকে সেই প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমি সঠিক সময়েই যাব। এই দুঃখজনক অশান্তির পিছনে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের মুখোশ আমি খুলে দেব। আমাদের সরকার শান্তির পক্ষে। আমরা কেউ চাই না মানুষ ঘরছাড়া হোক, প্রিয়জনকে হারাক।'

দ্বিতীয় কিস্তি আগামী মাসে

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : মে মাসেই বাংলার বাড়ি প্রকল্পের দ্বিতীয় কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। মঙ্গলবার মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের মাঠে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান থেকে এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেয়নি। সেই কারণে বাংলার বাড়ি প্রকল্পে আমরা ১২ লক্ষ পরিবারকে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে ডিসেম্বর মাসেই দিয়ে দিয়েছিলাম। সকলেই বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছেন। দ্বিতীয় কিস্তির টাকাও আমরা মে মাসে দিয়ে দেব।'

যৌন হেনস্তার অভিযোগে জর্জরিত সিপিএম

অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটির কার্যকারিতায় প্রশ্ন

রিমি শীল

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগে জর্জরিত সিপিএম। যৌন হেনস্তার অভিযোগ ও তার সুরাহা নিয়ে দলের অন্দরে প্রশ্ন উঠছে। দলীয় নীতি অনুযায়ী, সিপিএমের অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি রয়েছে। দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে যে কোনও ধরনের অভিযোগ এই কমিটির কাছে পৌঁছোয়। এই কমিটিতে বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হয়। তবে দলের অন্দরে নেত্রীরা প্রশ্ন তুলছেন, কমিটির কাছে বিষয়গুলি পৌঁছোলেও শেষ পর্যন্ত নিষ্পত্তি নিয়ে সংশয় রয়েছে। কমিটির কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন করা হচ্ছে।

সম্প্রতি আসানসোলের প্রাক্তন সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরীর বিরুদ্ধে দলের নেত্রীকে অশ্লীল বার্তা পাঠানোর অভিযোগ উঠেছে। তবে বিষয়টি অভ্যন্তরীণ কমিটিতে বিচারাধীন। এর আগেও সিপিএম নেতা তন্ময় ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে মহিলা সাংবাদিককে হেনস্তার অভিযোগ ওঠে। দল তাঁকে সাসপেন্ড করে। কিন্তু রাজ্য সম্মেলনে হঠাৎই তাঁকে হাজির হতে দেখা যায়। বেশ কয়েক বছর আগেও কলকাতার দুই তরুণ নেতা কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায় ও সৌম্যজিৎ রজকের একটি অশালীন ভিডিও ভাইরাল হয়। তাঁদের সাসপেন্ড করা হয়। সম্প্রতি তরুণ নেতা ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, টালিগঞ্জের সিপিএম নেতা সোমনাথ ঝা, যুব সংগঠনের আরেক নেতা সোহম মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও মহিলা কর্মীদের যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে। একাধিক ক্ষেত্রে বিষয়গুলি অভ্যন্তরীণ কমিটির কাছে পৌঁছোলেও সুরাহা হয়নি বলে দলীয় নেত্রীদের অভিযোগ। এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি বংশগোপাল চৌধুরীর বিরুদ্ধে অভিযোগকারিণী সিপিএমের প্রাক্তন কাউন্সিলার উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেন, 'আমি ৩৫ বছর ধরে সক্রিয়ভাবে পার্টির কাজ করেছি। নভেম্বর মাসে জেলা নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ করেছিলাম। বিষয়গুলি কীভাবে ভাইরাল হল জানি না। অভ্যন্তরীণ কমিটি কতটা বিচার করে তা নিয়েও প্রশ্ন থাকছে। দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের সঙ্গে কথা হওয়ার পর শুধু আশ্বাসই দিয়ে গিয়েছেন। এখনও তো বংশগোপালের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হল না। আমার মনে হয়, ওঁকে আশ্রয় দিচ্ছে দলের নেতারা।' দলের আরেক মহিলা নেত্রী কনীনিকা ঘোষ বোস বলেন, 'বেশ কয়েক মাস ধরেই দলের বিভিন্ন সম্মেলন, কর্মসূচি ছিল। তাই হয়তো বিষয়টিতে বিশেষ নজর দেওয়া হয়নি। তবে ঘটনায় বিচার হবে এটাই আশা করি।'

ত্রাণ নিয়ে দুই মেরুতে সুকান্ত-শুভেন্দু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : মুর্শিদাবাদের ত্রাণ কাজে দুই মেরুতে সুকান্ত-শুভেন্দু। রাজনৈতিক কর্মসূচির পরিবর্তে মুর্শিদাবাদে আক্রান্ত পরিবারগুলির ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনে নিশ্চিত করাই যখন লক্ষ্য শুভেন্দুর, তখন সুকান্ত রাজপথে ত্রাণ সংগ্রহের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে ব্যস্ত। মুর্শিদাবাদের হিংসার ঘটনায় বাঙালি হিন্দুর স্বার্থ সুরক্ষায় রাজ্য বিজেপির দুই শীর্ষ নেতৃত্বের এই দ্বি-মেরু অবস্থানে দ্বিধাবিভক্ত বঙ্গের গেরুয়া শিবির।

সোমবারই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কার্যত ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, আগামী দু-তিন সপ্তাহ তিনি সর্বশক্তি দিয়ে মুর্শিদাবাদের আক্রান্ত হিন্দু পরিবারগুলির ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজে নিজেকে যুক্ত করতে চান। সেই কারণে, ওই কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কার্যত রাজনৈতিক কর্মসূচি থেকে দূরে থাকবেন বলে জানিয়েছিলেন তিনি।

ঘনিষ্ঠ মহলে শুভেন্দু সাফ জানিয়েছিলেন, মুর্শিদাবাদে আক্রান্ত হিন্দুদের পাশে প্রকৃত অর্থে না দাঁড়াতে পারলে হিন্দু স্বার্থ রক্ষায় বিজেপি যে সত্যিই আন্তরিক, সেকথা হিন্দু বাঙালিকে বিশ্বাস করানো যাবে না।

সেই কারণেই মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতে যাওয়া জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, জাতীয় মহিলা কমিশন এমনকি রাজ্যপালকে উদ্দেশ করেও শুভেন্দু বলেছিলেন, শুধু ছবি তুলে চলে আসা নয়, আক্রান্ত হিন্দু বাঙালিরা কড়া পদক্ষেপ দেখতে চাইছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্যপাল ও কেন্দ্রীয় সাংবিধানিক সংস্থাগুলির ওপর চাপ বাড়াতেই এই বার্তা দিয়েছিলেন শুভেন্দু।

কারণ, মুর্শিদাবাদ ইস্যুতে এনআইএ তদন্ত এখনও আদালতে বিচারাধীন। এই আবহেই এদিনও খোলা হাওয়ার মঞ্চ থেকে মুর্শিদাবাদের ত্রাণ নিয়ে তাঁর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন শুভেন্দু।

শুভেন্দু জানিয়েছেন, ফরাক্কার সুতিতে বুধবার থেকে খোলা হাওয়া ও একাধিক এনজিও ত্রাণ কাজ শুরু করবে। প্রথম দফায় ৩০০টি

মুর্শিদাবাদ প্রসঙ্গ

পরিবারকে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন দেওয়াই তাঁদের প্রথম লক্ষ্য। দ্বিতীয় দফায় অক্ষয় তৃতীয়ার দিন জেলায় সাম্প্রতিক হিংসায় যে ৯টি মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলির পুনর্নির্মাণ ও শুদ্ধিকরণের কাজ করা হবে। তৃতীয় দফায় বাকি ৪৫০ পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

শুভেন্দুর দাবি, ইতিমধ্যেই ক্ষতিপূরণবাবদ সাড়ে ৬ লক্ষ টাকার চেক বিলি করা হয়েছে। এছাড়া রাজ্য ও রাজ্যের বাইরে থেকে ত্রাণ সংগ্রহের ব্যাপারেও জোর দেওয়া হচ্ছে। এদিকে এদিনই হাজরায় ত্রাণ সংগ্রহে নেমেছিলেন সুকান্ত। দক্ষিণ কলকাতা বিজেপির উদ্যোগে ত্রাণ সংগ্রহের এই রাজনৈতিক কর্মসূচি কার্যত শুরুতেই শেষ হয়ে যায়।

হাজরা মোড়ে পাইলট কার সহ সুকান্ত এসে পৌঁছোনোর আগেই সেখানে প্রস্তুত ছিল পুলিশ। হাতে ত্রাণ সংগ্রহের বাক্স নিয়ে নামার পরই সুকান্তকে পুলিশ জানিয়ে দেয়, অনুমতি ছাড়া তারা এধরনের কর্মসূচি করতে দেবে না।

পুলিশের সঙ্গে সামান্য কিছু বচসার পরই কার্যত গ্রেপ্তার বরণ করেন সুকান্ত সহ বিজেপি নেতারা। ঘণ্টা দুয়েক বাদে লালবাজার থেকে মুক্তিও পান সুকান্ত সহ বিজেপি নেতারা। হাজরা মোড়ে সুকান্তর কর্মসূচির মেয়াদ ছিল সাকুল্যে ১০ থেকে ১৫ মিনিটের।

কালবৈশাখীর তাণ্ডবের মুহূর্তে। মঙ্গলবার নলহাটির ভদ্রপুরে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

সম্পাদকীয়

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৩৩ সংখ্যা, বুধবার, ৯ বৈশাখ ১৪৩২

সরকারি উদ্দেশ্যে সন্দেহ

অসহায়তার চূড়ান্ত। কয়েক হাজার শিক্ষক কার্যত পথে বসেছেন। বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের দপ্তরে। তাঁরা জানেন, এই পথ ছাড়লে আর কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। পথে থাকলেও সমস্যার সুরাহা হওয়ার নিশ্চয়তা ক্ষীণ। দিশাহীন একদল শিক্ষিত মানুষ। যাঁদের অনেকের মেধা ঈর্ষণীয়। যে মেধা হতে পারত রাজ্যের সম্পদ। বদলে সেই মেধা এখন যেন রাজ্যের বোঝা। যে মেধাকে কাজে লাগানোর সদিচ্ছা সরকারের দেখা যাচ্ছে না।

অনেক স্বপ্ন নিয়ে শিক্ষকতা শুরু করা একদল মানুষ বরং এখন নানা সন্দেহের মুখে। সত্যিই মেধা ছিল কি ওঁদের? নাকি ঘুষ দিয়ে শিক্ষকপদের নিয়োগপত্র কিনেছিলেন তাঁরা? সেই অভিযোগ সত্যি হলে এঁরা কি আদৌ শিক্ষক হওয়ার উপযুক্ত? ওঁরা শিক্ষকতা চালিয়ে গেলে তাঁদের ছাত্রছাত্রীর কি ভবিষ্যৎ ঝরঝরে হয়ে যাবে না? সন্দেহ শুধু নয়, পথে বসে থাকা শিক্ষকদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়ে গেল।

অথচ রাজ্যের খোদ মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ব্যবস্থা হবেই। শুধু সরকারের ওপর ভরসা রাখতে বলেছিলেন। স্কুল সার্ভিস কমিশন 'যোগ্য' শিক্ষকদের আপাতত কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিল শীর্ষ আদালতে। সেই অনুমতি মিলেছিল চলতি বছরের মধ্যে নতুন শিক্ষক নিয়োগের শর্তে। তাতে মুখ্যমন্ত্রীর মুখনিঃসৃত বাণী ছিল, আর চিন্তা নেই, সময় যখন পাওয়া গিয়েছে, তখন সমস্যা আর থাকবে না।

জটিলতা কাটাতে তাঁর হাতে 'এ টু জেড' বিভিন্ন পরিকল্পনা সাজানো আছে শুনে বিশ্বাস করেছিলেন শিক্ষকরা। স্বস্তি পেয়েছিল তাঁদের পরিবার। আশ্বস্ত হয়েছিল বাংলার মানুষ। কিন্তু প্রথম ধাক্কাতেই চৌপট হয়ে গেল সব পরিকল্পনা। চাকরি রাখতে প্রথম কাজটি ছিল যোগ্যদের তালিকা প্রকাশ। সেই কাজ করতে চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দিল স্কুল সার্ভিস কমিশন। সেই তালিকা কমিশন আদৌ দিতে পারবে কি না, তাও ঘোর অনিশ্চতায় ভরা। সে ব্যাপারে কমিশন কর্তাদের মুখে কুলুপ।

হঠাৎ জট পাকিয়ে দিতে তৈরি করা হল কাউন্সেলিংয়ের কাহিনী। যা নিয়ে সিবিআই তদন্ত বা আদালতে মামলা চলাকালীন এতদিন কোনও উচ্চবাচ্য ছিল না। এখনকার নিয়মে শিক্ষক নিয়োগে কাউন্সেলিং একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া নিঃসন্দেহে। কমিশনের তরফে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, প্রথম তিনটি কাউন্সেলিং থেকেই শুধু যোগ্যদের বেছে নেওয়া হবে। বাকি কাউন্সেলিংয়ে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের কপাল পুড়ল। তাঁরা সবাই অযোগ্য বলে বিবেচিত।

এই কাহিনী ছড়ানোর অর্থ নানাবিধ। প্রথমত, এতে যোগ্য শিক্ষকের তালিকা খুব ছোট হবে। আদালতে পেশ করা সিবিআইয়ের অযোগ্য তালিকার বাইরে যাঁরা, তাঁদের খুব কম অংশ যোগ্য তালিকায় বিবেচিত হবে। দ্বিতীয়ত, প্রমাণ হল তৃতীয় কাউন্সেলিংয়ের পর থেকে যত নিয়োগ হয়েছে, সেগুলি সবই অবৈধ। তাতে দুর্নীতি কতটা পাহাড়প্রমাণ, সেটা বেআব্রু হল। তৃতীয়ত, যোগ্যদের চাকরি বহাল রাখার বিষয়টি বিশবাঁও জলে চলে যেতে পারে।

স্কুল সার্ভিস কমিশনের এই খামখেয়ালিপনায় বজ্রাঘাত হল হাজার হাজার শিক্ষকের মাথায়। নতুন করে নিয়োগের প্রক্রিয়ায় অংশ নিলেও চাকরি নিশ্চিত নয়। বিরাট এক দুর্নীতি চক্রের ষড়যন্ত্রের বলি হলেন তাঁরা। যেখান থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আশু কোনও পথ পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ দুর্নীতিতে অভিযুক্তদের অনেকে জেলবন্দি থাকলেও শাস্তি কারও হয়নি। হবে- এমন নিশ্চয়তা নিয়েও ধন্দ আছে।

প্রশ্ন তোলা অসমীচীন হবে না যে, তাহলে সুপ্রিম কোর্টে স্কুল সার্ভিস কমিশনের এই চাকরি বহাল রাখার আর্জি কি তাহলে নিছকই সময় কেনার চেষ্টা? যাতে দুর্নীতিপর্ব আরও বেশি করে আড়ালে পাঠিয়ে দেওয়া যায়? সেই চক্রান্তের বলি হয়ে শিক্ষকরা কি অকূলপাথারে পড়লেন না? এমনিতেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাবে ধুঁকতে থাকা বাংলার শিক্ষাব্যবস্থাকে কোমায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। যার খেসারত দেবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।

অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। 'অবিদ্যা' মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই 'অবিদ্যা' বলে।

-স্বামী অভেদানন্দ

আলোচিত

সম্পূর্ণ নির্দোষ পর্যটকদের ওপর প্রাণঘাতী হামলা কোনওমতে ক্ষমা করা যায় না। পহলগামে পর্যটকদের ওপর আক্রমণ যন্ত্রণা এবং ব্যথার কারণ। এই অমানবিক কাজের নিন্দা করার ভাষা নেই। যাঁরা তাঁদের প্রিয় মানুষ হারিয়েছেন, তাঁদের জন্য প্রার্থনা করছি।

- দ্রৌপদী মুর্মু

ভাইরাল

সিংহের দলের থেকে বাচ্চাকে রক্ষা করল একা কুম্ভ মোষ। বাচ্চাটি মায়ের সঙ্গে ঘুরছিল। তাকে আক্রমণ করে কয়েকটি সিংহ। রুখে দাঁড়ায় মা। সিংহগুলিকে গুঁতিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা করে। এক পাল মোষ চলে এলে পিছু হটে সিংহরা।

আজ

১৬১৬

আজকের দিনে প্রয়াত হন উইলিয়াম শেক্সপিয়র।

১৯৯২

আজকের দিনে প্রয়াত হয়েছিলেন কিংবদন্তি সত্যজিৎ রায়।

আমাদের দ্বিপ্রাহরিক অভিযানের সঙ্গী হত এক কিশোরী। অস্পষ্ট ভালোলাগা। ভেতরে একটা কিছুর পদশব্দ। হলুদ ফুলছাপ ফ্রক। একমাথা উড়ু উড়ু চুল। গলায় একটা লাল পাথরের মালা।

সোজা-সাপটা

কৈশোরে কষ্টের বোধ এবং গ্রীষ্মের অনুভূতি

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

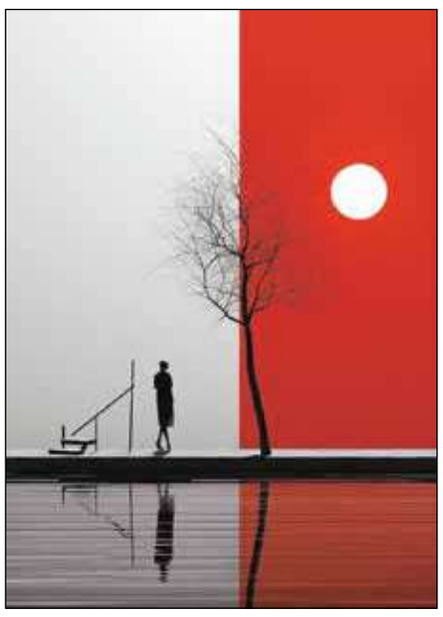

গ্রীষ্ম হল কিশোরের, গ্রীষ্ম হল শিশুর। বেপরোয়া ঋতু। গ্রীষ্ম হল তপস্বীর। কষ্টের বোধ থাকলে গ্রীষ্মকে পাওয়া যায় না। আমরা যখন কিশোর তখন মনে আছে, দুরন্ত দ্বিপ্রহরে আমরা সুযোগের অপেক্ষায় থাকতুম, কখন বড়রা ঘুমিয়ে পড়বেন! যতক্ষণ না ঘুমোচ্ছেন, ততক্ষণ ভীষণ মনোযোগী ছাত্র। হঠাৎ জানলার বাইরে তার আবির্ভাব। আমার মতোই আরেক কিশোর। আমার আগেই সে হয়তো নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে। ফাঁকি দিতে পেরেছে শাসকশ্রেণিকে। একালে যাঁরা আরও প্রবল রূপ ধারণ করে কৈশোরটাকেই হত্যা করে বসে আছেন, তাঁদের।

গণিতের খাতা, অনুবাদের বই, ব্যাকরণ— সব তালগোল পাকিয়ে তলিয়ে গেল। চোরের মতো পা টিপে টিপে ভরদুপুরে পলায়ন। পাকা মানুষের, বিষয়ী মানুষের কল্পনার বাইরে। গরমে, রোদে যখন দমবন্ধ হয়ে আসে, মাটিতে পা ফেলামাত্রই যখন ফোসকা পড়ার মতো অবস্থা, ছাগলেও যখন ছায়া খুঁজছে, সেই সময় দুই উন্মাদ কিশোর গ্রীষ্মের অভিসারে চলেছে। জীবনের পাঠশালা থেকে রুদ্রের পাঠশালায় চৈত্রের ভৌতিক বাতাসে প্রান্তরের যত্রতত্র ধুলোয় ঘূর্ণি বাউলের মতো নেচে উঠছে। ঝরাপাতা ওড়ার শব্দে অদৃশ্য মানবীর আঁচলের উপস্থিতি। কল্পনাকে একটু প্রসারিত করলেই দেখতে পাওয়া যায়, আমবাগানের নিরালা ছায়ায় একটি কূপ। সেই কূপে জল তুলছে যে, সে আমাদের বাতাসী নয়, চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি। ভিক্ষু আনন্দ স্বয়ং গ্রীষ্ম। তৃষ্ণার্ত। তাঁর গম্ভীর প্রার্থনা—'জল দাও আমায় জল দাও।/ রৌদ্র প্রখরতর, পথ সুদীর্ঘ হা,/ আমায় জল দাও।/ আমি তাপিত, পিপাসিত,/ আমায় জল দাও।/ আমি শ্রান্ত, হা/ আমায় জল দাও।'

শীত আমাদের মোলায়েম একটু রোদ্দুর ছাড়া কী-ই বা দিতে পেরেছে। আর রংবেরঙের বাহারি কিছু ফুল। ফুল নিয়েই সন্তুষ্ট। ফল সব বাইরের। না আপেল, না কমলা।

গ্রীষ্ম তো ওই একটা জায়গায় টেক্কা মেরে গেছে শীতকে। চৈত্রের আমবাগানে মধ্যদিনে ঢুকলে নেশা ধরে যাবে। আম্রমুকুলের মাতাল করা গন্ধ। সর্বত্র মধু বর্ষণের পুটপুট শব্দ। ফলসার চ্যাটালো পাতায় কচি সবুজ। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে নাকছাবির মতো হলুদ-হলুদ ফুল। ফল আসছে। গাছের তলায় দাঁড়ালে, মাথায় ঝরে পড়বে কুঁড়িফাটা পাপড়ি। জামের উঁচু উঁচু ডালে, শিল্পীর আঁকা ছবির মতো লিটির লিটির জামের মুকুল। পেয়ারা গাছে মিল্কপাউডার খাওয়া ছুঁচোর মতো ছ্যাতরানো ফুল। বেলগাছ ছেয়ে গেছে সবুজ ত্রিপত্রে। পাতার খাঁজে খাঁজে সবুজ পান্নার মতো বেলের থেলো। হলুদ গেরুয়া। রোদের কাছে সবাই ঋণী।

দুই কিশোর হাতে গাবভ্যারেন্ডার ডাল নিয়ে মেটে পথ ধরে চলেছে। কোথাও ছায়া নেই। ফুস করে বাতাস ফুঁ মারল। ছাইগাদা থেকে সাদা পাউডার-লেজের ঝাপটা মেরে গেল। রাস্তার প্রতিটি বালি আর কাঁকরের দানা জ্বলছে, কিন্তু গাছের পাতা সতেজ, সবুজ। রোদ শুষছে। সূর্যই যে সবুজের কারণ। রাস্তা চলেছে সামনে, চালা আটচালার জটলার ভেতর দিয়ে।

আমাদের নাকে হঠাৎ একটা সুগন্ধ এসে লাগবে। গুড় আর চিনি একসঙ্গে পাক হচ্ছে। এই হল গোপালদার বাতাসার কারখানা। তিনজন ভারিক্কি চেহারার মানুষ, যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত বেশবাসে, চাটাইয়ের ওপর অদ্ভুত কায়দায় একের পর এক বাতাসা পেড়ে চলেছেন। বিস্ময়কর দক্ষতা। ফুটো পাত্র থেকে মোটা রসের ধারা নেমে আসছে। হাত যেন ঘুরছে দক্ষিণী নাচের মুদ্রায়। আর একদিকে কাঠের গোল বারকোশে পাতা হয়েছে সাদা সুতো। বিশাল কড়ায় ফুটছে চিনির রস। কারিগর তাওয়া মেরে দেখছেন পাক কেমন হল! হিসেব বড় সাংঘাতিক। এক সুতো, দু-সুতো, সাত সুতো। কোন পাকে মিছরি জমবে, মিছরির ওস্তাদই তা জানেন। রস ঢালা হবে কাঠের ওই গোল থালায় সুতোর জালির ওপর। রস ঠান্ডা হলেই জমে যাবে দানা মিছরি। চালার ভেতরের বাতাস উনুনের গরমে থিরথির কাঁপছে। বাইরের জমি এত উত্তপ্ত, কে একখুরি জল ছুড়ল, তৃষ্ণার্ত বসুন্ধরা নিমেষে টেনে নিল। এই গ্রীষ্মে মিছরি আর বাতাসার কাটতি খুব বেশি। ফুল বাতাসা এক-একখানা জলে ভিজিয়ে গালে ফেলো, পিত্তনাশ হবে। কাঠের ওপর খড়ির দাগ টেনে গোপালদা হিসেব রাখছেন, ক-থালা মিছরি নামল!

আমরা গুড়-চিনির গন্ধ নাকে নিয়ে, গায়ে খানিক উত্তাপ মেখে এগিয়ে যাব সামনে। আরও কত বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্যে। বাঁই বাঁই করে চাক ঘুরছে। কুমোরপাড়া। লাল লাল হাঁড়ি, কলসি, খুরি, ভাঁড় রোদে শুকোচ্ছে। চাকে তৈরি হচ্ছে মাটির গেলাস। অভয়দার হাতের কেরামতিতে আমরা হাঁ হয়ে যাব। দেখলেই মনে হয় সূর্য দিয়ে তৈরি। রসের ছিটেফোঁটাও নেই। অভয়দার চালার ওপর লতিয়ে উঠেছে লাউগাছ। সকালের ফোটা ফুল দ্বিপ্রহরে চুপসে গেছে। ছাইয়ের গাদায় একটা ধুঁদুলের চারা চোখ মেলেছে। ধুলোর গাব্বুতে চড়াই নেমেছে চান করতে।

আমরা দুজন এদিক ওদিক তাকাই। একজনকে আমরা প্রায়ই খুঁজি। আমাদের বিশ্বাস এই জায়গাটাই সেই জায়গা। এইখানেই আমরা পথের পাঁচালীর ইন্দির ঠাকরুনকে খুঁজে পাব। হঠাৎ আমাদের মনে হত, গ্রীষ্মের এই ভয়ংকর দুপুরটাই ইন্দির ঠাকরুনের জ্বরতপ্ত বুক। বেড়ার গায়ে সবুজ একটি লতা, কি ছোট একটি ঝোপ। গ্রীষ্মের উত্তপ্ত বুকে শীতল সান্ত্বনা। অদূরেই বসাক জমিদারের মজা ডোবা। এতই তেষ্টা এই গ্রীষ্মের, সব জল টেনে নিয়েছেন গণ্ডুষে। ধারে ধারে তাল, সুপুরি গাছের সারি। ওদের যদি মা থাকত তাহলে তিনি বলতেন, রোদে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে বড় রোগা হয়ে গিয়েছিস, একটু ছায়ায় গিয়ে বিশ্রাম নে না বাপু! তালগাছের যেমন বরাত, যার মাথায় অত হাতপাখার বোঝা, সে কেন একটু বাতাস দিতে পারে না। আমার সেই কৈশোরকালের বন্ধু হারু যথেষ্ট জ্ঞানী ছিল বয়সের তুলনায়। সে বলেছিল, লেজ আর হাতপাখা নিজেকেই নিজে নাড়াতে হয়। অপরে নাড়ালে হয় না। তালের অত পাখা সব বাতাসে নাচাচ্ছে। জ্ঞানবৃদ্ধ হারুর কাছেই শিখেছিলুম তুলসীদাসজির দোঁহা। যা আমরা খারাপ ধরনের বড়লোক দেখলেই মন্ত্রের মতো আওড়াতুম। সে এই শিড়িঙ্গে, মাথামোটা তাল, খেজুরকেই উদ্দেশ করে।

'বড়ে বড়ে যো কহতে হৈঁয় বড়েমে তাল খজুর।/ যব ঠনকো ছায়া নহি, ফল পাওনকা দূর।'

বড় হয়েছিস তো কী হয়েছে! সে তো তাল, খেজুরও বিশাল লম্বা। তলায় গিয়ে বোসো সামান্য ছায়াও মিলবে না উত্তপ্ত এই নিদাঘে। আর ফল? তার নাগাল পেতে হলে ফায়ার ব্রিগেডের মই আনতে হবে। তাল, খেজুরের খরখরে ছায়ার দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে যেত সুকুমার রায়কে, 'গ্রীষ্মকালে শুকনো ছায় ভীষণ রোদে ভাজা।' 'হালকা মেঘের পানসে ছায়া' চেটে দেখিনি, চোখে দেখেছি। পাতলা একটা আঁচলের মতো মাঠের ওপর দিয়ে ভেসে চলে যাচ্ছে। তালের কাঁদি পড়েছে। সবই শাঁস। টলটলে জলেভরা হৃদয়ের মতো। রুদ্র গ্রীষ্ম পারে না সেই অন্তঃকরণের জল শুষে নিতে।

বসাকদের সেই মজা ডোবা আমাদের কাছে ছিল কিং সলোমনস মাইনের মতো। কাদা শুকিয়ে ফাট ধরেছে। বৃদ্ধার ত্বকের মতো। আর সেইখানে সামান্য খোঁচাখুঁচি করলেই বেরিয়ে পড়ে একটি আনি কি দুআনি, নিদেন কয়েকটি ডাবল পয়সা। তখনও বছরকয়েক আগে চলা হালকা ধরনের ফক্কিকারি নয়া পয়সার চল হয়নি। এক আনায় সেকালে অনেক কিছু পাওয়া যেত। একটি বড় তালশাঁস সন্দেশ। চারটে আলুর চপ। আটটা গুলি লজেন্স। কপর্দকহীন দুই কিশোরের কাছে সেই অর্থ ছিল সাম্রাজ্যপ্রাপ্তির মতো। আমাদের গবেষণার বিষয় হত, কোথা থেকে আসে এই অর্থ! এ কি ধরিত্রীর দান! বর্ষায় ডোবাটা যখন টইটুম্বুর পুকুর হয়ে যায়, তখন হয়তো পাড়াপ্রতিবেশী মহিলারা সন্তানের মঙ্গলকামনায় মানসিক করা এই অর্থ জলকে দান করেন। আমাদের তখন আফসোস হত, সমুদ্র কেন শুকোয় না! আমরা একবার একটা সোনার দুল পেয়েছিলুম, সেটাকে আবার মাটিচাপা দিয়ে দিয়েছিলুম। অন্যের অলংকার আমরা নিতে পারি না। সে হবে চুরির মতো।

আমরা হাঁ করে খেজুর গাছের খরখরে পাতার দিকে তাকিয়ে থাকতুম। গ্রীষ্মের হাপর থেকে ফুস বাতাসে মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। অধ্যবসায়ী কাক ঠোঁটে পাতা কামড়ে ঝুলছে। তার একটা সোঁটা চাই। আর কয়েকদিন পরেই সে মা হবে, বোশেখি কাক। এই তো বাসা বাঁধার সময়। দিশি খেজুরের থোলো নেমেছে। কিছু সবুজ, কিছু পেকে লাল। টুপটাপ ঝরছে। মহানন্দে আমরা কুড়িয়ে চলেছি। এমন কিছু সুস্বাদু নয়। আঁটি আর চামড়া। সামান্য কষা। তা হোক। একেবারে গাছপাড়া। আর কৈশোর হল সর্বভুক। ভেসে যেত সাবধানবাণী, খাসনি, পেট কামড়াবে!

আরও একটা আকর্ষণ তো আমাদের এই দ্বিপ্রাহরিক অভিযানের সঙ্গী হত, এক কিশোরী। ছিলই। অস্পষ্ট ভালোলাগা। ভেতরে একটা কিছুর পদশব্দ। হলুদ ফুলছাপ ফ্রক। একমাথা উড়ু উড়ু চুল। গলায় একটা লাল পাথরের মালা। সে-ই ছিল আমাদের কল্পনার দুর্গা।

জনমন জনমত

আইপিএল, আইএসএল ও ইস্টবেঙ্গলের ব্যর্থতা

প্রতি রাতেই এখন আইপিএল দেখি। প্রতি রাতেই নতুন কোনও নায়ককে দেখা যায়। যেভাবে আইপিএলে নতুন নতুন প্রতিভা উঠে আসছে, তা চোখে পড়ার মতো। এর পাশাপাশি আরেকটা জিনিস খারাপ লাগছে। চেতেশ্বর পুজারা, করুণ নায়ারের মতো টেস্ট তারকারা উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। বেশি টাকা পাচ্ছেন না। অনেক প্লেয়ার আবার দু-একটা ম্যাচ ভালো খেলছেন, তারপর আবার হারিয়ে যাচ্ছেন।

আইপিএলের পাশাপাশি আইএসএলও দেখি টিভিতে। খারাপ লাগে কোনও জায়গাতেই বাঙালি তারকা আর উঠে আসেন না। বাঙালিরা কি তাহলে খেলা ভুলে গেল? খুব কম বঙ্গসন্তানই আইএসএল বা আইপিএলে মাতান। অধিকাংশই জ্বলে উঠে নিভে যান।

সবচেয়ে দুঃখের কথা, আইএসএলে বাঙালির এক প্রাণের ক্লাব ইস্টবেঙ্গলের চূড়ান্ত ব্যর্থতা। কলকাতা ময়দানে এখন পুরোনো কর্তাদের মাথার ওপর ছড়ি ঘোরান স্পনসররা। মোহনবাগান ক্লাবে পুরোনো কর্তারা অর্থহীন হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে কর্তারা এখনও প্রশাসন চালান। স্পনসররা গুরুত্ব পান না। তার ফলে লাল-হলুদ ক্লাবের ব্যর্থতা সীমাহীন। এই কর্মকর্তারা কবে ক্লাব থেকে সরবেন, প্রশ্ন। এঁরা যতদিন থাকবেন, ততদিন সাফল্য আসবে না।

অঙ্কিতা সাহা, শিলিগুড়ি

বাগ্রাকোটে শখের লুপে লুপ্ত বন্যপ্রাণ

বর্তমানে নেট স্ক্রল করলেই উত্তরবঙ্গের ভাইরাল লুপ পুলের ছবি মাঝেমধ্যেই চলে আসছে। মনুষ্যসমাজ লুপ পুলের ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে বলছে, 'দ্যাখো গাইস যেন বিদেশে চলে এসেছি। আসলে বিদেশ নয় এটা আমাদের উত্তরবঙ্গ।' সেতুটি সত্যিই অপূর্ব হয়েছে। এর ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।

কিন্তু সেতুর ছবিটি একটু ভালো করে লক্ষ করলেই বোঝা যাবে এখানে প্রকৃতির উপর নির্মম অত্যাচার হয়ে গিয়েছে। ভূমিকম্প, ঝড়ে যখন কোনও সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায় তখন মানবসভ্যতার কান্নার শব্দ শোনা যায়। ওই সেতুর দিকে তাকালেও যেন শোনা যায়, এক নির্মম বুক ফেটে যাওয়া ক্রন্দন। উন্নয়ন যেমন দরকার তেমনি পরিবেশরক্ষা করাও আমাদের কর্তব্য। কিন্তু আমাদের ভালোর জন্য আমরা যেভাবে বন্যপ্রাণকে ধ্বংস করে দিচ্ছি তার ফল অবশ্যই খারাপ হবে।

আমার মতে, সেতুতে ঘুরতে যাওয়া প্রত্যেক পর্যটকের উচিত, একটি করে বৃক্ষরোপণ করে আসা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়ে সেতুর নীচে এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে পুনরায় বৃক্ষরোপণ করে বন্যপ্রাণীদের রক্ষা করা। ইট-পাথরের সংসার ছেড়ে আমরা প্রকৃতি দেখতে যাই নিজেদের জীবনকে

স্বস্তি দিতে। সেই ভ্রমণে যদি ময়ূর, হরিণ, খরগোশ, নাম না জানা পাখিদের দেখি তাহলে আমাদের আনন্দ আরও দ্বিগুণ হয়ে যায়। কিন্তু লুপ পুলের পাশাপাশি গিয়ে মনে হবে আপ্যায়ন করার মতো কেউ নেই, যেন মৃত নগরী মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আপনজনের বাড়িতে প্রবেশ করে অনেকটা খালি মুখে ফিরে আসার মতো।

কবিতা ঘোষ
মেখলিগঞ্জ, কোচবিহার।

রাজ্য-রাজ্যপাল বিরোধ নিয়ে সুপ্রিম রায়

অতি সম্প্রতি তামিলনাড়ু রাজ্য সরকার ও সেখানকার রাজ্যপালের বিরোধ নিয়ে শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চের ঐতিহাসিক রায় যে গোটা দেশে একটা আলোড়ন ফেলেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

তামিলনাড়ু সরকারের অভিযোগ ছিল, একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিল রাজ্য বিধানসভায় পাশ হওয়া সত্ত্বেও রাজ্যপাল ২০২০ সাল থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে তা আটকে রেখে রাজ্যে সাংবিধানিক সংকট তৈরি করতে চাইছেন, যা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী। রাজ্যপালের এই পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ করে রাজ্য সরকার সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে একটি রিট পিটিশন দায়ের করে। সম্প্রতি শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যপাল আরএন রবির ১০টি বিলকে আটকে রাখার সিদ্ধান্তকে তীব্র ভর্ৎসনা করে একে অবৈধ এবং স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত বলে রায় দেন এবং বিল অনুমোদন বা বাতিলের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল ও রাষ্ট্রপতিকে সময়সীমা ধার্য করে দেন। শীর্ষ আদালতের এই রায়ের পরই তামিলনাড়ু সরকার ওই ১০টি বিলকে আইন হিসাবে ঘোষণা করেন। দেশের ইতিহাসে এই প্রথম রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর ছাড়াই আইনে পরিণত হল ১০টি বিল।

এই রায় নিয়ে কেরলের রাজ্যপাল এবং উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর শীর্ষ আদালতের বিরুদ্ধে তোপ দেখেছেন, যা মোটেই কাঙ্ক্ষিত নয়। দুই বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে এবং দীনেশ শর্মাও নজিরবিহীনভাবে বিচারপতিদের সমালোচনা করেছেন। এতে আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে আঁচ করেই বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা বলেছেন, দল এই বক্তব্যের দায় নেবে না। কিন্তু তারপরেও নাড্ডার বক্তব্য উপেক্ষা করে এ রাজ্যের পদ্ম বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল যেভাবে নিশিকান্ত দুবের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন তাতে সন্দেহ সুপরিকল্পিতভাবেই কি শীর্ষ আদালত এবং বিচারপতিদের উপর আক্রমণ শানানো হচ্ছে কোনও বিশেষ লক্ষ্যে?

সাধারণ মানুষের ধারণা, রাজ্য-রাজ্যপালদের অনাকাঙ্ক্ষিত ও অযৌক্তিক বিতর্ক বন্ধে এই ঐতিহাসিক রায় যদি দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে শক্তিশালী করতে ইতিবাচক দিশা দেখায় তবে সেটাই মঙ্গল। আমাদের এখন অপেক্ষার পালা।

প্রদ্যুৎকুমার সেন
কলেজপাড়া, শিলিগুড়ি।

ভুল সংশোধন

২২ এপ্রিলের কাগজে ভুলবশত গোপালকৃষ্ণ গান্ধির জন্ম সাল অন্য লেখা হয়েছে। এজন্য আমরা দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

শব্দরঙ্গ ■ ৪১২২

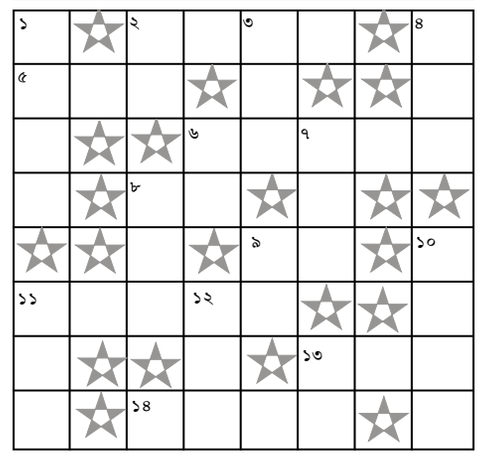

পাশাপাশি : ২। যে পাতা স্পর্শ করলে গা চুলকোয় ৫। একগুঁয়ে বা বেয়াদপ ৬। সামান্যতম জিনিসপত্র বা সংগতি ৮। শ্যাওলা জাতীয় জলজ উদ্ভিদ শরবতও হতে পারে ৯। যেখানে পদ্মফুল ফোটে ১১। খুবই রূপবান কিন্তু গুণহীন ব্যক্তি ১৩। নলযুক্ত জলের পাত্র ১৪। স্নেহ-মায়া বা ভালোবাসার বন্ধন

উপর-নীচ : ১। জ্ঞাপন করা ২। ব্যথা, যন্ত্রণা বা অসুখ ৩। ময়দার ঘিয়ে ভাজা খাবার ৪। যা চলছে না ৬। স্বাদে নোনতা ৭। অপমানের চিহ্ন ৮। অসাধু উদ্দেশ্যে কিছু পাঠানো ৯। শব্দ যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয় ১০। ফন্দি-ফিকির ১১। জল বেরোনোর নালা ১২। মণ্ডপের শামিয়ানা ১৩। দেবতার অনুগ্রহ।

সমাধান ■ ৪১২১

পাশাপাশি : ১। প্রতিযোগ ৩। কালানো ৫। কুসুমকোরক ৬। সম্বল ৭। মণ্ডল ৯। অয়নান্তবৃত্ত ১২। তবক ১৩। কদাকার।

উপর-নীচ : ১। প্রতিভাস ২। গতাসু ৩। কানকো ৪। নোলক ৫। কুল ৭। মত্ত ৮। নস্যাধার ৯। অলাত ১০। নানক ১১। বৃশ্চিক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাংলাদেশে ৫ হাজার কোটির রেলপ্রকল্পে ‘না’ ভারতের

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : ট্রান্সশিপমেন্ট বাতিলের পর এবার বাংলাদেশে চলা রেলপ্রকল্পগুলি থেকেও হাত গুটিয়ে নিল ভারত। বাংলাদেশে ৫ হাজার কোটি টাকা খরচে নির্মীয়মাণ অন্তত ৩টি প্রকল্প বন্ধ এবং আরও ৫টি প্রকল্পের সমীক্ষার কাজ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। যেসব প্রকল্পের কাজ পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল, আখাউড়া-আগরতলা ক্রস বর্ডার রেল লিংক, খুলনা-মোংলা পোর্ট রেললাইন এবং ঢাকা-টঙ্গী-জয়দেবপুর রেললাইন সম্প্রসারণ প্রকল্প। বাংলাদেশে ধারাবাহিক রাজনৈতিক হিংসা এবং ভারতীয় শ্রমিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের নিরাপত্তার কারণে প্রকল্পগুলির কাজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিকল্প হিসাবে নেপাল ও ভুটানের মধ্য দিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারত পর্যন্ত বিকল্প রেলপথ তৈরির পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে রেল সূত্রে খবর। এজন্য সাড়ে তিন থেকে চার হাজার কোটি টাকা খরচ হতে পারে।

কয়েক বছর ধরে পূর্ব ভারতের শিলিগুড়ি করিডরের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের ৭টি রাজ্যের (সেভেন সিস্টার্স) যোগাযোগ বাড়াতে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানকে গুরুত্ব দিচ্ছিল দিল্লি। প্রতিবেশী দেশের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করা হচ্ছিল। কিন্তু শেখ হাসিনার পতন ও অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশে ভারত বিরোধিতা তুঙ্গে উঠেছে। বন্যা থেকে মূল্যবৃদ্ধি সব কিছুর জন্য ভারতকে দায়ী করা বাংলাদেশের রাজনীতিতে সাধারণ প্রবণতায় পরিণত হয়েছে। খোদ মুহাম্মদ ইউনূস চিনে গিয়ে ভারতের সেভেন সিস্টার্সকে ‘স্থলবেষ্টিত অঞ্চল’ এবং বাংলাদেশকে বঙ্গোপসাগরের ‘অভিভাবক’ বলে দাবি করেছেন। বাংলাদেশকে পাশ কাটিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ যে সহজ নয় তা বোঝানোর চেষ্টায় খামতি রাখেননি প্রধান উপদেষ্টা। এই পরিস্থিতিতে ভারতের সিদ্ধান্ত কূটনীতি, প্রতিরক্ষা ও অর্থনীতির নিরিখে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

সূত্রের খবর, যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নির্ভরতা কাটাতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ঘোষণার প্রস্তুতি নিচ্ছে কেন্দ্র। এর মধ্যে

বিকল্প নেপাল আর ভুটান

রয়েছে বিহার ও উত্তরপ্রদেশে রেললাইনের সংখ্যা দ্বিগুণ বা চারগুণ করে সেগুলির সঙ্গে শিলিগুড়ি করিডরকে যুক্ত করা। সেই লিংক আগে থেকেই রয়েছে। এবার সেটিকে আরও মজবুত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় রেল।

পাশাপাশি ভুটান ও নেপালের ভিতর দিয়ে রেললাইন তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। ভারত-নেপাল রেল চুক্তি এবং ভুটানের সঙ্গে বর্তমান চুক্তিগুলির মাধ্যমেই এটা সম্ভব। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক রেল আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রথম ধাপে ভারত ও নেপালের মধ্যে রেল সংযুক্তিকরণ পরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়িত করা হবে।

স্থান, সময় ও নিশানা বাছাইয়ে উঠছে প্রশ্ন ■ পহলগামে ঘোড়ায় চড়ার সময় হামলা

পাক সেনাপ্রধানের উসকানিতেই হানা!

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : কাশ্মীরের পহলগামে পর্যটকদের লক্ষ্য করে জঙ্গিদের গুলিবর্ষণে গোটা ভূস্বর্গে আতঙ্কের পরিবেশ। শুধু উপত্যকায় নয়, চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে দিল্লির দরবারে। ইতিমধ্যেই কাশ্মীরজুড়ে নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে ফেলা হয়েছে। হাইঅ্যালার্ট জারি করা হয়েছে রাজধানী নয়াদিল্লিতে। শুধু দিল্লি নয়, দিল্লি সহ সব বড় শহরে হাই অ্যালার্ট জারি করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। কিন্তু কেন পর্যটকদের ওপর এই জঙ্গি হামলা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

বেছে বেছে কেন মঙ্গলবারই পহলগামের বাইসারান ভ্যালিতে জঙ্গি হামলা ঘটল তার উত্তর হাতড়ে বেড়াচ্ছেন গোয়েন্দারা। সোমবার ভারতে এসেছেন সস্ত্রীক মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। হামলার সময় তিনি ভারতেই ছিলেন। আবার মঙ্গলবারই সৌদি আরব সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর কয়েকদিনের মধ্যেই শুরু হবে অমরনাথ যাত্রা। পহলগামে সেই যাত্রার অন্যতম প্রধান ঘাঁটি। তাই একই সঙ্গে পর্যটকদের মধ্যে আতঙ্কের বাতাবরণ এবং ভারত-মার্কিন সরকারকে চ্যালেঞ্জ ছুড়তেই এই হামলা চালানো হল কি না তা খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দা এবং নিরাপত্তা আধিকারিকরা। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা থেকে জানা গিয়েছে, জঙ্গিরা বেছে বেছে হিন্দুদের নিশানা করেছে। সম্প্রতি

পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনীর দ্বিজাতি তত্ত্বে শান দিয়েছিলেন। দেশভাগকে সঠিক কাজ বলে আখ্যা দিয়ে হিন্দু ও মুসলিমরা যে আলাদা সেই কথা পাকিস্তানি অভিবাসীদের সামনে জোর গলায় দাবি করেছিলেন পাক সেনাপ্রধান। কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অঙ্গ বলেও জানানোর পাশাপাশি ভারতীয় সেনাকে তাঁরা ভয় পান না বলে খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন তিনি। গোয়েন্দাদের একাংশের ধারণা, মঙ্গলবারের হামলার নেপথ্যে ইন্ধন জুগিয়েছে পাক সেনাপ্রধানের ওই উসকানি। পাক মদতপুষ্ট লস্কর-ই-তৈবা-র সংগঠন ‘টিআরএফ কাশ্মীর রেজিস্ট্যান্স ফোর্স’-এই হামলার দায় স্বীকার করেছে।

জঙ্গিরা সাধারণত পর্যটকদের নিশানা করে না। নিরাপত্তা বাহিনী এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের এতদিন নিশানা করা হত। কিন্তু এদিন সেই মিথ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। সূত্রের খবর, জঙ্গি হামলার সময় এবং স্থান নির্বাচনের দিকে তদন্তের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে ভারতের নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। ২০১৯ সালে পুলওয়ামা সিআরপিএফের কনভয়ে আত্মঘাতী হামলা চালানো হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী জানান, দোষীদের কাউকে ছেড়ে কথা বলা হবে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা শ্রীনগরে জরুরি বৈঠকে বসেন সেনা, সিআরপিএফ, এনআইএ, আইবি চিফ, লেফটেন্যান্ট গভর্নর সহ বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে। গোটা ঘটনার তদন্ত ও পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বৈঠকে।

‘তোকে মারব না, এটা মোদিকে বলিস’

শ্রীনগর, ২২ এপ্রিল : জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওতে বেড়াতে গিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় বেঘোরে প্রাণ গিয়েছে বহু পর্যটকের। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন কর্ণাটকের শিবমোগার বাসিন্দা মঞ্জুনাথ। বলিউডের বহু বিখ্যাত ছবির শুটিং হয়েছিল যে জায়গায় সেই বৈসরন উপত্যকায় তিনি বেড়াতে গিয়েছিলেন স্ত্রী পল্লবী এবং ছোট ছেলেকে নিয়ে।

চোখের সামনে গুলি করে মারা হয় মঞ্জুনাথকে। দিশাহারা পল্লবী এদিন ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বারেবারেই বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ছিলেন। তিনি বলেন, ‘ঘটনাটা দুপুর ১টা ৩০ নাগাদ ঘটে। আমরা তিনজন পহলগামে ছিলাম। আমরা ভেলপুরী খাচ্ছিলাম। অনেকে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। আচমকাই আমার স্বামীকে খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়। সেখানেই তিনি মারা যান। এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না, যেন দুঃস্বপ্ন দেখছি।’ তিনি বলেন, ‘যে গুলি চালাল সে বলল আমার স্বামী মুসলিম নয়, হিন্দু। তাই ওঁকে গুলি করা হয়েছে।’ পল্লবী আরও জানান, হামলার পর তিনজন স্থানীয় বাসিন্দা তাঁকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান।

পল্লবীর দাবি, আততায়ীরা বিশেষভাবে হিন্দুদের নিশানা করেছিল। তাঁর কথায়, ‘তিন-চারজন আমাদের ওপর হামলা চালায়। আমি তখন বলেছিলাম, আমাকেও মেরে ফেলো, আমার স্বামীকে তো মেরেই ফেলেছ। তখন একজন আততায়ী বলল, ‘আমি তোকে মারব না। এটা গিয়ে মোদিকে বলিস।’

পল্লবীর আবেদন, যাতে তাঁর স্বামীর মরদেহ যত দ্রুত সম্ভব শিবমোগায় আনা হয়। তিনি বলেন, ‘এভাবে নামিয়ে আনা সম্ভব নয়। মরদেহ এয়ারলিফট করতে হবে। আমরা চাই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওঁকে ফিরিয়ে আনা হোক।’

ঘটনার নিন্দা করে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এক্স-এ লিখেছেন, ‘এই দুঃখজনক ঘটনায় কর্ণাটকের মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি জরুরি বৈঠক ডেকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছি। দিল্লিতে রেসিডেন্ট কমিশনারের সঙ্গেও কথা বলেছি।’ তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, ‘আমরা পুরো পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি। যেকোনও ধরনের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে। কর্ণাটক সরকার আক্রান্তদের পাশে আছে।’

পহলগামে জঙ্গি হামলার বহু ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজমাধ্যমে। একটি ভিডিওতে হাউহাউ করে কাঁদতে থাকা এক মহিলা বারবার বলছিলেন, ‘আমার স্বামীকে বাঁচান। ভাইরাল ভিডিওতে আরও দুটি দেহ মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায়। অপর একটি ভিডিও ক্লিপিংসে এক মহিলাকে সাহায্য প্রার্থনা করতে শোনা গিয়েছে। পহলগামের যে বইসরন উপত্যকায় হামলার ঘটনা ঘটেছে সেখানে সাধারণত পর্যটকদের ভিড় লেগেই থাকে। মঙ্গলবারও তার অন্যথা হয়নি। তারই সুযোগ নিয়ে হামলা চালায় লস্কর মদতপুষ্ট জঙ্গিরা। এক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, ‘যখন ওই হামলা হয় তখন আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে ছিলাম। যে দুজন জঙ্গি গুলি চালায় তাদের আমি দেখেছি। প্রচুর গুলি চলেছে।’

নিরাপত্তারক্ষীরা দৌড়ে যাচ্ছেন ঘটনাস্থলের দিকে। পহেলগামে।

কফিনে পোপ ফ্রান্সিসের দেহ। মঙ্গলবার ভ্যাটিকান থেকে এই ছবি প্রকাশ করা হয়েছে।

খোলা কফিনের ছবি প্রকাশ

পোপের শেষকৃত্য শনিবার

ভ্যাটিকান সিটি, ২২ এপ্রিল : শনিবার সকালে সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকায় শেষকৃত্য হবে প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিসের। সোমবার ৮৮ বছর বয়সে স্ট্রোক ও হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

মঙ্গলবার ভ্যাটিকান প্রকাশ করেছে পোপের খোলা কফিনে শায়িত ছবি সহ শেষ মুহূর্তের আনুষ্ঠানিকতা। সান্তা মার্তা বাসভবনের চ্যাপেলে কাঠের কফিনে শায়িত পোপের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সুইস গার্ডরা। বুধবার থেকে প্রয়াত ধর্মীয় নেতাকে শেষশ্রদ্ধা জানাতে পারবেন সাধারণ মানুষ। পোপ ফ্রান্সিসের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর দেহ সমাহিত হবে রোমের সেন্ট মেরি মেজর ব্যাসিলিকায় একেবারে অনাড়ম্বরভাবে। অন্তিম ইচ্ছায় তিনি লিখে গিয়েছেন, ‘আমার গোটা জীবন ঈশ্বর জননী কুমারী মেরির কাছে সমর্পিত। তাই আমি চাই আমার দেহ তাঁরই ব্যাসিলিকায় মাটির নীচে একেবারে সাধারণভাবে সমাহিত হোক। কোনও অলংকার ও আতিশয্য ছাড়াই, শুধুমাত্র একটি নামফলক থাকুক তাতে।’ অন্যদিকে পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুর পরই শুরু হয়েছে ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতি। ভেঙে ফেলা হয়েছে ফিসারম্যান্স রিং ও শিসামোহর। কার্ডিনালদের একটি দল শেষকৃত্য ও চার্চ পরিচালনার বিষয়ে আলোচনায় বসেছেন। শোকের আবহে পরবর্তী কে পোপ হবেন, তা নিয়েও বৈঠক চলছে। ভোটাভুটির মাধ্যমে পরবর্তী পোপ বাছাই হবে। ভারত থেকে চারজন ক্যাথলিক এই ভোটাভুটিতে অংশ নিতে পারবেন। এশিয়া থেকে পরবর্তী পোপের দৌড়ে বেশ কয়েকজন রয়েছেন।

প্রয়াত পোপের শেষকৃত্যে উপস্থিত থাকবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলে সহ বিশ্বের বহু নেতানেত্রী।

জয়পুরে নতুন পৃথিবী গড়ার বার্তা

দার্জিলিং চা কিনলেন উষা

জয়পুর, ২২ এপ্রিল : চারদিনের ভারত সফরে এসে সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করেন আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। শুল্কযুদ্ধের মাঝে দুই দেশের এই ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি যে চূড়ান্ত হওয়ার পথে, দু-তরফেই সেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে।

মঙ্গলবার দিল্লি থেকে জয়পুর গিয়েছেন ভান্স। তাঁর সঙ্গে মরুরাজ্যে পা রেখেছেন স্ত্রী উষা এবং ৩ ছেলেমেয়ে। জয়পুরে অম্বর দুর্গের প্রবেশপথে তাঁদের স্বাগত জানাতে হাজির ছিলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা এবং উপমুখ্যমন্ত্রী দিয়া কুমারী।

সেখানে আমেরিকার সেকেন্ড ফ্যামেলিকে সম্মান জানায় ২টি সুসজ্জিত হাতি। সেগুলির পরনে ছিল সাড়ে তিনশো বছরের পুরোনো ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও অলংকার।

দুর্গে রাজস্থানি লোকশিল্পীদের নাচ, গান দেখে দৃশ্যত অভিভূত মনে হয়েছে ভান্সদের। দিওয়ান-ই-খাস (শিশমহল), দিওয়ান-ই-আম, বড়দারি এবং প্রাসাদের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন তাঁরা।

ভান্স পরিবারের আগমন উপলক্ষ্যে সোমবার দুপুর ১২টা থেকে অম্বর দুর্গপ্রাসাদ সাধারণ মানুষের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছিল। অম্বর থেকে বেরিয়ে একে একে জল মহল, হাওয়া মহল, বিখ্যাত গোলাপি দেওয়াল ঘেরা রাস্তা, জয়পুরের প্রাচীন প্রাচীর এবং রামবাগ প্রাসাদ ঘুরে দেখেন তাঁরা। রামবাগের প্রেসিডেন্সিয়াল সুইটে রাত্রিবাসের কথা ভান্সদের।

এদিন দুপুরে রাজস্থান ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট। সেখানে ভারত-মার্কিন বহুপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার পক্ষে সওয়াল করেন তিনি। ভান্স বলেন, ‘আমাদের গুরুদায়িত্ব হল পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত সমাজ গড়ে তোলা। আমেরিকা আপনাদের সঙ্গে নিয়ে এই পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে গড়ে তুলতে চাইছে। আমরা একটি উজ্জ্বল নতুন পৃথিবী গড়ে তুলতে চাই, যা মানুষকে পরিবার গঠনে সহায়তা করবে।

সার্বিক বিকাশ, বিনিয়োগ এবং বাণিজ্যকে সহজ করে তুলবে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জয়পুরে মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা, রাজ্যপাল এবং মন্ত্রীসভার একাধিক সদস্যের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি।

সোমবার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ৭, লোক কল্যাণ মার্গে মোদি-ভান্স বৈঠকের পর ভারত ও আমেরিকার প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে দু-পক্ষই।

জয়পুরে ভান্স ও তাঁর পরিবার।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বৈঠকে জ্বালানি, প্রতিরক্ষা ও কৌশলগত প্রযুক্তি সহ নানা ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করা নিয়ে কথা বলেছেন মোদি ও ভান্স। একই সঙ্গে তাঁরা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে মতবিনিময় করেছেন।

দিল্লিতে ভান্সকে নিয়ে সেন্ট্রাল কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ এম্পোরিয়ামে হাজির হয়েছিলেন উষা। সেখান থেকে ঘর সাজানোর বিভিন্ন জিনিসপত্র এবং দার্জিলিং চা কিনেছেন মার্কিন সেকেন্ড লেডি।

ট্রাম্পকে মামলায় বিঁধল হার্ভার্ড

বস্টন, ২২ এপ্রিল : ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি বুনো ওল হন, তাহলে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় বাঘা তেঁতুল। হার্ভার্ডের অনমনীয় মনোভাব রীতিমতো ফাঁপরে ফেলে দিয়েছে ট্রাম্প সরকারকে। এবার ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা ঠুকেছে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্প্রতি হার্ভার্ডকে ২২০ কোটি ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ১৭ হাজার কোটি টাকারও বেশি) অনুদান বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয় মার্কিন প্রশাসন। সরকারের সঙ্গে টক্কর জারি রেখে ওই সিদ্ধান্ত স্থগিত করতে চেয়ে আদালতে গিয়েছেন হার্ভার্ড কর্তৃপক্ষ। সমাজমাধ্যমে তাঁরা লিখেছেন, অনুদান বন্ধ করার সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে মামলা করা হয়েছে। কারণ, তাঁদের মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুদান বন্ধ করার সিদ্ধান্ত ইচ্ছাকৃত ও অযৌক্তিক। এটি ‘সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার’ ছাড়া কিছু নয়।

হার্ভার্ডের প্রেসিডেন্ট অ্যালান গার্বার বিবৃতি দিয়ে জানান, ‘অন্যায় দাবি মানতে না চাওয়ায় হার্ভার্ডের বিরুদ্ধে একাধিক বেআইনি পদক্ষেপ করে যাচ্ছে ট্রাম্প সরকার।’ হোয়াইট হাউস অবশ্য পালটা প্রতিক্রিয়ায় কড়া মন্তব্য করেছে। প্রেসসচিব হ্যারিসন ফিল্ডস বলেন, ‘হার্ভার্ডের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে করদাতাদের টাকায় আর আমলাতান্ত্রিক মোটা বেতনের উৎসব চলতে দেওয়া হবে না। অনুদান কোনও অধিকার নয়—এটা প্রাপ্যতা। হার্ভার্ড সেটা হারিয়েছে।’ অন্যদিকে হার্ভার্ডের সঙ্গেই একমত হয়েছেন অনেক প্রাক্তনী ও শিক্ষাবিদ। হার্ভার্ডের প্রাক্তন ছাত্রী অনুরিমা ভার্গব বলেন, ‘ট্রাম্প প্রশাসন আবারও বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনের ওপর আঘাত হানছে। হার্ভার্ড সাহসিকতার সঙ্গে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। এটা আমাদের গর্বিত করেছে।’

ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে আরও একটি মামলা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকদের সংগঠন আমেরিকার উচ্চশিক্ষা পরিষদ (আমেরিকান কাউন্সিল অফ এডুকেশন) হার্ভার্ডের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে। সভাপতি টেড মিশেল বলেন, ‘আশা করি, আদালত এবার স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেবে—বিজ্ঞান ও শিক্ষার স্বাধীনতা নিয়ে রাজনৈতিক খেলা চলবে না।’

কপ্টার ভেঙে মৃত পাইলট

আমরেলি, ২২ এপ্রিল : গুজরাটের আমরেলিতে প্রশিক্ষণরত হেলিকপ্টার ভেঙে মৃত্যু হল এক পাইলটের। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দুপুর ১২.৩০টা নাগাদ। পুলিশ জানিয়েছে, হেলিকপ্টারটি দিল্লির একটি বেসরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের। আমরেলি বিমানবন্দর থেকে সেটি উড়েছিল। পাইলট একাই ছিলেন।

‘সবার ওপরে সংসদ’

ফের ধনকরের নিশানায় বিচার বিভাগ ■ ভারসাম্যের বার্তা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : বিচারবিভাগের অতিসক্রিয়তার বিরুদ্ধে ফের সুর চড়ালেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর। তাঁর সাফ কথা, সংসদই সর্বোচ্চ। সংসদের ওপর আর কেউ নেই। সংবিধান কেমন হবে, সেটা ঠিক করবেন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাই। তাঁদের ওপর আর কেউ নেই। মঙ্গলবার দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠানে বিচারবিভাগের বিরুদ্ধে রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের এহেন আক্রমণে স্বাভাবিকভাবেই বিচারবিভাগ বনাম শাসনবিভাগের টানাপোড়েন আরও তীব্র হয়েছে।

তিনি এদিন জরুরি অবস্থার সময় আদালতের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ধনকর বলেন, ‘দুটি পৃথক মামলায় সংবিধানের প্রস্তাবনা নিয়ে দু’রকম রায় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। গোলকনাথ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, প্রস্তাবনা সংবিধানের অংশ নয়। অপরদিকে ১৯৭৩ সালে কেশবানন্দ ভারতী মামলায় সর্বোচ্চ আদালত বলেছিল, সংবিধানের অঙ্গ হল প্রস্তাবনা। সংবিধান নিয়ে মনের মধ্যে কোনও দ্বিধা রাখা উচিত নয়।’ রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের কথায় এদিন জরুরি অবস্থার প্রসঙ্গও উঠে আসে। তিনি বলেন, ‘১৯৭৭ সালে জরুরি অবস্থা জারি করা একজন প্রধানমন্ত্রীকে পর্যন্ত জবাবদিহি করতে হয়েছিল। সংসদই যে সবার ওপরে, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। তার ওপরে আর কোনও প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে না। কারণ, সংসদে যাঁরা নির্বাচিত হয়ে আসেন, তাঁরা সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন।’ ধনকরের জানিয়েছেন, সংসদে পাশ হওয়া আইনের ওপর হস্তক্ষেপের অধিকার কারও নেই।

সুপ্রিম কোর্টকে নিশানা অব্যাহত থাকায় কেন্দ্র এদিন বিচারবিভাগের সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখার বার্তা দিয়েছে। একটি সূত্র জানিয়েছে, বিচারবিভাগের প্রতি সম্মান সর্বোচ্চ হওয়া উচিত। গণতন্ত্রের প্রতিটি স্তম্ভের উচিত, বিকশিত ভারতের স্বার্থে একজোট হয়ে কাজ করা। বিচারবিভাগ এবং আইনবিভাগ একই মুদ্রার অভিন্ন দিক বলেও দাবি করেছে ওই সূত্রটি।

এবারও ধনকরের সমালোচনা করে বিশিষ্ট আইনজীবী তথা নির্দল সাংসদ কপিল সিবাল বলেন, ‘না সংসদ না শাসনবিভাগ, সবার ওপরে হল সংবিধান। সুপ্রিম কোর্ট শুধু সংবিধানের ব্যাখ্যা করে। এতদিন সেভাবেই আইন বুঝত দেশ।’

সোমবার পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি সংক্রান্ত মামলার শুনানিতেই স্পষ্ট হয়ে যায়। বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের বেঞ্চ ওই মামলা খারিজ করে সাফ জানিয়ে দেয়, সুপ্রিম কোর্টের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে প্রশাসনিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অভিযোগ উঠেছে।

অপরদিকে কর্ণাটক সরকারের একটি মামলায় বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেছেন, ‘প্রতিদিনই প্রতিষ্ঠানকে নিশানা করা হচ্ছে। কাজেই আমি প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে চিন্তিত নই।’

সম্প্রতি ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে একগুচ্ছ মামলার শুনানিতে কয়েকটি বিষয়ের ওপর ৫ মে পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত স্থগিতাদেশ জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট। তা নিয়ে শাসকদলের সাংসদদের রোষানলে পড়তে হয়েছে সর্বোচ্চ আদালতকে। বিচারবিভাগের ওপর সংসদের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল বলেন, কোন আইন কেমন হবে, তাতে কী কী সংশোধন আনা হবে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ অধিকার সংসদের রয়েছে। এদিন ধনকর বলেন, ‘গণতন্ত্রকে কখনও বাধা দেওয়া যায় না। আমাদের নীরবতা খুব বিপজ্জনক হতে পারে। সাংবিধানিক অধিকার রক্ষাকারীদের সংবিধান মেনে এবং সংবিধানের দেখানো পথেই চলতে হয়। আমরা আমাদের ভারতীয়ত্ব নিয়ে গর্ব বোধ করি। কীভাবে আমাদের গণতন্ত্রকে নষ্ট করার চেষ্টা সহ্য করতে পারি। কোথাও সরকারি সম্পত্তি পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তো কোথাও সরকারি নির্দেশকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। এসব শক্তিকে নিকেশ করে ফেলতে হবে। প্রথমে সদ্ভাব বজায় রেখে আলোচনার মাধ্যমে। তাতে কাজ না হলে প্রয়োজনে তেতো দাওয়াই দিতে হবে।’

> “সংসদই যে সবার ওপরে, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। সংসদে যাঁরা নির্বাচিত হয়ে আসেন, তাঁরা সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন।
>
> **জগদীপ ধনকর**

> “না সংসদ না শাসন বিভাগ, সবার ওপরে হল সংবিধান। সুপ্রিম কোর্ট শুধু সংবিধানের ব্যাখ্যা করে। এতদিন সেভাবেই আইন বুঝত দেশ।
>
> **কপিল সিবাল**

যুদ্ধবিমান উড়িয়ে মোদিকে সম্মান

রিয়াধ, ২২ এপ্রিল : দু’দিনের সফরে মঙ্গলবার সৌদি আরব পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন তিনি। দেখা করবেন সৌদি শাসক রাজা সালমানের সঙ্গেও। সেই সফরের শুরুতেই ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ সম্মান দিল সৌদি আরব। সেদেশের আকাশসীমায় প্রবেশের পরেই প্রধানমন্ত্রীর বিমানের দু-পাশে উড়তে দেখা যায় সৌদি বায়ুসেনার বেশ কয়েকটি এফ-১৬ ফাইটার জেটকে। সেই বিমান বহর পথ দেখিয়ে জেড্ডা বিমানবন্দর পর্যন্ত নিয়ে যায় মোদির বিমানকে। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে হাজির ছিলেন সৌদি সরকারের একাধিক মন্ত্রী। এছাড়া ভারত ও সৌদি আরবের বহু মানুষও বিমানবন্দরের বাইরে ভিড় জমিয়েছিলেন।

এদিন এক টুইটে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ‘আঞ্চলিক শান্তি, নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধি হল আমাদের দুই দেশের লক্ষ্য। সৌদি আরবের সঙ্গে ঐতিহাসিক সম্পর্ককে ভারত সম্মান করে। গত কয়েক বছরে আমাদের সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছে।’ বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, চলতি সফরে সৌদি শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বাণিজ্য, জ্বালানি, বিনিয়োগ ও যোগাযোগ নিয়ে আলোচনা করবেন মোদি।

রিয়াধে নরেন্দ্র মোদি।

> ভারতে তৈল শোধনাগার তৈরিতে বড় অঙ্কের বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করতে পারে সৌদি আরব। পাশাপাশি সেখান থেকে তেল আমদানি বাড়ানোর বিষয়টিও খতিয়ে দেখছে ভারত।

ভারতে তৈল শোধনাগার তৈরিতে বড় অঙ্কের বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করতে পারে সৌদি আরব। পাশাপাশি সেখান থেকে তেল আমদানি বাড়ানোর বিষয়টিও খতিয়ে দেখছে ভারত। বৈদ্যুতিন গাড়ির ব্যবহার বাড়ায় চিনে জ্বালানি তেলের চাহিদা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলে চিনে তেল রপ্তানি কমছে সৌদি আরবের। ভারতে রপ্তানি বাড়িয়ে সেই ঘাটতি কমাতে আগ্রহী রিয়াধ।

শোভন-রত্না বিচ্ছেদ মামলা

সময় বাঁধল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় ‘বনাম’ তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক রত্না চট্টোপাধ্যায়। আইনত তাঁরা স্বামী-স্ত্রী। তাঁদের বিচ্ছেদ মামলা গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। রত্না চট্টোপাধ্যায়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার শীর্ষ আদালত অগাস্টের মধ্যে শোভন-রত্নার বিবাহবিচ্ছেদের মামলা শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি রত্নার পক্ষের ৭ জন সাক্ষীর প্রত্যেকের সাক্ষ্য নিম্ন আদালতকে গ্রহণ করার কথা জানিয়েছে বিচারপতি আসানউদ্দিন আমানুল্লা ও বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রের বেঞ্চ।

২০১৭-র ১৩ নভেম্বর আলিপুর আদালতে স্ত্রী রত্নার সঙ্গে বিচ্ছেদ চেয়ে মামলা করেছিলেন শোভন। প্রাক্তন মেয়রের পক্ষে ৩ জন সাক্ষী দিয়েছেন। সেই প্রক্রিয়া ২০১৩-এর ৮ ফেব্রুয়ারি শেষ হয়েছে। নিজের পক্ষে সাক্ষ্যদানের জন্য ১৮-২০ জনের নাম প্রস্তাব করেছিলেন রত্না। সেই আবেদন খারিজ করে দেয় নিম্ন আদালত। এরপর রত্নার তরফে ৭ জন সাক্ষীর নামের তালিকা পেশ করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ছিল রত্না-শোভনের ছেলে, রত্নার বাবা এবং ভাই। কিন্তু সেই আবেদনও খারিজ হয়ে যায়।

কেশরীর সাফল্যেও জঙ্গিহানায় মর্মাহত অক্ষয়

কেশরী চ্যাপ্টার ২। জালিয়ানওয়ালাবাগের খুন এবং তার পরবর্তী পর্যায়ের ইতিহাস। কেশরী ২ শতকোটির ক্লাবে যোগ দিল বলে। এমন সুসময়েও বিষণ্ণ নায়ক অক্ষয়কুমার। কাশ্মীরে জঙ্গি হানায় মর্মাহত তিনি। লিখেছেন শবরী চক্রবর্তী

আর মাধবন, অনন্যা পাণ্ডে এবং অন্যান্যরা। এই ধারায় আজও অক্ষয় অনন্য, প্রমাণ হালের স্কাই-ফোর্স। আবারও দেশের গৌরব তাঁর হাতে। এবার আর প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে চর্বিতচর্বণ যুদ্ধ নয়, প্রাক স্বাধীনতার যুগের অন্যতম ভয়ংকর ঘটনা জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের খোলনলচে উঠে আসছে পর্দায়। জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগে ইংরেজদের বিরুদ্ধে নারী-পুরুষ- শিশু নির্বিশেষে জড়ো হয়েছিলেন। তাদের 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দিয়ে ডায়ার নির্বিচারে গুলি করে খুন করেন। এই ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন আইনজীবী সি শঙ্করন নায়ার। আইনি লড়াইয়ে ইংরেজ সরকারকে নাস্তানাবুদ করে প্রমাণ করেছিলেন ডায়ারের কর্মকাণ্ড বেআইনি। কিন্তু সহজ পথে সেই জয় আসেনি। সেদিন আদালতে শঙ্করনের বিপরীতে ইংরাজ দাঁড় করায় আইনজীবী নেভাইল ম্যাকিনলেকে। শুরু হয় দুর্ধর্ষ রোমহর্ষক কোর্টরুম ড্রামা, উঠে আসে ভারতে ইংরেজদের 'অমানবিকতা'র এক অচেনা সত্য। ছবির পরিচালক করণ সিং ত্যাগী। তিনি এই পদে একেবারে নতুন। কিন্তু কোর্টরুম ড্রামার মতো দীর্ঘস্থায়ী ন্যারেটিভকে গল্পের মলাটে নিয়ে আসা কম কথা নয়। দেশের গৌরব তুলে ধরা বেশ ঝকমারি, কারণ সেখানে আবেগ এমন কামড়ে ধরে যে ছোট ছোট জায়গায় সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলো চোখে পড়ে না, পড়লেও এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা থাকে। ফলে ছবি একপেশে হয়ে যেতে পারে। করণ এই ফাঁকগুলো এড়াতে পেরেছেন। ছবির প্রথম প্রদর্শনী হয়ে গিয়েছে দিল্লিতে, উদ্যোগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি। আইনজীবী চারু প্রজ্ঞা ছবি দেখে জানিয়েছেন, তিনি চোখের পলক ফেলতে পারেননি। প্রায় একই অভিজ্ঞতা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তারও। তিনি জানিয়েছেন ছবির কিছুটা দেখেছেন, পরে পুরোটা দেখতে চান। ছবি দেখে তাঁর গায়ে কাঁটা দিয়েছে। তিনি বলেছেন, 'আমরা দেশের জন্য মরতে পারিনি, কিন্তু দেশের জন্য বাঁচার কাজটা তো শুরু করতে পারি।' অক্ষয় ব্যক্তিজীবনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসক, ফলে কেশরি ২-এ চারু বা রেখার প্রশংসার অর্থ বদলে যেতে পারে—মনে হতে পারে, অক্ষয়ের ছবি বলে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রশংসা করছে। তবে ছবিতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতের সংগ্রাম আছে, সেখানে দেশজনিত আবেগ, দেশের জয়টাই আসল, অন্তত আসল হওয়া উচিত। অক্ষয় বলেছেন, 'ইংল্যান্ডের এই ছবি দেখা উচিত।' সে দেশের পার্লামেন্টের এক সদস্য জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের জন্য ইংল্যান্ডের ভারতের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত বলে জানিয়েছেন। নেটমহল ছবির টিজার ও ট্রেলার দেখে অভিভূত। অনেকেই বলছেন প্রধান চরিত্রের অভিনেতাদের জাতীয় পুরস্কার পাওয়া উচিত।

অক্ষয়ের অভিনয় দেখে চারু বলেছেন এখনও পর্যন্ত তাঁর সেরা অভিনয়। পিছিয়ে নেই আর মাধবন। ধূর্ত, বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, নীতিহীন আইনজীবী ইংরেজদের হয়ে লড়াই করে 'ভয়ংকর' এক চরিত্র হয়ে উঠেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি চাই মানুষ এই চরিত্রে আমাকে দেখে ঘৃণা করুক—একমাত্র তখনই চরিত্রের প্রতি সুবিচার করা হবে।' চমক দিয়েছেন অনন্যা পাণ্ডে। পুতুলমার্কা চরিত্রে তাঁকে দেখে অভ্যস্ত দর্শক বিস্মিত, অনন্যাকে এই পরিশীলিত আইনজীবী

দিলরীত গিল-এর চরিত্রে দেখে। কীভাবে চরিত্রপযোগী হলেন, ব্যাখ্যা করেননি তিনি। অনভ্যস্ত চোখে তাঁকে দেখাটাও কেশরি ২-এর আরেক বিশেষত্ব।

রঘু পালট ও পুষ্পা পালটের লেখা 'দ্য কেস দ্যাট শুক দ্য এম্পায়ার' বই অবলম্বনে তৈরি কেশরি ২। কেশরী চ্যাপ্টার ২ ভারতীয় বক্স অফিসে প্রথম দুই দিন মোট ১৭ কোটি ৫০ লাখ টাকার ব্যবসা করেছে। এমনটাই একটি রিপোর্টে জানানো হয়েছে। ভারতের বাইরে দু-দিনে ১ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৯ কোটি টাকার মতো ব্যবসা করেছে। ফলে ভারত এবং দেশের বাইরে মোট ব্যবসার অঙ্ক মিলিয়ে দুই দিনে বক্স অফিসে কেশরী ৩০ কোটি টাকা আয় করেছে। এখনই বক্স অফিসে কেশরী চ্যাপ্টার ২ যেভাবে প্রভাব দেখাচ্ছে তাতে মনে করা হচ্ছে এই সপ্তাহের শেষেই ছবিটি ১০০ কোটির ক্লাবে প্রবেশ করবে।

এই সুসময়েও অক্ষয়ের মন ভারাক্রান্ত। মঙ্গলবার দুপুরে পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় অন্তত ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রের দাবি। হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন আরও অনেকে। নিন্দায় গর্জে উঠেছেন তিনি। এক্স হ্যান্ডলে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি। লিখেছেন, 'পহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের উপর জঙ্গি হামলার খবর শুনে আমি ভীত। এভাবে নিরীহ মানুষদের হত্যা করা নিছক জঘন্য কাজ। তাঁদের পরিবারের জন্য প্রার্থনা করি।' এই দেশভক্তিই অক্ষয়ের শক্তি। বাস্তবে ও পর্দায়, সেই 'দেশভক্তি' ই অক্ষয়ের গাণ্ডীব—আজও।

একনজরে সেরা

কৃতিও আছেন

ফারহান আখতার পরিচালিত ডন ৩-এ কৃতি শ্যাননকে দেখা যাবে। জানা গিয়েছে তিনি রোমা-র চরিত্রে থাকবেন। প্রথমে ডন-এর নায়িকা হওয়ার কথা ছিল কিয়ারা আডবানির। তিনি অন্তঃস্বত্ত্বা, তাই শর্বরী ওয়াগ এসেছেন তার জায়গায়। ডন হচ্ছেন রণবীর সিং। এবার এলেন কৃতিও। ফলে নজর কাড়ছে ডন ৩। মুক্তি পাবে ২০২৬ সালের খ্রিস্টমাসে।

ফোটোগ্রাফার আলি

আলি ফজল হচ্ছেন সেলেব্রিটি ফোটোগ্রাফার। দেশে ও বিদেশে সাফল্য পাওয়া এই অভিনেতা এই নতুন চরিত্রের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ছবির গল্প বি-টাউনকে কেন্দ্র করে লেখা। চিত্রনাট্য লেখার কাজ প্রায় শেষ। শোনা গিয়েছে, পাপারাৎজি সংস্কৃতির পিছনের দুনিয়াই উঠে আসবে এই ছবিতে। চলতি বছরেই শুটিং শুরু হতে পারে।

বচ্চনদের ভিলা

দুবাইয়ে জুমেইরাহ গল্ফ এস্টেটে ১৫ কোটি টাকার বাংলোর মালিক অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বর্য রাই। মেয়ে আরাধ্যার নামেই এটি কেনা। পেশা ও মেয়ের স্কুলের জন্য তাঁরা মুম্বাইয়ে থাকলেও ছুটি কাটাতে যান এই ভিলায়। অবশ্য মেয়ের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখেই ওঁরা এই বিনিয়োগ করেছেন। এখানে শাহরুখ খান, শিল্পা শেট্টিদেরও ভিলা আছে।

দ্বীপে বাড়ি

কাতারের দোহায় সেন্ট রেগিস মারসা আরবীয়া দ্বীপে বাড়ি কিনেছেন সইফ আলি খান। তাঁর কথায়, 'এমন জায়গায় বাড়ি চাইছিলাম যা ভারতের কাছে হবে, শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ হবে। আর একটা দ্বীপের মধ্যে দ্বীপ তৈরি করে থাকার চিন্তাটা দারুণ লেগেছিল। ওখানকার খাবারও ভালো। মুম্বাইয়ে আক্রমণের পর সইফ-করিনা বাড়ি বদলাতে চেয়েছিলেন।

অনুরাগের ক্ষমা

অনন্ত মহাদেবনের ছবি ফুলে সেন্সর বোর্ডের কোপে পড়লে অনুরাগ কাশ্যপ বলেছিলেন, 'ব্রাহ্মণদের ওপরে মূত্রত্যাগ করি'। তখন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হলে তিনি ক্ষমা চান। এরপর বিভিন্ন ব্রাহ্মণ সংঘ নিজেদের মধ্যে বৈঠক করে তাঁর 'কু-মন্তব্যের জন্য শাস্তিস্বরূপ' তাঁর মুখ 'কালিমালিপ্ত' করার নিদান দিলে পরিচালক আবার ক্ষমা চেয়েছেন।

সোনুর বিষোদ্গার

সমাজমাধ্যমে সেলেবদের নামে থাকা ভুয়ো অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন গায়ক সোনু নিগম। সোমবার নিজের সোশ্যাল মাধ্যমে দীর্ঘ পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, এখানে তাঁর প্রতিনিধিত্বের ভান করা হচ্ছে। গত ৮ বছর ধরে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় ছিলেন না। তিনি লিখেছেন, 'আমি দেখেছি, কেউ আমার নাম ব্যবহার করছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। দয়া করে মনে রাখবেন, আমার কোনও প্রতিনিধি কারওর সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। যদি কেউ তেমন করে তাহলে সাবধানে তার সঙ্গে কথা বলবেন। গত ৮ বছর ধরে আমি টুইটারে বা এক্স হ্যান্ডলে নেই। সেখানে এমন কিছু অ্যাকাউন্ট আছে যা আমার বলে অনুরাগীরা ভুল করতে পারেন। সেটা আসলে অন্য কেউ চালাচ্ছেন। যদি এই সব অ্যাকাউন্ট থেকে কোনও বার্তা পান তাহলে তা ব্লক করুন বা তার নামে রিপোর্ট করুন।' সংগীতশিল্পীকে তাঁর অনুরাগীরাই এই ভুয়ো অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে জানিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

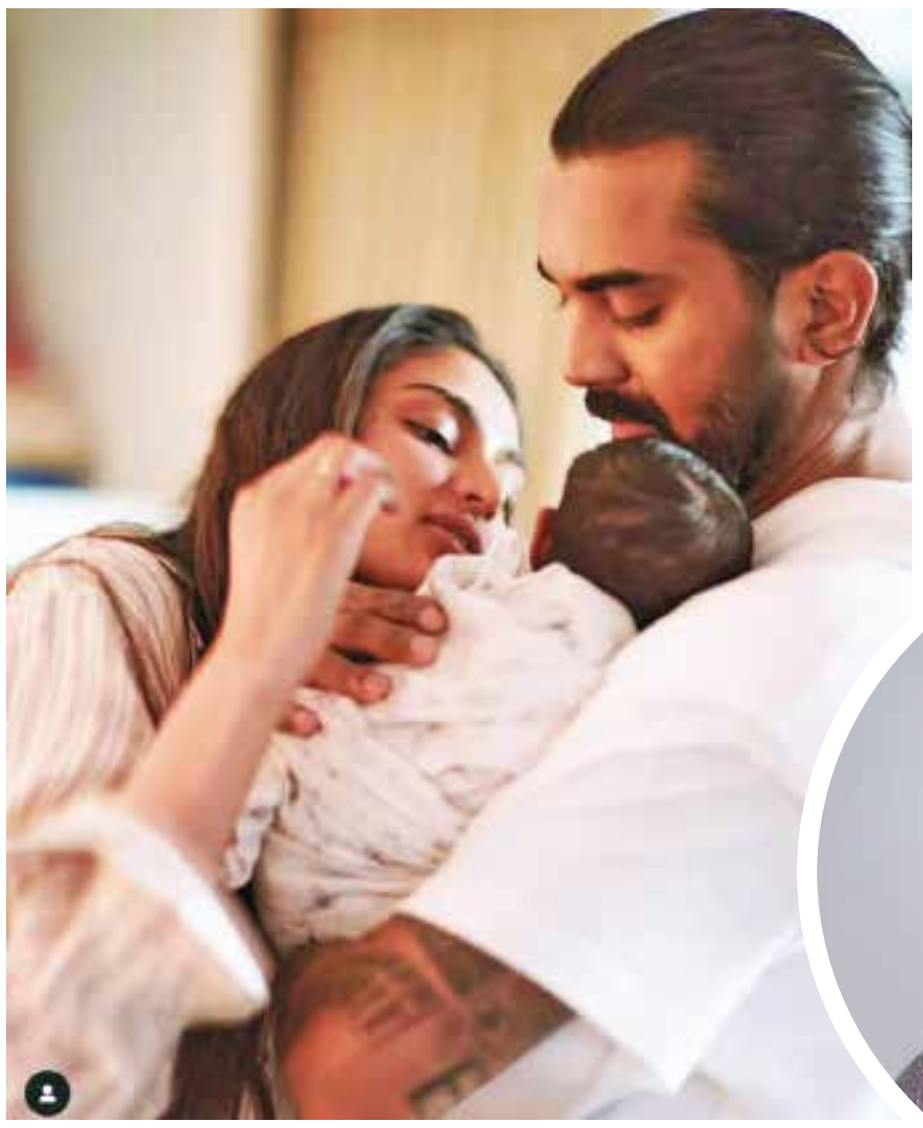

দাদু হয়ে স্বপ্ন পূরণ করবেন সুনীল

সম্প্রতি আথিয়া শেট্টি ও কে এল রাহুল কন্যাসন্তান ইভারাহর গর্বিত মা ও বাবা হয়েছেন। একইসঙ্গে গর্বিত দাদু হয়েছেন সুনীল শেট্টি। তিনি ও তাঁর স্ত্রী মোনা এখন মেঘের ওপর দিয়ে হাঁটছেন দাদু-দিদিমা হয়ে। সুনীল জানিয়েছেন, এটা অপরিসীম আনন্দের মুহূর্ত এবং এই অভিজ্ঞতা তাঁরা এ যাবৎ পাননি। সুনীল বলেছেন, 'আমি এখন নাতনির সঙ্গে সেই সব কাজ করব যা আথিয়া আর আমার ছেলে আহানের জন্য করতে পারিনি। তখন আমি সারাদিন শুটিং করতাম। ছেলেমেয়ের সঙ্গে দেখাও হত না ভালো করে। ইভারাহ আমার কাছে আথিয়া ২.০।' উল্লেখ্য, সুনীল এখন হেরা ফেরি ৩ নিয়ে ব্যস্ত।

বাঙালি হচ্ছেন সইফ

দেশের প্রথম নির্বাচন কমিশনার সুকুমার সেনের চরিত্রে দেখা যাবে সইফ আলি খানকে। পরিচালক রাহুল ঢোলাকিয়া। প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর সময়ে প্রথম নির্বাচনী যজ্ঞ পরিচালনা করেন সুকুমার সেন। তাই নিয়েই এই পিরিয়ড ফিল্ম তৈরি হচ্ছে নেটফ্লিক্সের জন্য। সইফ ছাড়া ছবিতে থাকবেন প্রতীক গান্ধি ও দীপক দোবরিয়াল। মুম্বাইয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে শুটিং হবে।

উল্লেখ্য, ১৯৫১ সালে প্রথম নির্বাচন হয়। ৪৫০০ আসনে ভোট হয়, ছিল ২০ লক্ষ ইস্পাতের ব্যালট বাক্স। নির্বাচকদের নাম টাইপ করে নির্বাচনকেন্দ্র অনুযায়ী সাজিয়ে ভোটার লিস্ট তৈরি করার জন্য ১৬৫০০ কর্মী ছ মাসের জন্য নিযুক্ত হন। এইসবই হয় শ্রী সেনের নেতৃত্বে। তিনি প্রথমে সিভিল সার্ভিসে ছিলেন। তাঁর প্রশাসনিক যোগ্যতার কথা জেনে নেহেরু নির্বাচন সামলানোর গুরুদায়িত্ব তাঁর ওপরই দেন। বর্ধমানের এই ভূমিপুত্র কীভাবে তা করেছিলেন, সে কথাই থাকবে এই ছবিতে।

ধীরে চলো পন্থায় বনশালি

আগামী ইদে বহু প্রতীক্ষিত 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার'-এর মুক্তি হচ্ছে না। পরিচালক সঞ্জয় লীলা বনশালির স্বপ্নের প্রোজেক্ট এটি। এতে দেখা যাবে হিন্দি ছবির অন্যতম প্রতিভাধর অভিনেতা রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট ও ভিকি কৌশলকে। ঠিক ছিল ২০২৬ সালের ইদে ছবি মুক্তি পাবে সেই মতো শুটিং ও সঠিক সময়েই শুরু হয়। কিন্তু এখন বনশালি ধীরে চলো নীতি নিয়েছেন। সূত্রের খবর, ইদে মুক্তি পাবে কন্নড় অভিনেতা যশ-এর টক্সিক। এই সংঘাত এড়াতেই বনশালির এই নতুন পন্থা নেওয়া। আগের পরিকল্পনা অনুযায়ী, শুটিং শেষ হত চলতি বছর নভেম্বরে। এখন নতুন শিডিয়্যুল অনুযায়ী তা শেষ হবে আগামী বছর ফেব্রুয়ারিতে। সেক্ষেত্রে ছবির মুক্তি হবে আগামী বছরের মাঝামাঝি। আর একটি কারণও আছে শুটিংয়ে দেরি করার। টাকার সমস্যা হচ্ছে বনশালির। এই পিরিয়ড ফিল্ম তাঁর নিজের টাকায় তৈরি হচ্ছে এবং ঠিকভাবে ছবি তৈরির জন্য তিনি বাজেট নিয়ে আবার ভাবনাচিন্তা করছেন। টাকার ব্যবস্থা করে আবার শুটিং করবেন। তাই ২ মাসের জন্য শুটিং স্থগিত রেখেছেন বনশালি। লাভ অ্যান্ড ওয়ার-এর মুক্তির তারিখ দ্রুত জানা যাবে।

আর এক স্টারকিড

যশ রাজ ফিল্মস তাদের 'সাইয়ারা' ছবিতে আর এক ফিল্ম পরিবারের সদস্যকে লঞ্চ করছে। তাঁর নাম আহান পাণ্ডে, ইনি অনন্যা পাণ্ডের তুতো ভাই, অর্থাৎ চাংকি পাণ্ডের ভাই চিক্কি পাণ্ডের ছেলে। আহান দীর্ঘদিন যশ রাজদের, বলা ভালো আদিত্য চোপড়ার অধীনেই প্রশিক্ষণ নিয়েছেন অভিনয়ের। তারপরই তিনি আসছেন পর্দায়, ক্যামেরার সামনে। পরিচালক মোহিত সুরী। ইনি আশিকি ২, এক ভিলেন, আওয়ারাপন ইত্যাদি ছবি করে বিখ্যাত। যশ রাজ তাদের এক্স হ্যান্ডলে মোহিত-যশ রাজের এই মিলিত উদ্যোগের কথা জানিয়েছে।

ঘরে ঢুকে 'নিখুঁত' চুরি, টের পেল না পরিবার

আলিপুরদুয়ার, ২২ এপ্রিল : চোর, তা বলে কি ভদ্রতা থাকবে না! তাই তো বাড়ির ভিতরে চুরি করতে ঢোকার আগে যত্ন করে নিজের জুতো খুলে ঢুকল চোর। সিসিটিভি ফুটেজে সেই দৃশ্য ধরা পড়ল। ভদ্রতার সঙ্গেই তার চুরিবিদ্যাও যে একেবারে নিখুঁত, তা মানতেই হয়। সোমবার ভোর ৫টা নাগাদ শহর সংলগ্ন জংশন লিচুতলা এলাকায় অবস্থিত জমঠেক ক্লাব এলাকার একটি বাড়িতে চুরির ঘটনাটি ঘটেছে। খবরটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য ছড়ায়। চোর ঘরে ঢুকে আধ ঘণ্টার মধ্যে চুরির সামগ্রী নিয়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। বাড়ি থেকে প্রায় ৪০ হাজার টাকার সামগ্রী খোয়া গিয়েছে। তবে সেই ঘরেই বাড়ির দুই ভাইবোন চিরদীপ পাল ও অঙ্কিতা পাল ঘুমিয়ে থাকলেও তারা কিছুই টের পাননি। তাঁদের দাবি, চোর তাঁদের ঘুম পাড়িয়ে রাখতে স্প্রে জাতীয় কিছু ব্যবহার করেছিল। এবিষয়ে সোমবার বিকেলে আলিপুরদুয়ার জংশন পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ওসি জগদীশ রায় জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

ওই বাড়ি থেকে সোনার আংটি থেকে শুরু করে অনেক দামি জিনিস চুরি গিয়েছে। একটি ঘরের বিছানাতে একজনের পায়ের ছাপ দেখে ওই পরিবারের সন্দেহ যে বিছানার উপরে থাকা ভেন্টিলেটর দিয়েই চোর প্রবেশ করেছিল। বাড়ির বাইরের দিকে একটি মন্দির আছে। সেই মন্দিরের একটি কোণে বাইরে থেকে প্রবেশের জন্য কিছুটা ফাঁক ছিল। সামনের বাড়ির সিসিটিভিতে দেখা গিয়েছে, ওই ফাঁক দিয়েই চুরির পরে চোরের বাড়ি থেকে বের হয়। দেওয়াল টপকে ধীরে ধীরে চোর বাড়ির সিঁড়িতে রেখে যাওয়া জুতো পড়ে। তারপরে একেবারে স্বাভাবিকভাবে নিজের চুল ঠিক করতে করতে বেরিয়ে যায়। বাড়ির এক ছেলে চিরদীপ বলেন, 'আমাদের বাড়িতে তিনটি ঘর। একটি ঘরে দাদা-বৌদি আর বাকি দুটিতে আমরা দুই ভাইবোন ও মা থাকি। রবিবার রাতে একটি ঘরেই আমরা দুজন ছিলাম। সেই ঘর থেকেই সোনার আংটি সহ বাবার স্মৃতিবিজড়িত অনেক কিছু চুরি গিয়েছে। সকাল সাড়ে ৫টা নাগাদ হঠাৎ আমাদের ঘুম ভাঙতেই দেখি ঘরে সব জিনিস ছড়ানো, ড্রেসিং টেবিলও খোলা। আমাদের দুজনের দুটি মোবাইল ও কিছু নথিপত্রও নেই।'

পরে সিসিটিভি ফুটেজে একজনকে তাদের বাড়ি থেকে ভোরবেলা পিঠে একটি ব্যাগ নিয়ে যেতে দেখা যায়। অপরদিকে, তাঁদের ঘরে ঢুকে চুরি হওয়ার বিষয়টিতে চিরদীপের বোন অঙ্কিতা অবাক। তিনি বলেন, 'আমার নাচের জন্য কেনা কিছু অলংকারও ভেঙে দিয়ে গিয়েছে। চোর নিশ্চই আমাদের উপর কোনও স্প্রে প্রয়োগ করেছিল। নয়তো কিছু অন্তত টের পেতাম।' তবে চুরি ছাড়াও অন্য কোনও বড় বিপদ ঘটতে পারত ভেবেই পরিবারের সকলে এখনও আতঙ্কিত।

এখন অস্তিত্ব নেই একটারও, আক্ষেপ প্রবীণদের

অগ্নিনির্বাপণে বড় ভূমিকা ছিল ইঁদারার

> শীতের দুপুরে আমরা কুয়োর পাড়ে বসে খবরের কাগজ পড়তাম। পড়ার ধরন অন্য ছিল। একজন পাঠ করতেন, আর বাকিরা শুনতেন। সেই স্মৃতি আজও উজ্জ্বল। কালের নিয়মে কুয়োগুলি যেমন বন্ধ হয়ে গেল, তেমনি আমাদের আড্ডা আর নেই।
>
> *–রামসেবক গুপ্তা, প্রবীণ বাসিন্দা*

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২২ এপ্রিল : ষাটের দশকে ফালাকাটা বন্দরে বেশ কিছু জায়গায় পুরোনো ইঁদারার অস্তিত্ব ছিল। ইতিহাস বলে এই ইঁদারা বা কুয়োগুলি নাগরিকদের কাছে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাটের ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিক এমনকি পুলিশকর্মীদের পানীয় জল এবং স্নানের জোগান দিত ইঁদারা। শুধু তাই নয়! শহরের অগ্নিনির্বাপণের কাজেও ব্যবহার করা হত এই ইঁদারার জল। বেশ কয়েকবার বড় অগ্নিকাণ্ড থেকে ফালাকাটা শহরকে বাঁচিয়েছে এই ইঁদারা। কালের নিয়মে অবশ্য শহরে আজ আর কোনও অস্তিত্বই নেই এই ইঁদারা বা বড় কুয়োগুলির। তাই স্বাভাবিকভাবেই মন খারাপ প্রবীণ বাসিন্দাদের।

শহরের প্রবীণ বাসিন্দাদের থেকে জানা গিয়েছে, ষাটের দশকে দক্ষিণ ফালাকাটায় এই ইঁদারা বা কুয়োগুলি তৈরি করা হয়েছিল। এর মধ্যে পুরোনো চৌপথি মোড়ে একটি কুয়ো, ফালাকাটা থানার ভেতর একটি কুয়ো, হাটখোলার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সামনের দিকে আরেকটি কুয়ো ছিল। পোস্ট অফিসের মাঠে শিশুসদনের জায়গাতেও ইঁদারা খনন করা হয়েছিল আগে। প্রবীণ নাগরিকরা জানিয়েছেন, ৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই এক এক করে কুয়োগুলি বন্ধ হতে থাকে। এর জন্য দায়ী মূলত স্থানীয় বাসিন্দারাই। কারণ তাঁরা বাড়ির সমস্ত আবর্জনা ফেলার জায়গা হিসেবে কুয়োগুলি ব্যবহার করতেন। এখন অবশ্য আর কোথাও তেমন কুয়োর অস্তিত্ব নেই। সব জায়গাতেই পাকা দোকান, বাড়ি করা হয়েছে। কুয়োর জায়গাগুলি সরকারি হলেও সেগুলিও দখল হয়ে গিয়েছে। এমনকি থানার কুয়োর জায়গাটি এখনও দেখা যায়। সেখানে অবশ্য জলের একটি ট্যাংক বসানো হয়েছে।

ফালাকাটা থানা সংলগ্ন এখানেই ছিল পুরোনো ইঁদারা।

শহরের প্রবীণ বাসিন্দা প্রাক্তন শিক্ষক রামসেবক গুপ্তা বলেন, 'শীতের দুপুরে আমরা কুয়োর পাড়ে বসে খবরের কাগজ পড়তাম। পড়ার ধরন অন্য ছিল। একজন পাঠ করতেন, আর বাকিরা শুনতেন। সেই স্মৃতি আজও উজ্জ্বল। কালের নিয়মে কুয়োগুলি যেমন বন্ধ হয়ে গেল, তেমনি আমাদের আড্ডা আর নেই।'

শহরের আরেক বাসিন্দা দীপক বসাকের কথায়, 'ফালাকাটা বন্দরের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ইঁদারাগুলি ছিল। পানীয় জল এবং স্নানের পাশাপাশি ইঁদারার জল অগ্নিনির্বাপণের কাজেও ব্যবহার হত। চৌপথি এলাকায় বেশ কয়েকবার বড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল। প্রতিবারই ইঁদারা থেকে জল দিয়ে আগুন নেভানো হত।'

ইঁদারা দেখতে ভিড়।

ফালাকাটায় সেভাবে এখন আর ইঁদারাগুলির অস্তিত্ব নেই। তবে প্রবীণ বাসিন্দাদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, প্রয়াত জমিদার বংশীধর দুবের বাড়িতে এখনও একটি ইঁদারার অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু সেটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল হয়ে রয়েছে। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এই ইঁদারাগুলি ফালাকাটা বন্দরের জলের তেষ্টা মেটানোর পাশাপাশি 'ল্যান্ডমার্ক' হিসেবেও ব্যবহার করা হত। স্বাভাবিকভাবেই সম্প্রতি পোস্ট অফিস মাঠে পাওয়া ইঁদারার ভগ্নাবশেষ নিয়েও বেশ আবেগপ্রবণ প্রবীণ নাগরিকরা।

পুলিশের গান্ধিগিরি

ফালাকাটায় টোটোচালকদের সতর্ক করলেন আইসি

ফালাকাটা, ২২ এপ্রিল : ফালাকাটার জাতীয় সড়ক এবং নেতাজি রোডে কোনও টোটো দাঁড়িয়ে যাত্রী ওঠাতে কিংবা নামাতে পারবে না। রবিবার বৈঠক করে টোটোচালকদের এমনটা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল ফালাকাটা থানার পুলিশ। কিন্তু অভিযোগ, বৈঠক হয়ে যাওয়ার একদিন পেরিয়েছে কিন্তু তারপরও টোটোচালকরা নিয়ম মানছেন না। এমন পরিস্থিতিতে এবার টোটোচালকদের কাছে রীতিমতো হাতজোড় করে নিয়ম মেনে চলতে অনুরোধ করলেন খোদ থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য। পুলিশের এমন গান্ধিগিরি দেখে টোটোচালকরাও রীতিমতো হতভম্ব হয়ে পড়েন। যদিও শহরের নাগরিকরা পুলিশের এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন।

ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'জাতীয় সড়কে টোটো চলা বেআইনি। নেতাজি রোডের যানজট নিয়ে বাসিন্দারাই বারবার অভিযোগ জানিয়ে আসছেন। আমরা তাই বৈঠক করে দুই জায়গায় যাতে টোটো না চলে তা জানিয়েছি। এরপর থেকে নির্দেশ অমান্য হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

মঙ্গলবার দুপুরের দিকে শহরে যানজটের অবস্থা খতিয়ে দেখতে বের হন আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য, ট্রাফিক ওসি সাদিকুর রহমান ও তাঁদের টিম। ওই সময়ই তাঁরা ফালাকাটা শহরের ওপর দিয়ে যাওয়া ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ঘুরে দেখেন। পরে নেতাজি রোডের অবস্থাও খতিয়ে দেখেন। নেতাজি রোডে দাঁড়িয়ে থাকা টোটোচালকদের সঙ্গে কথা বলেন আইসি।

টোটোচালকদের সঙ্গে কথা বলছেন আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার।

আইসির ভূমিকায় খুশি সকলে। টোটোচালক প্রহ্লাদ দাসের কথায়, 'আইসি স্যারের সঙ্গে কথা হয়। পুলিশের নির্দেশ পালন করব।' যানজট নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলেন স্থানীয়রাই। নেতাজি রোডের ব্যবসায়ী সঞ্জীব সাহা বলেন, 'নেতাজি রোডে যানজটের অন্যতম কারণ টোটোই। তাই টোটো নিয়ন্ত্রণে পুলিশ যদি কড়া ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করে তাহলে ভালো হবে।'

> জাতীয় সড়কে টোটো চলা বেআইনি। নেতাজি রোডের যানজট নিয়ে বাসিন্দারাই বারবার অভিযোগ জানিয়ে আসছেন। আমরা দুই জায়গায় যাতে টোটো না চলে তা জানিয়েছি। নির্দেশ অমান্য হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
>
> **অভিষেক ভট্টাচার্য**
> *আইসি, ফালাকাটা থানা*

আমরা পড়বই

বুধবার বই দিবস। তার আগে সাজানো হচ্ছে আলিপুরদুয়ারের একটি স্কুল। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

মঙ্গলবার বিকেল ৫টা অবধি

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)

এ পজিটিভ	০
বি পজিটিভ	৫
ও পজিটিভ	১৫
এবি পজিটিভ	১
এ নেগেটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
ও নেগেটিভ	১
এবি নেগেটিভ	০

ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল

এ পজিটিভ	০
বি পজিটিভ	০
ও পজিটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
ও নেগেটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০

বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল

এ পজিটিভ	০
বি পজিটিভ	০
ও পজিটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
ও নেগেটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০

বেহাল ডাকবাংলো রোড, ক্ষোভ

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২২ এপ্রিল : ফালাকাটা শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলোর মধ্যে অন্যতম ডাকবাংলো রোড। কিন্তু বর্তমানে এই রাস্তাই এখন ভেঙে কঙ্কালসার অবস্থা। কোথাও বড় বড় গর্ত হয়ে রয়েছে, কোথাও আবার পিচ উঠে পাথর বের হয়ে গিয়েছে। কয়েকদিন আগে অল্প বৃষ্টিতেই জল জমে যায়। রাস্তার এই অবস্থা নিয়ে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে নাগরিকদের মধ্যে।

ডাকবাংলো রোডের বাসিন্দা অনুময় পালের কথায়, 'মাত্র কয়েক বছর আগেই রাস্তাটি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এখন ভেঙে বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি নালার যাবতীয় আবর্জনা রাস্তার উপরেই থাকছে। বিষয়টি এলাকার কাউন্সিলারকে জানিয়ে কোনও লাভ হয়নি। আমরা চাই দ্রুত রাস্তাটি চলাচলের যোগ্য করে তোলা হোক।'

ফালাকাটা শহরের মাদারি রোডের জেলা পরিষদ বাংলোর পাশ দিয়েও গিয়েছে রাস্তাটি। এই রাস্তা দিয়েই সোজা ওঠা যায় সুভাষপল্লিতে। রাস্তাটি অবশ্য মাত্র ৭০০ মিটারের মতো লম্বা। রাস্তাটির একদিকে পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ড এবং অপরদিকে ৯ নম্বর ওয়ার্ড। এই রাস্তার উপরেই রয়েছে একটি বেসরকারি স্কুল। আবার এই রাস্তা দিয়েই শহরের স্কুল, কলেজে যাতায়াত করতে হয়। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে পড়ে থাকায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, মাত্র ৭০০ মিটার রাস্তার গোটাটাই ভেঙে গিয়েছে। জায়গায় জায়গায় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। এছাড়াও রাস্তার পিচ উঠে গিয়ে পাথর বেরিয়ে গিয়েছে। এই অবস্থার মধ্যেই আবার দু'পাশের নালা উপচে রাস্তার উপর জঞ্জাল এসে পড়ছে। এই আবর্জনা একেবারে এলাকায় থাকা একটি বেসরকারি স্কুলের সামনে জড়ো করা হচ্ছে। আবর্জনা মাড়িয়েই যাতায়াত

ফালাকাটা

করতে বাধ্য হচ্ছে স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা।

বেসরকারি স্কুলের অভিভাবক পারমিতা দত্ত'র কথায়, 'রোজ ডাকবাংলোর রাস্তা দিয়ে প্রচুর মানুষ যাতায়াত করেন। ছোটরাও রোজ স্কুলে আসা-যাওয়া করে। কিন্তু রাস্তার যা হাল তাতে মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে। পুরসভা দেখেও দেখে না।'

যদিও গোটা বিষয়টি নিয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, 'আমরা এবার বেশকিছু রাস্তার কাজের বাজেট করে পাঠিয়েছি। আশা করছি তাতে ডাকবাংলোর রাস্তাটিও বানানো হবে।'

রাস্তার গর্তে জমেছে বৃষ্টির জল। ফালাকাটায়।

বাড়তি নাইট ভ্যান

আলিপুরদুয়ার, ২২ এপ্রিল : কালবৈশাখীর মরশুমে বারবার বিদ্যুৎ বিভ্রাটে ভোগান্তি বাড়ছে শহরজুড়ে। আর সেই কারণেই এবার প্রস্তুতি নিচ্ছে আলিপুরদুয়ার বিদ্যুৎ দপ্তর। বিদ্যুৎ দপ্তরের ডিভিশনাল ম্যানেজার অংশুমান সরকার জানিয়েছেন, ঝড়-বৃষ্টির সময় জরুরি পরিষেবা চালু রাখতে বাড়ানো হচ্ছে নাইট ভ্যান ও লোকবল। গত ২১ তারিখ আলিপুরদুয়ার সাব-স্টেশনে যান্ত্রিক গোলযোগের জেরে বেশ কিছু এলাকায় দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন ছিল। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই আগাম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। অংশুমানবাবু বলেন, 'ঝড়ের সময় দ্রুত পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। যান্ত্রিক সমস্যার ক্ষেত্রে যাতে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া যায়, সেজন্যেই বাড়ানো হয়েছে টেকনিকাল টিম ও গাড়ি।'

প্রয়াত কাউন্সিলার

ফালাকাটা, ২২ এপ্রিল : ফালাকাটা পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুভাষ ঘোষ (৫৮) প্রয়াত হলেন মঙ্গলবার সকালে। পরিবার সূত্রে খবর, তিনি দীর্ঘদিন ধরে ফুসফুসের সমস্যায় ভুগছিলেন। এমনকি দু'-একদিন আগে বেঙ্গালুরুতে তাঁর অপারেশনও হয়। সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। কিন্তু অপারেশনের ধকল তিনি সহ্য করতে পারেননি। ফলে সেখানেই এদিন সকালে তাঁর মৃত্যু হয়।

এদিকে কাউন্সিলারের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই শহরে শোকের ছায়া নেমে আসে। তৃণমূলের ফালাকাটা টাউন ব্লক সভাপতি শুভব্রত দে বলেন, 'সুভাষ কাউন্সিলার হওয়ার আগে থেকেই এলাকার মানুষের সমস্যায় ঝাঁপিয়ে পড়তেন। তিনি দলের একজন দক্ষ নেতাও ছিলেন। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে আমাদের বড় ক্ষতি হয়ে গেল।' পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, বুধবার প্রয়াত কাউন্সিলারের মৃতদেহ ফালাকাটায় নিয়ে আসা হবে। পুরসভা কর্তৃপক্ষ সহ তৃণমূলের পক্ষ থেকেও তাঁকে শেষশ্রদ্ধা জানানো হবে।

গরমে তেষ্টা মেটাচ্ছে 'আধুনিক যন্ত্রের' আখের রস

- হাতে চাকা ঘুরিয়ে আখের রস বের করার দিন শেষ
- আধুনিক যুগে নতুন মেশিনে একটি বাটন টিপলেই একেবারে 'রেডি' আখের রস
- এক লিটার পেট্রোলে দিনভর চলে মেশিনটি
- মেশিনটি কিনে অনেকে আবার নতুন করে ব্যবসা শুরু করেছেন

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২২ এপ্রিল : শীতের চাদর বহু দূরে ঠেলে ধীরে ধীরে গরম পড়তে শুরু করেছে শহর আলিপুরদুয়ারে। আর গরম বাড়তেই তেষ্টা মেটাতে শহরবাসী ঝুঁকছেন চিরাচরিত কোল্ড ড্রিংকস, লস্যি, আইসক্রিমের দিকে। এছাড়াও ডাব, আখের রসের মতো পানীয় তো রয়েছেই। তবে বদল এসেছে আখ বিক্রেতাদের দিনযাপনে। এখন আর কেউ ঠেলা গাড়িতে হাত ঘুড়িয়ে আর আখের রস বের করেন না। মেশিনে আখ ঢুকিয়ে দিলেই একটি বাটন টিপতে হয়। ব্যাস, তাতেই বেরিয়ে আসে রস।

রাতারাতি এই আধুনিক 'মেকওভার'-এ নিজেদের মানিয়ে নিচ্ছেন আখ বিক্রেতারা। আধুনিক মেশিনের থেকে বের হওয়া আখের রসের স্বাদেই মেতেছেন অনেকে। স্বাদের বদল না হলেও আখ বিক্রেতাদের ব্যবসায় পরিবর্তন এসেছে এই আধুনিক মেশিন আসায়। মঙ্গলবার এনিয়ে কথা হচ্ছিল আলিপুরদুয়ার শহরের গোয়ালাপট্টি এলাকার বাসিন্দা সুরেন্দ্র শা'র সঙ্গে। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি আখের রস বিক্রি করছেন। শহরের কোর্ট মোড় এলাকায় তাঁর ঠ্যালা থেকে আখের রস খেয়েছেন অনেকেই। তবে বর্তমানে তাঁর সেই ঠ্যালা আর নেই। এখন অবশ্য ঝাঁ চকচকে রিকশায় আধুনিকভাবে আখের রস বের করার মেশিন নিয়ে কোর্ট মোড়ে তাঁকে দেখা যায়। সম্প্রতি সেই মেশিন কিনেছেন সুরেন্দ্র।

পুরোনো হাতে ঘোরানো মেশিনের সঙ্গে নতুন মেশিনের কী তফাত? প্রশ্নটা করার সময় মেশিনে আখ দিতে দিতেই ওই আখের রস বের হচ্ছিল। সেই ফাঁকেই বিক্রেতা বলছিলেন, 'এখন একটু পরিশ্রম কম হয় এই আর কী। বয়স হচ্ছে, তাই হাত দিয়ে মেশিন ঘুরিয়ে রস বের করতে কষ্ট হত। তার মধ্যে ধীরে ধীরে যা গরম পড়ছে, তাই এই মেশিন কিনলাম।' তাঁর কাছ থেকে জানা গেল, গুজরাটের আহমেদাবাদ থেকে এই মেশিন অর্ডার দিয়ে আনা হয়েছে। মেশিনের দাম দিতে হয়েছে ৫২ হাজার টাকা আর গাড়ি ভাড়া ২ হাজার টাকা।

শুধু সুরেন্দ্রই নন, শহরের নিউটাউনের আখের রস বিক্রেতা সুবোধ দাসও আধুনিক মেশিন ব্যবহার করছেন গত এক মাস ধরে। তাঁকে আবার কলকাতা থেকে মেশিন আনিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরই এক পরিচিত।

শহরের রাস্তায় এইরকম মেশিন দিয়ে আখের রস বিক্রি হচ্ছে।

ওই ব্যবসায়ীদের কাছে শোনা গেল, এই মেশিনগুলো একজন নেওয়ার পর থেকেই তাঁর দেখাদেখি সবাই কিনছেন। আলিপুরদুয়ার শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকায় প্রায় ২০ জন ব্যবসায়ী রয়েছেন যাঁরা আখের রস বিক্রি করেন। তাঁদের বেশিরভাগই এই মেশিনগুলো নিয়েছেন। আবার এই আধুনিক মেশিন বের হওয়ার সুবাদে নতুন করে অনেকেই ব্যবসা শুরু করছেন। কিছু টাকা খরচ করে মেশিন কিনলেই প্রতিদিন এক লিটার পেট্রোল দিয়ে দিনভর চলছে মেশিন। কম লগ্নিতে ভালো এই ব্যবসার মাধ্যমে অনেকে উপার্জনের রাস্তা খুঁজে নিয়েছেন। আলিপুরদুয়ার জংশনের এক ব্যবসায়ী প্রলয় রায়ের কথায়, 'অনেকদিন ধরে ভাবছিলাম একটা ব্যবসা শুরু করব। আখের রসের মেশিন দেখে মনে হল এটা করা যায়। তাই মেশিন কিনে ফেললাম।'

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আলিপুরদুয়ারে সংবাদদাতা চাই

এলাকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা চাই। শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আগ্রহ এবং প্রশাসনিক মহলে পরিচিতি থাকতে হবে। যে কোনও বিষয়ে নির্ভুল বাংলায় চটজলদি লেখার এবং বলার দক্ষতা থাকতে হবে। পূর্ব অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয় হলেও আবশ্যিক নয়।

আবেদনপত্র মেল করুন এই ঠিকানায়
ubs.torchbearer@gmail.com
আবেদনের শেষ তারিখ ২৭ এপ্রিল, ২০২৫

তিস্তা ব্যারেজ সেতু দিয়ে সমস্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ হতে চলেছে।

১৪০ দিন বন্ধ গজলডোবার তিস্তা সেতু

জলপাইগুড়ি, ২২ এপ্রিল : পুরোদস্তুর সংস্কারের জন্য আগামী ২৭ এপ্রিল থেকে ১৪০ দিনের জন্য গজলডোবার তিস্তা ব্যারেজের সেতু দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ করা হচ্ছে। রাস্তার পাশে থাকা ফুটপাথ দিয়ে অবশ্য হেঁটে চলাচল করা যাবে। ভরা বর্ষায় কাজের বিঘ্ন না ঘটলে আগামী সেপ্টেম্বরে মহালয়ার কয়েকদিন আগে আবার ওই সেতু দিয়ে যানবাহন চলাচল করতে পারে। মঙ্গলবার বাস, ট্রাক, স্কুলবাস সহ অন্যান্য যানবাহন সংগঠনের প্রতিনিধিদের ডেকে তিস্তা সেতু বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন ও পুলিশ। মঙ্গলবার জেলা শাসকের কনফারেন্স রুমে রোড সেফটি কমিটির বৈঠক হয়। সেখানেই পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত সব সংগঠনকে ডেকে সেতু বন্ধ রাখার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়।

বর্ষায় সেবক হয়ে ডুয়ার্সের সঙ্গে শিলিগুড়ির সড়ক যোগাযোগ মাঝে মাঝেই থমকে যায় পাহাড় থেকে নেমে আসা ধসের কারণে। সেই সময় বিকল্প পথ হিসেবে সমস্তরকম যানবাহন ওদলাবাড়ি-গজলডোবা হয়ে শিলিগুড়ি যাতায়াত করে। এবারের বর্ষায় সেবকে একই ধরনের পরিস্থিতি দেখা দিলে সেক্ষেত্রে ডুয়ার্স থেকে আরও ঘুরে দোমোহনি-ময়নাগুড়ি হয়ে জলপাইগুড়িকে বাইপাস করে শিলিগুড়ি যাতায়াত করতে হবে। যাতায়াতের সময় ও খরচ দুই-ই বাড়বে তাতে। গজলডোবা ট্রাক মালিকদের সংগঠনের সম্পাদক গোবিন্দ মণ্ডল বলেন, 'সাধারণ মানুষের পাশাপাশি আমাদেরও সমস্যা হবে বুঝতে পারছি। কিন্তু তিস্তা ব্যারেজ সেতুর জরুরি সংস্কারের কারণে আমরা প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছি।' এদিন প্রশাসনিক সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি রঞ্জন বিশ্বাস। সেতু সংস্কারের কাজে ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের তরফে যাতে কোনওরকম গড়িমসি না হয় সেই দাবিও তুলে ধরেন তিনি। সেতু সংস্কারের জন্য কয়েকমাসের জন্য এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতেই হচ্ছে বলে ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি দিব্যেন্দু দেব জানান।

তিস্তা ব্যারেজের একজন পদস্থ ইঞ্জিনিয়ার বলেন, কয়েক দশকের পুরোনো সেতুটি বহু বছর ধরে সংস্কার করা হয়নি। তাছাড়া ২০২৩-এ সিকিমের লেক বিপর্যয়ের পর সেতুতে তিস্তার জলের প্রবল স্রোতের ধাক্কা লেগেছিল। সেতুর পিচের প্রলেপের নীচে লোহার পুরু আস্তরণ রয়েছে। আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করে পুরো সেতুটির ওপরের পিচের পুরু আস্তরণ তুলে ফেলে ডেক সংস্কারের কাজ করা হবে।

জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, 'এদিন ওই রুটে চলা সমস্ত ধরনের পরিবহণের সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকে ১৪০ দিন সেতুর ওপর রাস্তা বন্ধ থাকার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই কাজে সকলকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।' পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত জানান, ব্রিজের ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে চলাচল করা যাবে। পুলিশ সর্বত্র ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করবে। সেতুর রাস্তা সংস্কারের জন্য যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কর্মবিরতি বহাল

বীরপাড়া, ২২ এপ্রিল : পারিশ্রমিকের বকেয়া টাকা আদায়ে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালের ২১ জন চতুর্থ শ্রেণির চুক্তিভিত্তিক কর্মী (হায়ারড জিডিএ) সোমবার থেকে কর্মবিরতি করছেন। মঙ্গলবারও কর্মবিরতি তোলেননি তাঁরা। এতে চাপ বেড়েছে অন্য কর্মীদের ওপর। জোড়াতাপ্পি দিয়ে কাজ চালানো হলেও বুধবার থেকে পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা যে রয়েছে, সেই ইঙ্গিত মঙ্গলবারই দিয়ে রেখেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

ওই কর্মীরা দৈনিক ১৫০ টাকার বিনিময়ে কাজ করেন। হাসপাতালে পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে ভরসা মূলত তাঁরাই। কারণ স্থায়ীপদে চতুর্থ শ্রেণির কর্মী রয়েছেন মাত্র ৫ জন। অথচ অস্থায়ী কর্মীদের প্রাপ্য টাকা বকেয়া ২৬ মাস ধরে। মঙ্গলবার অমল রায় নামে এক কর্মী বলেন, 'টাকা না পেলে কাজ করা সম্ভব নয়।' আরেক কর্মী বিজয়কুমার লাল বলেন, 'মাসের পর মাস টাকা মিলছে না। আমাদের সংসার চালানো মুশকিল হয়ে পড়েছে।' হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা আদিবাসী উন্নয়নমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক খোঁজখবর নিয়ে পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।

আনমনা।। মঙ্গলবার ফুলবাড়িতে শ্রীবাস মণ্ডলের তোলা ছবি।

বাজেট আঁকড়ে গয়না কেনা

প্রথম পাতার পর

ভাগ্য ভালো, পুরোনো কিছু গয়না ঘরে ছিল। সেটাই এবার মেয়ের বিয়েতে দিতে পারছি।'

কয়েকজন ক্রেতা হয়তো প্রথম প্রথম ডিজাইনের প্রতি আগ্রহী, তবে শেষপর্যন্ত জিতছে বাজেটই। বিয়ের কনে পায়েল সরকার বলেন, 'গয়না বলতে বুঝি লম্বা হার, চওড়া বালা কিংবা চূড়। সেসব এখন স্বপ্ন। ডিজাইন সুন্দর হলে ওজন কম হলেও চলবে। বাজেট ম্যানেজ করাটাই আসল।'

শুধু বরকনের বাড়ির লোকজন তো বটেই, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনরাও চিন্তায় পড়েছেন। কারণ অনেকেই মনে করেন, বিয়েতে সোনার কিছু একটা না দিলে মান থাকে না। সামনেই ভাগ্নির বিয়ে, উপহার হিসেবে সোনার গয়না দেবেন বলে ঠিক করেছিলেন শিবানী ভৌমিক। কিন্তু দোকানে গিয়ে দাম শুনেই কপালে চিন্তার ভাঁজ। বললেন, 'দাম শুনে সিদ্ধান্ত নিয়েছি গয়না নয়, গিনি দেব। ২২ ক্যারেটের হলমার্ক গিনি তুলনামূলকভাবে সস্তা। উপহার হিসেবেও দেখতে ভালো, আবার বাজেটের মধ্যেও চলে আসবে।'

একই অভিজ্ঞতা অর্ণব ঘোষের। বন্ধুর বোনের বিয়ে, উপহারে গয়না দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু দাম শুনে পরিকল্পনা পালটে ফেলেছেন। 'একটা সাধারণ লকেটও এখন ২৫-৩০ হাজার। তাই অন্য উপহার দেব বলে ঠিক করেছি।' বলছিলেন অর্ণব।

আর এই টানাপোড়েনে স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের দিনও ভালো যাচ্ছে না। স্বর্ণকার নিখিল বলছিলেন, 'আগে বিয়ের মরশুমে দোকান ভর্তি থাকত। এখনও ভিড় হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সবাই হিসেব করে খরচ করছেন।'

ভূস্বর্গ ভয়ংকর

প্রথম পাতার পর

যিনি সেনা আধিকারিকদের উদ্দেশে বলছিলেন, 'আমার স্বামী, পুত্রকে বাঁচান। ওদের খুঁজে পাচ্ছি না।' ওই মহিলা অবশ্য স্থানীয় বাসিন্দা না পর্যটক, তা বোঝা যায়নি। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, ওই মহিলা স্বামীর সঙ্গে ভেলপুরি খাচ্ছিলেন। সেই সময় কয়েকজন বন্দুকবাজ তাঁর স্বামীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়।

জম্মু-কাশ্মীরের পর্যটনস্থলগুলির মধ্যে বেশ জনপ্রিয় পহলগাম। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার কয়েকজন পর্যটক ট্রেকিং করছিলেন। অনেকে বসে ছিলেন খোলা জায়গায়। সেই সময় হামলা চলে। পর্যটকদের ভিড়ে মিশে ছিল জঙ্গিরা। মণীশ নামে একজন পর্যটক জানিয়েছেন, বেছে বেছে পর্যটকদের খুন করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'জঙ্গিরা স্থানীয়দের আক্রমণ করেনি। মুখ ও পোশাক দেখে বুঝে নিচ্ছিল কারা পর্যটক। অনেকের পরিচয়পত্রও পরীক্ষা করেছে।'

তাঁর কথায়, গুলি চলেছে প্রায় ৫ মিনিট ধরে। পরে স্থানীয়রাই আহতদের শুশ্রূষা করেন ও হাসপাতালে নিয়ে যান। স্থানীয়দের কথায়, অন্তত ৪০ জন পর্যটক আক্রান্ত হয়েছিলেন। জুলাইয়ে অমরনাথ যাত্রার জন্য ইতিমধ্যে নিরাপত্তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। তার আগে পহলগামে জঙ্গি হামলার উদ্বেগ বেড়েছে। ঘটনার পরে এলাকা ঘিরে বিশাল নিরাপত্তাবাহিনী চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে।

কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার ভাষায়, হামলাটি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অন্যতম ভয়াবহ। পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (পিডিপি)-র প্রধান মেহবুবা মুফতি বলেন, 'এ ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না।' বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'দোষীদের শাস্তি যেন অবশ্যই হয়।' কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এই হামলাকে 'মানবতার কলঙ্ক' বলে মন্তব্য করেন। নিন্দা করেন রাহুল গান্ধিও।

আমরা শেষ দেখে ছাড়ব

মৌমিতা পাল
(চাকরিহারা শিক্ষিকা)

আমাদের সঙ্গে সবাই রয়েছে। আরজি কর হাসপাতালের জুনিয়ার ডাক্তার থেকে শুরু করে এলাকার পেট্রোল পাম্প কর্তৃপক্ষ, শহরের অসংখ্য মানুষ, সকলে আমাদের পাশে রয়েছেন। কেউ আমাদের জন্য খাবার এনে দিচ্ছেন, কেউ জল দিয়ে যাচ্ছেন। কেউ আবার শৌচালয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। তাঁদের দেখেই আমাদের মনোবল বাড়ছে।

আমি তো আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা। আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে প্রায় পঞ্চাশজন আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে জয়দীপ সরকারের মতো আরও অনেকেই রয়েছেন। আমাদের সঙ্গে গোটা উত্তরবঙ্গ থেকে অনেক চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকা এসেছেন। কলকাতার তাপমাত্রা আলিপুরদুয়ারের থেকে অনেকটা বেশি। এই গরমের মধ্যেই দিনের বেলা রাস্তায় কাগজ ও প্লাস্টিক বিছিয়ে আমরা বসে রয়েছি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ গরমে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। অনেকের ডিহাইড্রেশন হয়ে যাচ্ছে।

এই আন্দোলনের জন্য রবিবার আলিপুরদুয়ার থেকে ট্রেনে রওনা দিয়েছি। যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী ঐক্য মঞ্চের তরফে সোমবার সকাল ১১টা নাগাদ কর্মসূচি ছিল। করুণাময়ী বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন আচার্য ভবনের সামনে আন্দোলনে শামিল হয়েছি। প্রথমে আমাদের খাবারের সমস্যা ছিল। আরজি কর হাসপাতালের জুনিয়ার ডাক্তাররা দুপুরে খিচুড়ি দিয়ে গিয়েছেন। আমাদের আন্দোলনে অনেক প্রবীণ শিক্ষকও অংশ নিয়েছেন। এদিন চাকরিহারাদের মধ্যে একজন গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন জুনিয়ার চিকিৎসকরা।

তীব্র গরমে আন্দোলন চালিয়ে যেতে সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। স্বস্তি পেতে মাঝে মাঝে আমরা ফ্লাইওভারের ছায়ায় গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছি। আচার্য ভবনের সবক'টি গেটের সামনে চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা রয়েছেন। এই গরমে আমরা দু'দিন ধরে স্নান করিনি।

মৌমিতা পাল

টানা এক ঘণ্টার জন্য দুই চোখের পাতা এক করিনি। আমরা একটু অসতর্ক হলেই পর্ষদ সভাপতি চলে যেতে পারেন। তাই সারা রাত জেগে পাহারা দিতে হয়েছে।

আন্দোলনের স্লোগান দিতে দিতে গলা বসে গিয়েছে। পানীয় জল অনেকেই দিয়েছেন। তবে সমস্যা হচ্ছে শৌচালয় নিয়ে। সোমবার রাতে সংলগ্ন এলাকার একটি সুলভ শৌচালয় আমরা ব্যবহার করেছি। তবে রাতে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন মহিলারা কাছাকাছি একটি পেট্রোল পাম্পের শৌচালয়ে যেতে পেরেছেন। প্রশাসনের কাছে বায়োটয়লেটের আবেদন করা হয়েছিল। তবে ওরা তা দেয়নি।

মঙ্গলবার আমার বাড়ি ফেরার কথা ছিল। ভেবেছিলাম তার মধ্যে একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে। তবে পর্ষদ বা সরকার আমাদের দাবি না মানায় আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ট্রেনের টিকিট বাতিল করেছি। যত কষ্টই হোক, আমাদের আন্দোলন জারি থাকবে।

অনুলিখন : প্রণব সূত্রধর

খুলছে ঢেকলাপাড়া

প্রথম পাতার পর

বিটিডব্লিউইউয়ের সাধারণ সম্পাদক রাজেশ বারলারা। তৃণমূলের সংগঠনটির কোর কমিটির সদস্য কল্লোল দেবের বক্তব্য, 'সাম্প্রতিক এসওপি অনুযায়ী বাগানটি খুলতে পদক্ষেপ করা হয়েছে। বাগানের লিজ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে রাজ্য সরকার বকেয়া মেটানো, স্বাস্থ্য সহ নানা ইস্যুতে পদক্ষেপ করবে।'

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের সহ সভাপতি উত্তম সাহা বলছেন, 'আগে যে কোনও মূল্যে বাগানটিকে রক্ষা করতে হবে। তাই মালিকপক্ষের বেশ কিছু শর্ত আমরা মেনে নিয়েছি।' একই সুরে বিটিডব্লিউইউয়ের সাধারণ সম্পাদক রাজেশ বারলার মন্তব্য, 'বাগানটি ধ্বংস হওয়ার মুখে। তাই বাগানটি বাঁচাতে মালিকপক্ষের শর্তগুলি মেনে নিয়েছি আমরা।'

২০০২ সালে বন্ধ হয় ঢেকলাপাড়া। মাঝে ২০০৫ সালে খুললেও ২০০৬ সালের ১১ মার্চ থেকে বন্ধ ছিল সেটি। তখন শ্রমিক ছিলেন ৬০৪ জন। ২০২৩ সালের ১৫ মার্চ ২৮৮ জন শ্রমিক নিয়ে খোলে বাগানটি। ওই বছরেরই ১১ সেপ্টেম্বর বাগান ছাড়ে তৎকালীন মালিকপক্ষ। সেবারও দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতেই খুলেছিল ঢেকলাপাড়া। শ্রম দপ্তর হস্তক্ষেপ করেনি।

২০২৩ সালে ২৮৮ জন শ্রমিক নিয়ে বাগান খুললেও বৃহস্পতিবার বাগান খুলবে ২৫০ জন শ্রমিক নিয়ে। প্রতি মাসে ২০ দিনের কর্মনিশ্চয়তা দেবে মালিকপক্ষ। তবে শ্রমিকদের প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা করে কাজ করতে হবে। ওই চা বাগানে ২টি ডিভিশন রয়েছে। মূল ডিভিশন এবং নেপানিয়া ডিভিশন। শর্ত মোতাবেক, যে কোনও শ্রমিককে যে কোনও ডিভিশনে কাজে নিয়োগ করতে পারবে বাগান কর্তৃপক্ষ। বাগান খোলার পর জমি প্রস্তুত করা, নালা খনন এবং চারা রোপণ করা হবে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক দ্বারা। বাগান খোলার পর লিজ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে বীরপাড়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনারকে রিভিউ মিটিংয়ের অনুরোধ করা হবে। তবে বাগান খোলার এক বছর পর সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে আরেকটি রিভিউ মিটিংয়ের অনুরোধ করা হবে।

একসময় বাগান বন্ধ থাকার জেরে ঢেকলাপাড়ায় একের পর এক শ্রমিকের মৃত্যুর খবরে রাজ্য তোলপাড় হয়। পরে বিস্মৃতির আড়ালে চলে যায় সেই বাগান। ওই বাগানের কারখানাটির ১০০ শতাংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। প্রচুর ছায়াগাছ লোপাট। যত্নআত্তির অভাবে মরে গিয়েছে হাজার হাজার চা গাছ।

ওরা তিনজন

প্রথম পাতার পর

দুপুরে আমাদের হোটেলের কাছেই একটা রেস্তোরাঁয় খাওয়াদাওয়া করছিলাম। হঠাৎ শুভমের ফোন। জানাল, বৈসরণে পর্যটকদের ওপর হামলা করেছে জঙ্গিরা। অনেকে মারা গিয়েছে। আমরা যেন এখনই হোটেলে ফিরি। আর এক মুহূর্ত দেরি না করে হোটেলের দিকে ছুটলাম সকলে।

তারপর থেকেই হোটেলে বন্দি। জানলা দিয়ে দেখলাম, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে গোটা এলাকাটার চেহারা কেমন বদলে গেল। আগে যেখানে কয়েকশো মানুষ দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সেই জায়গাটা শুনসান। শুধু ভারী বুটের শব্দ তুলে টহল দিচ্ছেন উর্দি পরা জওয়ানরা।

হোটেলে ফেরার পর এখানকার কর্মীরা আমাদের বাইরে বেরোতে বারণ করেছেন। কোনওকিছু লাগলে ওঁরাই এনে দিচ্ছেন। যথেষ্ট সহযোগিতা পাচ্ছি ওঁদের থেকে। কেন যে এখানে জঙ্গি হামলা হয়, বুঝতে পারি না। আগামীকালই শ্রীনগর থেকে বিমানে ঘরে ফেরার কথা। কিন্তু কী করে ফিরব, আপাতত সেই চিন্তায় রয়েছি সকলে।

গাজোলের আলাল এলাকায় ভুটভুটি করে নৌকা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ

উত্তরের কথা তুলে ধরবেন তিন শিল্পপতি

বাণিজ্য সম্পর্ক মজবুত করতে পেরুতে অর্থমন্ত্রী

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল : উত্তরের 'চাষ-কথা' এবার সুদূর পেরুতে। দক্ষিণ আমেরিকায় দেশটিতে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে এখানকার স্বর্ণশিল্পের হালহকিকত। দুই দেশের শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে ২৬-৩০ এপ্রিল পেরু সফর করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। আর তাঁর সঙ্গী হয়েই দক্ষিণ আমেরিকায় পা রাখতে চলেছেন উত্তরের তিন বাঙালি শিল্পপতি মান্না চৌধুরী, বিপ্লব ঘোষ ও বিশাল ঘোষ।

জানা গিয়েছে, সফরকালে ভারতের অর্থমন্ত্রী সেখানকার রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে বৈঠকের পাশাপাশি দুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক মজবুত করতে আলোচনায় বসবেন পেরুর শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। পরিদর্শন করবেন পেরুর রাজধানী লিমার কয়েকটি কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে।

ভারতে নির্দিষ্ট একটি সময়ে আলুর চাষ হলেও পেরুতে বছরের প্রতিটি ঋতুতেই তা হয়ে থাকে। অবশ্য তা গ্রিনহাউসের মাধ্যমে। সবচেয়ে বড় কথা, পেরু একমাত্র দেশ, যেখানে আলুর প্রতিটি প্রজাতি পাওয়া যায় এবং তা সংরক্ষিত থাকে। পটেটো চিপস তৈরির ক্ষেত্রেও পেরু টেক্কা দিয়েছে একাধিক দেশকে। ফলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হয়ে এখানে যেতে পারার সুযোগ মেলায় যারপরনাই খুশি উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট আলু ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি মান্না চৌধুরী।

তিনি বলছেন, 'মূলত চাষ পদ্ধতি এবং সংরক্ষণ প্রক্রিয়া শিখতে যাচ্ছি। কিন্তু সুযোগ যখন মিলছে, তখন আমাদের এখানকার আলু চাষের পদ্ধতিও তুলে ধরব।' উত্তরবঙ্গে পটেটো চিপস হাব গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের। মান্নার বক্তব্য, 'পেরুর শিক্ষা এখানকার হাব তৈরির ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর চেষ্টা করব।'

তবে কীভাবে এখানকার জুয়েলারিশিল্প পেরুর বাজার ধরতে পারে, সেই চেষ্টা থাকবে স্বর্ণশিল্পপতি বিপ্লব ও বিশালের। বিপ্লবের কথায়, 'স্বর্ণশিল্পের ক্ষেত্রে পেরু অনেক এগিয়ে। কিন্তু ডিজাইনিং জুয়েলারির ক্ষেত্রে ভারত অগ্রগণ্য। যে কারণে দক্ষিণ আমেরিকার দেশটিতে ভারতীয় ডিজাইনিং জুয়েলারির যথেষ্ট চাহিদা আছে। তাই কীভাবে সেখানকার বাজার আরও ভালোভাবে ধরা যায়, সেই চেষ্টা তো অবশ্যই থাকবে।' রপ্তানিতে নজর রয়েছে বিশালেরও। তিনি বলছেন, 'অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পেরু অনেক উন্নত। ফলে সেখানকার সঙ্গে যদি ব্যবসা-বাণিজ্য করা যায়, তবে আমরাও আর্থিক দিক থেকে কিছুটা উন্নত হব। বাণিজ্যের পরিধি যত বাড়বে, ততই কর্মসংস্থানের পরিসর বৃদ্ধি পাবে।'

এই সফরে সুযোগ মিলেছিল কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজের (সিআইআই) উত্তরবঙ্গ জোনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সঞ্জিত সাহার। কিন্তু ব্যক্তিগত কিছু সমস্যার জন্য পেরুর বিমানে ওঠা হচ্ছে না তাঁর।

তালিকা-জট কাটল না

প্রথম পাতার পর

বিক্ষোভ চলাকালীন সুচিত্রা মল্লিক নামে চাকরিহারা এক শিক্ষিকা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি-র একজন করে চাকরিহারা অসুস্থ বলেও খবর।

এই আন্দোলনের পিছনে উসকানি দেওয়া হচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রী এদিন অভিযোগ করেছেন। মেদিনীপুরে সরকারি অনুষ্ঠান থেকে মমতা বলেন, 'আমি কলকাতায় থাকলে হয়তো এক সেকেন্ডে সমস্যার সমাধান করে দিতাম। কাল সন্ধ্যা থেকে ১০ বার আমি ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। দু'একজন অনড় মনোভাব নিয়ে রেখেছেন। আর কে যোগ্য, কে অযোগ্য আপনার দেখার তো দরকার নেই। আপনার চাকরি করা ও মাইনে পাওয়া দরকার। আপনি সেটা নিয়ে ভাবুন। বাকিটা আমাদের ওপর ছেড়ে দিন। যাঁরা কষ্ট করে বসে আছেন, এই গরমে কেন বসে আছেন? আপনারা স্কুলে যান। সুপ্রিম কোর্ট আপনাদের চাকরি বন্ধ করে দিয়েছিল। আমরা তো রিভিউ পিটিশন করেছি। আমরা বলছি আপনারা মাইনে পাবেন। আমরা আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলছি। দরকারে আবার রিভিউ করব।' এই আন্দোলনের পিছনে প্ররোচনা রয়েছে বলেই মুখ্যমন্ত্রী মনে করছেন। তিনি বলেন, 'যাঁরা চাকরি খেয়েছেন, তাঁদের ওপর ভরসা করবেন না। যাঁরা চাকরি দিয়েছেন, যাঁরা আগামীতে চাকরি দেবেন, তাঁদের ওপর ভরসা করুন। আমরা আইনের পথেই উপায় বের করব। আমি তো চাইব না আমাদের রাজ্যে বেকার বাড়ুক। রাজনীতি করতে গেলে দানবিক নয়, মানবিক মুখের বেশি প্রয়োজন। এরা কারা, যারা চাকরি খেয়ে নেয়? একবারও এদের পরিবারের কথা মনে পড়ে না? মাইনে কিন্তু সরকার দেবে। যারা আপনাদের উসকাচ্ছে, তারা দেবে না।' যদিও আচার্য ভবনের সামনে থাকা চাকরিহারারা জানিয়েছেন, কেউ উসকাচ্ছে বলে তাঁদের মনে হচ্ছে না।

এদিন বিকাশ ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে ব্রাত্য বলেন, 'যোগ্য-অযোগ্য কোনও তালিকা এখনই প্রকাশ করা যাবে না। আইনি পরামর্শ মেনেই রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট এরকম কোনও নির্দেশ দেয়নি। আমরা তালিকা প্রকাশ করতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু সর্বোচ্চ স্তরে আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা বলেছেন, তালিকা প্রকাশ করলে আদালত অবমাননা হতে পারে। আমরা আইনি পথেই এগোচ্ছি। আমাদের সদিচ্ছা রয়েছে বলেই আমরা কাউকে টার্মিনেশন লেটার দিইনি। রাজ্য সরকার চাকরিহারাদের পাশে ছিল ও থাকবে।' তবে চাকরিহারাদের এই আন্দোলন নিয়ে রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'রাজ্য সরকারের কেউ কেউ টাকা খেয়ে দুর্নীতি করেছে। এর দায় মুখ্যমন্ত্রীর। আজই এসএসসি দপ্তরের সামনে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি উঠেছে। তাই আমরা বলছি, অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করুন।'

এদিন সকাল থেকেই বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে চাকরিহারাদের পাশে থাকার বার্তা দেওয়া হয়। জল ও বায়োটয়লেট সঙ্গে নিয়ে বিজেপি নেতা সজল ঘোষ কাকভোরে এসএসসি দপ্তরের সামনে পৌঁছে যান। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সকালে সেখানে শুকনো খাবার নিয়ে যান। প্রেসিডেন্সির ছাত্রছাত্রী ও ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্টের চিকিৎসকরা সেখানে যান। এরই মধ্যে এই আন্দোলনকে ঘিরে বামেদের কয়েকটি সংগঠনের বিরুদ্ধে আরজি কর আন্দোলনের ধাঁচে টাকা তোলার অভিযোগ উঠেছে। যদিও তারা সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

তথ্য সংগ্রহ

আলিপুরদুয়ার, ২২ এপ্রিল : ভোটার তালিকায় ভুল সংশোধনের কাজে উদ্যোগ নিল তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার বিবেকানন্দ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪২ নম্বর পার্টে এক বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সেখানে দেখা যায়, অন্তত ৩৫ জন ভোটারের নাম বা অন্যান্য তথ্য ভুলভাবে তালিকাভুক্ত হয়ে রয়েছে। আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল নিজে ব্লক স্তরের দলের কর্মীদের নিয়ে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি যান এবং 'দিদির দূত' অ্যাপের মাধ্যমে প্রত্যেকের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন।

চাকরি ফেরাতে

প্রথম পাতার পর

চাকরিহারাদের চাকরি ফেরাতে করা হল যজ্ঞ। থানা রোডে তৃণমূলের ওয়ার্ড অফিসের সামনে ওই পুজোর আয়োজন করা হয়। রীতিমতো প্যান্ডেল করে, প্রতিমা এনে পুজোর আয়োজন হয়। এরজন্য সকাল থেকে শতাধিক মহিলা উপোস করে পুজোর আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ঢাক-বাদ্যি সহকারে প্রতিমা এনে পুরোহিত দিয়ে শুরু হয় পুজো। পুজোর মন্ত্রোচ্চারণ শোনাতে বাঁধা হয়েছিল মাইক। এমনকি পুজোর জায়গায় বৈধ ও যোগ্য চাকরি প্রার্থীদের মঙ্গল কামনা করে লাগানো হয় ফ্লেক্স। তাতে আবার লেখা হয় 'সুবিচার হোক...'

চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশে দাঁড়াতে এমন পুজোর আয়োজন নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে শহরে। দুপুর থেকেই অসংখ্য মানুষ এই পুজো দেখতে ভিড় করেন। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি অনেক শিক্ষকও ওই পুজোতে শামিল হন। ফালাকাটার এক হাইস্কুলের শিক্ষক অর্ঘ্য কুণ্ডুর কথায়, 'আমাদের সহকর্মী শিক্ষক অনেকের চাকরি চলে গিয়েছে। এখন তাঁরা অথই জলে পড়ে গিয়েছেন। তাই কাউন্সিলার তাঁদের চাকরি ফেরানোর কামনায় পুজোর আয়োজন করেছিলেন। এটা খুব ভালো উদ্যোগ।' আরেক শিক্ষক পার্থ সাহা বলেন, 'বিরোধীদের জন্যই কয়েক হাজার ছেলেমেয়ে আজ চাকরিচ্যুত। আমরা সহানুভূতির জন্য তাঁদের পাশে আছি। তাই কাউন্সিলারের পুজোর মাধ্যমেই মায়ের কাছে তাঁদের চাকরি ফের ফিরে পাওয়ার কামনা করেছি।'

এদিকে কাউন্সিলারের এমন পুজোর আয়োজনকে অবশ্য কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধী শিক্ষক সংগঠনগুলি। এবিটিএ'র জেলা সম্পাদক জয়ন্ত সাহার কথায়, 'যোগ্য চাকরিচ্যুতদের নিয়ে রাজ্য সরকার দ্বিচারিতা করছে। তাই কাউন্সিলারের উচিত পুজো না করে মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীকে বলুন যোগ্য-অযোগ্যের তালিকা প্রকাশ করতে।' আর অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের জেলা সম্পাদক পিরাজ কিরণ বলেন, 'এসএসসিতে একটি প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি হয়েছে। যার আঁচ গোটা রাজ্যে পড়েছে। এর থেকে মুখ ঘোরাতেই কাউন্সিলার পুজোর নামে নাটক করছেন।'

কলেজে সংগ্রহশালা

আলিপুরদুয়ার, ২২ এপ্রিল : আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজে 'সেন্টার ফর দ্য ডুয়ার্স স্টাডিজ' নামে গবেষণা বিষয়ক সংগ্রহশালার উদ্বোধন করা হল মঙ্গলবার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সরিতকুমার চৌধুরী, আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ রায়, আলিপুরদুয়ার হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শান্তনু দত্ত, আলিপুরদুয়ার কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক জ্যোতিবিকাশ নাথ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশ নেন নিউ জার্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক উইলিয়াম ওয়াস্টারম্যান, পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ দেবকুমার মুখোপাধ্যায় সহ অন্যরা। ওরাওঁ ও কুরুখ ভাষার গবেষক পবন টোপ্পোকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। আলিপুরদুয়ার মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ অমিতাভ রায় বলেন, 'সেন্টার ফর দ্য ডুয়ার্স স্টাডিজ-এর যাত্রা শুরু হল এদিন। গবেষণার নতুন দিগন্ত খুলে গেল। আশা করছি এতে পড়ুয়ারা উপকৃত হবে।'

চোখ পরীক্ষা

শামুকতলা, ২২ এপ্রিল : আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের শামুকতলা সিধো কানহো কলেজের জাতীয় সেবা প্রকল্পের উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার লায়ন্স আই হসপিটালের সহযোগিতায় কলেজ প্রাঙ্গণে চোখ পরীক্ষা শিবির হয়। কলেজের অধ্যক্ষ আশুতোষ বিশ্বাস জানান, এই ধরনের সেবামূলক কর্মকাণ্ড লাগাতার চলবে। ক্যাম্প কোঅর্ডিনেটর গৌতম চক্রবর্তী জানান, ১২৫ জনের চোখ পরীক্ষা হয়।

উদ্ধার তরুণ

শামুকতলা, ২২ এপ্রিল : এক আদিবাসী তরুণকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন শামুকতলা এলাকার বাসিন্দারা। তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেন। পুলিশ পরে বাকি তথ্য জেনে তাঁকে পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে মঙ্গলবার। শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে বলেন, 'এলাকার কাজের খোঁজেই ওই তরুণ এসেছিলেন। কিন্তু অচেনা হওয়ায় এবং সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে বাসিন্দারা নিয়ে আসেন। তাঁকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।'

জিবিএস আতঙ্ক

আলিপুরদুয়ার, ২২ এপ্রিল : জিবিএস বা গুলেন বারে সিনড্রোমে আক্রান্তের আতঙ্ক ছড়াল আলিপুরদুয়ার জেলায়। আলিপুরদুয়ার শহরের এক বাসিন্দার ওই রোগ দেখা দিয়েছে। বর্তমানে তিনি আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের সিসিইউতে ভর্তি। জেলার স্বাস্থ্যকর্তারা অবশ্য বলেছেন, ওই রোগীর জিবিএসের কিছু লক্ষণ দেখা গেলেও এখনও সেটা পুরোপুরি নিশ্চিত হয়নি। সেজন্য জিবিএসের চিকিৎসাও শুরু হয়নি। আপাতত তিনি ভেন্টিলেশনে রয়েছেন।

গড়াপেটার অভিযোগ টিম দ্রাবিড়ের বিরুদ্ধে

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : ম্যাচ গড়াপেটা হতে পারে।

কিছুদিন আগে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলিকে লিখিতভাবে সাবধান করে দিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। হায়দরাবাদের এক ব্যবসায়ী নাকি আইপিএলে গড়াপেটা করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এবার হতে পারে নয়, সরাসরি ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগ!

'লখনউয়ের কাছে ইচ্ছে করে হেরেছে রাজস্থান'

দাবি, লখনউ সুপার জায়েন্টস-রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচ গড়াপেটা হয়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবে লখনউয়ের কাছে হেরেছে রাহুল দ্রাবিড়ের প্রশিক্ষণাধীন রাজস্থান। উত্তেজক দ্বৈরথে জেতা ম্যাচ ২ রানে হারে রাজস্থান। যশস্বী জয়সওয়াল দুরন্ত শুরু করার পরও জয় হাতছাড়া।

রাজস্থান ক্রিকেট সংস্থার অ্যাড হক কমিটির এক সদস্যের দাবি, ইচ্ছাকৃতভাবেই ম্যাচ ছেড়েছে রাহুল দ্রাবিড়ের দল। ম্যাচে গড়াপেটা হয়েছে। তদন্ত হওয়া উচিত। অতীতেও রাজস্থান রয়্যালস দলকে ঘিরে গড়াপেটার শিকড় ছড়িয়েছিল আইপিএলে। দলের একাধিক প্লেয়ার নির্বাসিত হয়।

> ৬ বলে ৯ রান করতে পারেনি রাজস্থান। এমন নয়, হাতে উইকেট ছিল না। দলের সেরা ব্যাটাররা তখন ক্রিজে ছিল। ওখান থেকে কোনও দল হারতে পারে! একটা বাচ্চাও বুঝতে পারবে ওই ম্যাচে গড়াপেটা হয়েছে।
>
> **জয়দীপ বিহানি**
> *রাজস্থান ক্রিকেট সংস্থার অ্যাড হক কমিটির সদস্য*

অতীত আশঙ্কা উসকে দিয়ে অ্যাড হক কমিটির আহ্বায়ক জয়দীপ বিহানি এই মারাত্মক অভিযোগ করেছেন। তাঁর দাবি, '৬ বলে ৯ রান করতে পারেনি রাজস্থান। এমন নয়, হাতে উইকেট ছিল না। দলের সেরা ব্যাটাররা তখন ক্রিজে ছিল। ওখান থেকে কোনও দল হারতে পারে! একটা বাচ্চাও বুঝতে পারবে ওই ম্যাচে গড়াপেটা হয়েছে।'

শেষ ওভারে ক্রিজে ছিলেন সিমরন হেটমেয়ার ও ধ্রুব জুরেল। দুজনেই স্পেশালিস্ট ব্যাটার। যদিও আবেশ খানের ওভারে একটা চারও মারতে পারেনি ব্যাটাররা। হেটমেয়ার আউট হয়ে যান। শেষপর্যন্ত ২ রানে হারে রাজস্থান। অভিযোগ, জেতার তাগিদই ছিল না গোলাপি ব্রিগেডের।

জয়দীপের মতে, এভাবে হারটা যন্ত্রণাদায়ক। সমর্থকরা হতাশ। দল সমর্থকদের কথা ভাবছে না। ইচ্ছে করেই ম্যাচ হারছে। দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচেও প্রায় একইভাবে জেতা ম্যাচ হেরেছিল রাজস্থান রয়্যালস। শেষ ওভারে ৯ রান দরকার পরিস্থিতিতে মিচেল স্টার্ক ৮ রান দেন। সুপার ওভারে ম্যাচ গড়ালে ভুল স্ট্র্যাটেজিতে ডুবেছিল রাজস্থান।

লখনউ ম্যাচেও যার পুনরাবৃত্তিতে প্রশ্নটা বড় আকার নিয়েছে। গড়াপেটা গন্ধ পাচ্ছেন কেউ কেউ। রাজ্যের বিজেপি বিধায়ক জয়দীপের প্রশ্ন, পরপর দুই ম্যাচে একই পরিণতি কীভাবে হয়? আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের উচিত, বিষয়টি ভালোভাবে খতিয়ে দেখা।

চলতি মেগা লিগে এখনও পর্যন্ত ৮টি ম্যাচ খেলে মাত্র ২টিতে জিতেছে রাজস্থান। চার পয়েন্ট নিয়ে দশ দলের লিগ তালিকায় আট নম্বরে। এখান থেকে সঞ্জু স্যামসনদের পক্ষে প্লে-অফের টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

লখনউয়ের বিরুদ্ধে শেষ ওভারে শিমরন হেটমেয়ারের আউটে পরিস্থিতি কঠিন হয়ে যায় রাজস্থানের জন্য।

উইজডেন সেরা বুমরাহ-স্মৃতি

লন্ডন, ২২ এপ্রিল : ক্রিকেটের বাইবেল হিসেবে পরিচিত উইজডেনের বর্ষসেরা ক্রিকেটারের সম্মান পেলেন জসপ্রীত বুমরাহ ও স্মৃতি মান্ধানা। গত মরশুমে ব্যক্তিগত সাফল্যের সুবাদে উইজডেন বর্ষসেরা ক্রিকেটার হিসেবে বেছে নিয়েছে ভারতীয় স্পিডস্টারকে। বুমরাহর পাশাপাশি মহিলা বিভাগে বর্ষসেরার সম্মান স্মৃতি মান্ধানাকে।

মঙ্গলবার উইজডেনের ক্রিকেটার্স অ্যালমানাকের ২০২৫ সালের সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পুরুষ ও মহিলা বিভাগে সেরার শিরোপা পান ভারতের দুই ক্রিকেট তারকা। ২০২৪ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারত ব্যর্থ হলেও গোটা সিরিজে বুমরাহর ব্যক্তিগত পারফরমেন্স প্রশংসা কুড়িয়ে নেয়।

প্রায় একার কাঁধে অজিদের পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন। ১৩.০৬ গড়ে সিরিজে ৩২ উইকেট নেন। সবমিলিয়ে গত মরশুমে ৭১টি টেস্ট উইকেট। বিশ্বের একমাত্র বোলার হিসেবে ২০-র কম গড়ে ২০০ টেস্ট উইকেট পান বুমরাহ। যার প্রতিফলন উইজডেনের বর্ষসেরা পুরস্কারে। অবদান রাখেন ভারতের টি২০ বিশ্বকাপ জয়েও।

অপরদিকে ভারতীয় মহিলা দলের সহ অধিনায়ক মান্ধানা মহিলা ক্রিকেটের তিন ফরম্যাট মিলিয়ে সর্বাধিক ১৬৫৯ রান করেন। এক ক্যালেন্ডার বর্ষে মহিলাদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যা নজির। ২০২৪ মরশুমে ওডিআই ক্রিকেটে চারটি শতরান করেন স্মৃতি।

চার বছরের জেল স্লেটারকে

বিসব্রেন, ২২ এপ্রিল : গার্হস্থ্য হিংসা সহ প্রায় একডজন অভিযোগ। আদালতে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার মাইকেল স্লেটারকে চার বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হল।

২০২৩ সালে কুইন্সল্যান্ডের এক মহিলা স্লেটারের বিরুদ্ধে হেনস্তার অভিযোগ দায়ের করেন। জানা যায়, ওই মহিলাকে নানাভাবে ভয় দেখাতেন প্রাক্তন অজি ক্রিকেটার। এমনকি বিনা অনুমতিতে ওই মহিলার বাড়িতে ঢুকে একবার গলাও টিপে ধরেছিলেন। এরপরও ওই মহিলা যাতে পুলিশের কাছে অভিযোগ না করেন সেজন্য আত্মহত্যার হুমকি দিতেন স্লেটার। এছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে আগে থেকেই গার্হস্থ্য হিংসার অভিযোগ ছিল। তারই ভিত্তিতে গত বছরের এপ্রিলেই গ্রেপ্তার হন ৫৫ বছরের স্লেটার।

মঙ্গলবার কুইন্সল্যান্ড মারুশাইডোর জেলা আদালত মাইকেল স্লেটারকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। বিচারপতি বলেছেন, 'অতিরিক্ত মদ্যপানই প্রাক্তন ক্রিকেটারের মূল সমস্যা। মদ্যপান ওঁর জীবনের সঙ্গে এমনভাবেই জড়িয়ে গিয়েছে যে পুনর্বাসনও সহজ হবে না।' শাস্তিস্বরূপ তাঁকে চার বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তবে গত এক বছর কারাবাসেই ছিলেন স্লেটার। তদন্তেও পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। যে কারণে আপাতত প্যারোলে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। দেশের জার্সিতে একশোরও বেশি ম্যাচ খেলেছেন স্লেটার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৪টি শতরান সহ প্রায় ছয় হাজার রান রয়েছে। অনেকেই মনে করেন মদ্যপান না করলে আরও দীর্ঘায়িত হতে পারত স্লেটারের কেরিয়ার।

রশিদ-সমালোচকদের তোপ সাইয়ের

বাড়তি আবেগ কাজ করছিল শুভমান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ এপ্রিল : ম্যাচ সবে শেষ।

পরস্পরের মধ্যে কুশল বিনিময়। শুভমান গিলকে দেখা গেল অভিষেক নায়ারের সঙ্গে কথা বলছেন। ভারতীয় দলের সদ্য প্রাক্তন সহকারী কোচ। বর্তমানে কলকাতা নাইট রাইডার্সের সাপোর্ট টিমের অন্যতম মুখ।

কেকেআর সিইও ভেঙ্কি মাইসোরকেও দেখা গেল শুভমানকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। হতাশা, আক্ষেপ সরিয়ে বিজয়ী, ম্যাচের নায়কের তথা প্রাক্তন নাইটের প্রতি সৌজন্যতা। কলকাতা পা রাখা থেকে নাইট বনাম গুজরাট টাইটান্স ম্যাচে অন্যতম চর্চার কেন্দ্রে ছিলেন শুভমান।

প্রাক্তন দল। একসময় নাইট অধিনায়ক হিসেবেও ধরা হচ্ছিল। যদিও শেষটা তিক্ততার কাহিনী। জবাবি ইনিংসের খুশি তাই একটু বেশিই। তবে দারুণ একটা জয় তুলে নিয়েও দলের পারফরমেন্সে পুরোদস্তুর খুশি হতে পারছেন না। লিগ টেবিলের শীর্ষে থাকা (১২ পয়েন্ট) দলের অধিনায়কের মতে, আরও ১০-১৫ রান বেশি করা উচিত ছিল!

উন্নতি প্রয়োজন জানিয়ে শুভমানের যুক্তি, 'আমরা (বি সাই সুদর্শন ও শুভমান) শুরুটা ভালো করেছি। কিন্তু ফিনিশিংও গুরুত্বপূর্ণ। ভালো দলগুলি জানে কীভাবে শেষ করতে হয়। জানি এই ফর্ম্যাটে নিখুঁত ক্রিকেট কার্যত অসম্ভব। তবে আরও একটু বেশি সময় টিকে থাকতে পারলে ১০ রান বেশি যোগ হত স্কোরবোর্ডে।'

৭ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে কলকাতা পা রাখেন শুভমান। ছন্দে থাকা নাইটদের বিরুদ্ধে জয় পাখির চোখ। টিম মিটিংয়ে হেডকোচ আশিস নেহেরা বলেও দেন, লিগ টেবিলের নিরিখে এই ম্যাচ জেতাটা গুরুত্বপূর্ণ। ১১৪ রানের জুটিতে সেই ভিত তৈরি করে দেন সুদর্শন-শুভমানই। গুজরাট অধিনায়কের কথায়, লক্ষ্য ছিল পার্টনারশিপ যথাসম্ভব লম্বা করা।

ব্যাট হাতে ৯০ রানের নিয়ন্ত্রিত ইনিংস। মাথা ঠান্ডা রেখে নাইট স্পিনারদের ভোঁতা করা। যদিও সেই শুভমানকে দেখা যায় ভেঙ্কটেশ আইয়ারের আউটের পর আগ্রাসী সেলিব্রেশন করতে। গিলের কথায়, আবেগ কাজ করছিল। নাইট রাইডার্স রান তাড়ায় ভালো দল। প্রথম থেকে ম্যাচের রাশ হাতে থাকলেও উত্তেজক দ্বৈরথের সম্ভাবনাও উঁকি মারছিল। কিন্তু বোলাররা সেই সম্ভাবনায় জল ঢেলে দেওয়ার পর বাড়তি উত্তেজনা।

পার্পল ও অরেঞ্জ ক্যাপের মালিক। গুজরাট টাইটান্সের প্রসিধ কৃষ্ণা ও বি সাই সুদর্শন।

> *ভালো দলগুলি জানে কীভাবে শেষ করতে হয়। জানি এই ফরম্যাটে নিখুঁত ক্রিকেট কার্যত অসম্ভব। তবে আরও একটু বেশি সময় টিকে থাকতে পারলে ১০ রান বেশি যোগ হত স্কোরবোর্ডে।*
> *- শুভমান গিল*

নাইট বধের সঙ্গে গুজরাটের প্রাপ্তি রশিদ খানের ছন্দে ফেরা। গত সাত ম্যাচে মাত্র ৪ উইকেট। সেভাবে দাগ কাটতে পারছিলেন না। গতকাল সেই রশিদ কার্যত অপ্রতিরোধ্য। সতীর্থের সাফল্যের দিনে রশিদের হয়ে সমালোচকদের একহাত নিলেন রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর।

ধারাভাষ্যকার নিক নাইটের এক প্রশ্নে সাই কিশোরের পালটা জবাব, রশিদ টি২০ ক্রিকেটে বিশ্বের সেরা বোলার। আফগান স্পিনারের দক্ষতা নিয়ে দলের মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহ, প্রশ্ন ছিল নেই। জানেন না, কমেন্ট্রি বক্সে রশিদের ফর্ম নিয়ে এত কাটাছেঁড়া হয় কেন। দলের বিশ্বাস ছিল শীঘ্রই ফর্মে ফিরবে, ভালো করবে। ইডেন গার্ডেন্সে সেটাই ঘটেছে।

নাইট কোচ পণ্ডিতের বিদায়ের ঘণ্টা বাজছে

কম্বিনেশন ও পরিকল্পনার অভাবেই ফ্লপ শো

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : ফিল সল্ট, মিচেল স্টার্ক, শ্রেয়স আইয়ারদের মতো ক্রিকেটারদের কেউ ছেড়ে দেয়!

সম্প্রতি এক ঘরোয়া ক্রিকেট আড্ডায় কলকাতা নাইট রাইডার্স নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এভাবেই প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলেন বিস্মিত সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

তখনও কেকেআর 'কেকেহার'-এ বদলে যায়নি। তখনও ফিনিশার আন্দ্রে রাসেলকে নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি। তখনও নাইটদের প্রথম একাদশের কম্বিনেশন থেকে শুরু করে অদ্ভুতুড়ে স্ট্র্যাটেজি নিয়ে চর্চা এত জোরদার হয়নি। তখনও কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের বিদায় ঘণ্টা বাজা শুরু হয়নি। তখনও দলের ব্যাটিংয়ের এমন বেহাল দশাও সামনে আসেনি।

অনেক আগেই নাইটদের সমস্যা, দুর্বলতা ধরে ফেলেছিলেন মহারাজ। কিন্তু সরকারিভাবে, প্রকাশ্যে বললেই হবে বিতর্ক। তাই মুখ বন্ধ রেখেছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। কিন্তু ভুলের পাহাড়ে বসে থাকা একটা দলের (সেই দলটা আবার শেষ মরশুমের চ্যাম্পিয়ন) ক্রিকেটীয় সমস্যা কতদিন আর চাপা থাকবে। থাকার কথাও নয়। তাই সময়ের সঙ্গে নাইটরা একের পর এক ম্যাচ হারছে। আর দলের অন্দরের কঙ্কালটা সামনে চলে আসছে নিয়মিতভাবে। আপাতত ছবিটা হল, আট ম্যাচে পাঁচটি হার নাইটদের। পয়েন্ট ছয়। বাকি ছয় ম্যাচের মধ্যে অন্তত পাঁচটিতে জিততেই হবে কেকেআর-কে।

এমন চ্যালেঞ্জের সামনে পড়ে শনিবার ঘরের মাঠে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে খেলবেন আজিঙ্কা রাহানেরা। প্রশ্ন একটাই, পাঞ্জাব ম্যাচ থেকে কি নাইটদের ফ্লপ শো বন্ধ হয়ে নতুন শুরু দেখা যাবে? সম্ভব? সহজ জবাব হল, না। অবিশ্বাস্য কোনও ঘটনা না ঘটলে অথবা রাহানের দলের কোনও নাইটের ব্যক্তিগত ক্রিকেটীয় প্রভাবে মিরাক্যাল ঘটলে আলাদা কথা। তেমনটা না হলে এখনই লিখে দেওয়া যায়, নাইটদের প্লে-অফ স্বপ্নের সলিল সমাধি ঘটে গিয়েছে। অন্তত এবারের মতো।

কিন্তু কেন এমন হাল হল নাইটদের? কেকেআরের ব্যর্থতার ময়নাতদন্ত করতে গিয়ে সামনে আসছে নানা ক্রিকেটীয় বিষয়। দোসর হিসেবে সঙ্গে রয়েছে কোচ চান্দু স্যরের মিলিটারি শাসন ব্যবস্থার কথাও। যা বহু চেষ্টায় চেপে রেখেছেন মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো। কেকেআরের ব্যর্থতার প্রথম ও প্রধান কারণ হল, নিলামে দল গঠনের ব্যর্থতা। বেশিরভাগ ফ্র্যাঞ্চাইজি দল যখন বিকল্প নিশ্চিত করে কোনও তারকার পিছনে টাকার থলি নিয়ে দৌড়েছে, তখন কেকেআর অদ্ভুতভাবে ভেঙ্কটেশ আইয়ারের জন্য নিলামে ২৩.৭৫ কোটি টাকা খরচ করেছে। 'বুড়ো' সুনীল নারায়ণ, রাসেলকে এখনও বয়ে বেড়ানোর সিদ্ধান্তও ভুল। হতে পারে তাঁরা একটি, দুইটি ম্যাচে দলকে জিতিয়ে দেবেন। কিন্তু ট্রফি জয়ের বৈতরণী পার করতে হলে প্রয়োজন তরুণ, তাজা রক্ত। স্টার্ককে না রেখে স্পেনসার জনসনকে দলে নিয়েছিল কেকেআর। কেন? কারণ, কারওর জানা নেই। কুইন্টন ডি ককে নেওয়া হয়েছিল নিলামে। ডি কক এখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অতীত। তিনিও রাসেল-নারায়ণদের মতো একটা-দুটি ম্যাচে খেলে দিয়েছেন। কিন্তু ট্রফি জয়ের জন্য এসবের কোনওটাই যথেষ্ট নয়।

ব্যর্থতার ময়নাতদন্তের পর্যালোচনার শেষ এখানেই নয়। আরও রয়েছে। যার নিউক্লিয়াস হল, যথার্থ বিকল্প না করেই দল গঠন। আধুনিক ক্রিকেটে যা অপরাধ। ডি ককের পরিবর্ত রহমনুল্লাহ গুরবাজ হওয়ার নয়। আফগান তারকার প্রাক আইপিএল পারফরমেন্স ছিল জঘন্য। এমন পরিকল্পনাহীন দল গঠনের পর রয়েছে ভূতুড়ে ব্যাটিং অর্ডার। কোনও ম্যাচে রাসেল-রিঙ্কু সিংরা সাত-আট নম্বরে ব্যাটিং করছেন। আবার কোনও ম্যাচে ছন্দে থাকা অঙ্গকৃষ রঘুবংশীকে নয় নম্বরে ইমপ্যাক্ট হিসেবে নামানো হচ্ছে। নাইটদের কোচ পণ্ডিতমশাইয়ের ঘরোয়া ক্রিকেটে বিরাট অভিজ্ঞতা রয়েছে। মুম্বই, বিদর্ভ, মধ্যপ্রদেশ সহ নানা দলকে রনজি ট্রফি জিতিয়েছেন তিনি। তুলে এনেছেন বহু তরুণ প্রতিভা। কিন্তু সেটা লাল বলের ক্রিকেটে। ঘরোয়া ক্রিকেটে কোচ পণ্ডিতের মিলিটারি শাসন ব্যবস্থার কথা সবার জানা। সেই ভাবনা আইপিএলে চালু করতে গিয়ে এবার জোর ধাক্কা খেয়েছেন তিনি। দলের বন্ডিং নষ্ট হয়ে গিয়েছে, এমন অভিযোগও রয়েছে।

পাঞ্জাব কিংস ম্যাচে হারলেই কলকাতা নাইট রাইডার্স কোচের আসন চলে যেতে পারে চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের।

যার পরিণাম হিসেবে শনিবার শ্রেয়সদের বিরুদ্ধে ম্যাচ হারলে কোচ পণ্ডিতের বিদায় কার্যত চূড়ান্ত হয়ে যাবে বলে খবর। কিন্তু তারপরও কি নাইট সংসারের বেহাল দশার পরিবর্তন হবে? শুনতে খারাপ লাগলেও নাইট সমর্থকদের বাস্তবটা মেনে নিতে হবে এবার। কারণ, জবাবটা না। ভুল দল গঠন থেকে শুরু করে কম্বিনেশনের ভৌতিক ভাবনা আগেই নাইটদের স্বপ্নভঙ্গ করে দিয়েছে। এখন দেখার, শেষটা আর কত খারাপ হয়।

এখনও ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব, দাবি রাহানের

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ এপ্রিল : নতুন সকাল। নতুন দিন। নতুন ভাবনা।

আর সেই ভাবনার নির্যাস হল, ক্রিকেটকে একদিনের জন্য টাটা করে গলফে ডুব দেওয়া। গলফ খেলে হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস ফেরানোর পথ খোঁজা। গলফ খেলে নিজেদের একটু তাজা করে নেওয়া।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের এমন ভাবনা, পরিকল্পনা বাস্তবে কতটা কাজে দেবে, সময় তার জবাব দেবে। তবে আপাতত ৮ ম্যাচে ৫টিতে হারের পর নাইটরা কার্যত ভেন্টিলেশনের দোরগোড়ায়। শনিবার ঘরের মাঠে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচে ফের বিপর্যয় ঘটলে এবারের মতো প্লে-অফ স্বপ্ন চুরমার হয়ে যাবে গতবারের চ্যাম্পিয়নদের।

দলের ব্যাটিং নিয়ে বেশি কথা না বলাই ভালো। ফিল্ডিংয়ের অবস্থাও তথৈবচ। বোলিং তুলনায় একটু ভালো। কিন্তু শুধু বোলিং দিয়ে কি ম্যাচ জেতা সম্ভব? সহজ জবাব, না। নিটফল, ব্যর্থতার কানাগলিতে ঘুরপাক খাওয়ার মধ্যে নিজেদের অস্তিত্বই সংকটে ফেলে দিয়েছেন আজিঙ্কা রাহানেরা। জঘন্য ক্রিকেটের পাশে দলের ভারসাম্য এখনও ঠিক করতে না পারার ফল ভুগতে হচ্ছে নাইটদের। যদিও আজ সারাদিন ধরে দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত এক গলফ ক্লাবে গলফের আসরে হাজির হওয়ার পাশে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখিও হয়েছিলেন কেকেআর অধিনায়ক রাহানে, মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো ও দলের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর। কীভাবে দল সাফল্যের সরণিতে ফিরতে পারে, তার সঠিক কোনও দিশা দিতে না পারলেও অধিনায়ক রাহানে দাবি করেছেন, নাইটদের এখনও ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভব। বলেছেন, 'সাম্প্রতিক সময়টা হয়তো ভালো যাচ্ছে না আমাদের। কিন্তু দল হিসেবে ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা এখনও রয়েছে আমাদের। একটা-দুইটি ম্যাচ জিততে পারলেই ছবিটা বদলে যাবে।'

হারের যন্ত্রণা ভুলতে গলফে মেতে আনরিচ নর্তজে। ছবি : কেকেআর

পরিস্থিতির বদল করতে হলে সেটা অত্যন্ত দ্রুত করতে হবে। কারণ, আট ম্যাচের মধ্যে পাঁচ হার, কোনও ভালো দলের বিজ্ঞাপন হতে পারে না। কঠিন পরিস্থিতি বদলের লক্ষ্যে গতরাতের সাংবাদিক সম্মেলনে দলের মেন্টর ব্রাভো ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, প্রয়োজনে আন্দ্রে রাসেলকে 'বাদ' দেওয়া হতে পারে। তাঁর পরিবর্তে রোভমান পাওয়েলের কথা ভাবতে পারে কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্ট। যদিও আজ নাইট মেন্টরের গলায় ভিন্ন সুর শোনা গেল। ব্রাভোর কথায়, 'গতকাল গভীর রাতে ম্যাচ শেষের পর ছেলেদের সঙ্গে এখনও বসিনি আমরা। দ্রুত সেই কাজটা হবে। বুঝতে হবে কোথায়

ব্যর্থতা ভুলে গলফে ডুবে নাইটরা

সমস্যা হচ্ছে। তাছাড়া পরিবর্তন করব বললেই তো করা যায় না সহজে।' দলের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর আবার কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ২০১৪ ও ২০২১ সালের আইপিএলের আমেজে ডুব দিতে চাইছেন। অতীতের সেই দুই বছরই অত্যন্ত খারাপ শুরুর পর কেকেআর শেষ পর্বে গিয়ার বদলে দু'বারই ফাইনালে উঠেছিল। ২০১৪ সালে দল চ্যাম্পিয়ন হয়। আর ২০২১ সালে রানার্স। এবারও এমন পালাবদল আশা করছেন তিনি।

আনরিচ নর্তজে, কুইন্টন ডি কক, ওটিস গিবসন, স্পেনসার জনসনদের গলফের আসরের মাঝেই আজ কেকেআরের তরফে ঘোষণা হয়েছে, বাংলার পিছিয়ে পড়া মহিলাদের উদ্দেশ্যে নয়া উদ্যোগ নিচ্ছে তারা। 'সাহসী রানি' নামে একটি প্রকল্প চালু করা হচ্ছে শাহরুখ খান, জুহি চাওলার দলের তরফে।

INDIAN PREMIER LEAGUE আইপিএলে আজ

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : হায়দরাবাদ

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

টিকে থাকার ম্যাচ হায়দরাবাদের

হায়দরাবাদ, ২২ এপ্রিল : মঞ্চটা বদলেছে। বদলেছে ভূমিকা।

যদিও দুইজনের দ্বৈরথের আকর্ষণ এড়িয়ে যাওয়া মুশকিল। রোহিত শর্মা বনাম প্যাট কামিন্স। ভারত-অস্ট্রেলিয়ার সাম্প্রতিক একাধিক দ্বৈরথে দুই মহারথী। কখনও টেক্কা দিয়েছেন কামিন্স, কখনও পালটা রোহিতের। আইপিএলের টক্কর হলেও বুধবারও নজর কামিন্স-রোহিতের শুরুর দ্বৈরথে।

টানা ব্যর্থতা ঝেড়ে আগের ম্যাচেই রানে ফিরেছেন হিটম্যান। ভরসা জুগিয়েছেন দলকে। সূর্যকুমার যাদবের ব্যাটেও চেনা ঝড়। সঙ্গে জয়ের হ্যাটট্রিকে প্লে-অফের সম্ভাবনা বাড়িয়ে নেওয়া। আত্মবিশ্বাসের একঝাঁক রসদ নিয়েই আগামীকাল চারমিনার শহরে হায়দরাবাদ সানরাইজার্সের মুখোমুখি মুম্বই ইন্ডিয়ান্স।

নীতা আম্বানির দল ৮ ম্যাচে ৪টিতে জিতে ষষ্ঠ স্থানে। কামিন্সের হায়দরাবাদ সেখানে সাত ম্যাচে দুইটি জয়ে নবম স্থানে। ফের হার মানে খাদের কিনারে। প্লে-অফের দরজা খুলে রাখতে জেতা ছাড়া রাস্তা নেই। ঘরের মাঠে আগামীকাল যে লক্ষ্যে নামছে গতবারের ফাইনালিস্টরা।

ঈশান কিষানের ঝোড়ো শতরানে অভিযান শুরু করেছিল কাব্যা মারানের সানরাইজার্স। পাঞ্জাব ম্যাচে অভিষেক শর্মার বিস্ফোরক ১৪১। দুইটি ইনিংস সরিয়ে রাখলে ব্যর্থতার লম্বা তালিকা। অথচ, এবার দলের ব্যাটিং অনেক বেশি শক্তিশালী। বোলিংয়েও ভারসাম্য রয়েছে। কিন্তু অতি-আগ্রাসী ক্রিকেট খেলতে গিয়ে ডুবছে। রাতের ম্যাচে দ্বিতীয় ইনিংসে বল বদল, বলে থুতু ব্যবহারের অনুমতি-জোড়া সুবিধা পাচ্ছেন বোলাররা। ব্যাটারদের একবগ্গা দাপটে অনেকটা রাশ টানা গিয়েছে। থাকছে ব্যাটের মাপজোখও। কামিন্সরা স্বীকার না করলেও যার প্রভাব পড়ছে সানরাইজার্সের 'দেখো আর মারো' ব্যাটিং স্ট্র্যাটেজি।

চাইলেও যে স্ট্র্যাটেজি বদলানো সহজ নয়। কারণ ব্যাটিং অর্ডারে ধরে খেলার মতো লোক নেই। প্রায় প্রত্যেকেই বিগহিটার। কামিন্সের বিশ্বাস, আগামীকাল যে থিয়োরি হিট করবে। ব্যাটাররা বড় স্কোর করতে সক্ষম হবে। পারলে বাকি কাজটা সারতে ভুলচুক করবে না মহম্মদ সামি, হর্ষল প্যাটেল সমৃদ্ধ বোলিং ব্রিগেড। শুরুতে হোঁচট খাওয়া মুম্বই ক্রমশ ছন্দে। অতীতে খারাপ শুরুর পরও চ্যাম্পিয়ন হয়ে দেখিয়েছে নীতা আম্বানির দল। জয়ের হ্যাটট্রিকে হার্দিক পান্ডিয়া ব্রিগেডের প্লে-অফের দৌড়ে প্রত্যাবর্তনের পর যে সম্ভাবনাই উসকে দিচ্ছে। যা আরও বাড়িয়ে নিতে আগামীকাল রোহিত, সূর্য, তিলক ভার্মাদের ব্যাটে ধারাবাহিকতা দরকার।

তিলকের আবার ঘরের মাঠ। হায়দরাবাদের ছেলে তিলক মঙ্গলবার বলেও দেন, 'আর পাঁচটা ম্যাচের মতোই। তবে এটা আমার ঘরের মাঠ। আবেগ থাকবে। চেষ্টা করব নিজের ক্রিকেটীয় বেসিকে জোর দিয়ে দলের সাফল্যে অবদান রাখতে।'

বোলিং অনুশীলনের মাঝে খোশমেজাজে মহম্মদ সামি ও প্যাট কামিন্স।

চারমিনার শহরে রোহিত বনাম কামিন্স

অভিষেক শর্মা, ট্রাভিস হেড, ঈশান, হেনরিচ ক্লাসেনদের চ্যালেঞ্জার সেখানে স্বয়ং জসপ্রীত বুমরাহ। দীর্ঘদিন পর মাঠে ফিরেছেন। ক্রমশ স্বমেজাজে। আর বুমরাহ, ট্রেন্ট বোল্টদের ঘিরে বেশ ধারালো দেখাচ্ছে মুম্বইয়ের বোলিংকে। হায়দরাবাদের পাটা পিচে সেই ধার বজায় থাকলে চিন্তা বাড়বে সানরাইজার্সের। চ্যালেঞ্জটা কামিন্স ব্রিগেড আগামীকাল কীভাবে সামলায়, চোখ থাকবে সেদিকে।

মুকেশ, অভিষেকে জয়ে ফিরল দিল্লি

লখনউ সুপার জায়েন্টস-১৫৯/৬
দিল্লি ক্যাপিটালস-১৬১/২
(১৭.৫ ওভারে)

লখনউ, ২২ এপ্রিল : ডান হাতের কবজিতে মোটা ব্যান্ডেজ নিয়ে টস করতে নেমেছিলেন। তখনই মনে হয়েছিল, কিপিংয়ে অস্বস্তি না হলেও ব্যাট করতে সমস্যা হবে ঋষভ পন্থের। বাস্তবে হলও তাই। লখনউ সুপার জায়েন্টস ইনিংসের শেষ তিন বল থাকতে মাঠে নামলেন পন্থ। কিন্তু জঘন্য শটে খাতা খোলার আগেই মুকেশ কুমারের (৩৩/৪) বলে ফিরতে হল তাঁকে। বাকিরাও একানা স্টেডিয়ামের মন্থর পিচে ছোবল মারতে ব্যর্থ হলেন। নিটফল, দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ১৫৯/৬ স্কোরে আটকে যায় এলএসজি। মুকেশের গড়া মঞ্চে বাংলা দলে তাঁর সতীর্থ অভিষেক পোড়েল দাপট দেখিয়ে দিল্লিকে জয়ের সরণিতে ফিরিয়ে আনলেন।

এদিন প্রথম ওভারে বল হাতে দেখা যায় দিল্লি অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেলকে (২৯/০)। পাওয়ার প্লে-তে তিন ওভার বোলিং করলেও তাঁকে লখনউ ব্যাটাররা একটিও ছক্কা মারতে পারেননি। তবে একানার মন্থর বাইশ গজকে সত্যিকারের ব্যবহার করলেন বাংলার রনজি ট্রফি দলের পেসার মুকেশ। হাতে পেস খুব একটা নেই। কিন্তু এদিন বেশ বুদ্ধি করে গতির হেরফের ঘটালেন। নিজের প্রথম ওভারে মার খেলেও ফিরতি স্পেলে বিপজ্জনক হয়ে ওঠা মিচেল মার্শকে (৩৬ বলে ৪৫) ফিরিয়ে লখনউয়ের বড় রানের আশা শেষ করে দেন মুকেশ। পরে তুলে নেন আব্দুল সামাদ (২), আয়ুষ বাদোনি (২১ বলে ৩৬) ও ঋষভকে। এর আগে এবারের আইপিএলে প্রথমবার নামা দুষ্মন্ত চামিরা (২৫/১) আইডেন মার্করামকে (৩৩ বলে ৫২) তুলে নিয়ে লখনউয়ের ওপেনিং জুটি ভাঙেন। মার্করাম ও মার্শের গড়ে দেওয়া ভিত অবশ্য কাজে লাগাতে পারেনি লখনউয়ের মিডল অর্ডার।

অর্ধশতরানে উজ্জ্বল ৫ হাজারি লোকেশ

রানতাড়ায় নেমে রং ছড়িয়েছেন অভিষেকও। প্রথম বলে তিনি একটা হাফ চান্স দিলেও তা তালুবন্দি করতে পারেননি ডেভিড মিলার। সুযোগ কাজে লাগিয়ে ৩৬ বলে ৫১ রানের ইনিংসে দিল্লির বাকি ব্যাটারদের কাজ সহজ করে দেন অভিষেক। অবশ্য শুরুর দিকে শার্দূল ঠাকুর, রবি বিষ্ণোইদের ভুল লাইন-লেংথে বল করার সুবিধাও তিনি পেয়েছেন। তাঁর বিদায়ের পর বাকি কাজটা সেরে নেন লোকেশ রাহুল (৪২ বলে অপরাজিত ৫৭) ও অক্ষর (২০ বলে অপরাজিত ৩৪)। গত বছর সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে মেঠো বিতর্কের পর এদিনই প্রথম লখনউয়ে রাহুল আইপিএল খেলতে নেমেছিলেন। এলএসজি কর্ণধারের উপস্থিতিতে শুধু অর্ধশতরান নয়, তিনি পেরিয়ে গেলেন আইপিএলে ৫ হাজার রানের গণ্ডিও। যার সুবাদে দিল্লি ১৭.৫ ওভারে ২ উইকেটে ১৬১ রানে পৌঁছে যায়। সেইসঙ্গে ৮ ম্যাচে ১২ পয়েন্টে পৌঁছে তারা প্লে-অফের রাস্তা অনেকটাই মসৃণ করে ফেলল। এই মুহূর্তে দিল্লি আছে ২ নম্বরে।

চার উইকেট নিয়ে লখনউ সুপার জায়েন্টসকে ভাঙলেন মুকেশ কুমার।

আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে দিল্লি ক্যাপিটালসের ভিত গড়ে দেন অভিষেক পোড়েল।

শুভমান-অভিষেকদের ‘পার্টি’ বন্ধে ঘরে তালা

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল : কড়া মেজাজে হেডস্যর।

কোচ হিসেবে ক্রিকেটমহলে এমনই পরিচিতি যোগরাজ সিংয়ের। যে কঠোর অনুশাসন পুত্র যুবরাজকে যেমন যন্ত্রণা দিয়েছে, তেমনই বাবাকেই তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ার তৈরির কারিগরও মানেন। তবে সবসময় একটা ভয়ে ভয়ে থাকতেন বাবাকে নিয়ে। রান না পেলে বকুনি খাবেন। বাজে শট খেলে আউট হলে, হয়তো ছক্কা মারাই বন্ধ করে দেবেন।

নিজের কেরিয়ারজুড়ে থাকা বাবার যে অনুশাসন নিয়ে এদিন যুবরাজ কিছুটা আবেগতাড়িত। বলেছেন, ‘অত্যন্ত কড়া মেজাজের ছিলেন। বুঝতাম নিজের স্বপ্নটা আমার মধ্যে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। একেক সময় ভালো লাগত না। পরে বুঝতাম, কিছু পেতে গেলে ঘাম ঝরাতে হবে। আমাকে ধাক্কা মেরে সামনে এগিয়ে দেওয়ার পিছনে বাবাই। সাড়ে আঠারো বছর বয়সে ভারতীয় দলের হয়ে খেলার মূল কারণ সেটাই।’

যুবরাজের কথায়, বাবা মাঠে আসুক, তাঁর খেলা দেখুক, একদম চাইতেন না। কারণ খারাপ শট খেলে আউট হলেই জুটবে বকুনি। ‘বাবা সবসময় বলত মাটিতে রেখে খেলো। গ্রাউন্ড শটে স্কোর করো। তাই ভয়ে থাকতাম, যদি উঁচু শট খেলতে গিয়ে আউট হই, তাহলে হয়তো বিগহিট আর মারতেই দেবেন না বাবা,’ বলেছেন যুবি।

জীবনের সেরা মুহূর্ত? সিনিয়ার বিভাগে প্রথম আইসিসি টুর্নামেন্ট খেলে ফেরা। প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৮৪ রানের দুরন্ত ইনিংস কেরিয়ার বদলে দেয় যুবরাজের। যখন ফেরেন, বাবা-মা (ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে তখন) যুবিকে নিতে বিমানবন্দরে হাজির। দুইজনকে একসঙ্গে জড়িয়ে ধরেছিলেন। এখন নিজে দুই সন্তানের পিতা। বোঝেন, বাবা-মার একসঙ্গে থাকা সন্তানদের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

শুভমান গিল, অভিষেক শর্মাদের মেন্টর হলেও পুত্র আরিয়নকে ক্রিকেটে আনতে চান না যুবরাজ! বলেছেন, ‘ও ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসে। বলে বাবা তোমার সঙ্গে খেলব। ভালো লাগে। তবে আমি চাই না ও ক্রিকেটার হোক। অবশ্য নিজে থেকে উৎসাহ দেখালে, পাশে থাকব।’

যেমনটা করেছিলেন শুভমান, অভিষেকদের উত্থানে। কড়া হাতেই সামলেছেন দুই তরুণ তুর্কিকে। দুইজনে বন্ধুদের নিয়ে সময় কাটাতে ভালোবাসতেন। অভিষেককে নাকি পার্টি, বান্ধবী থেকে দূরে রাখতে তালা দিয়ে পর্যন্ত রেখেছিলেন যুবরাজ!

অভিষেক সম্পর্কে যোগরাজের আরও চাঞ্চল্যকর দাবি, ‘পাঞ্জাব ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন এবং কোচদের থেকে অভিষেক সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম। ওরা জানায়, ও বোলার। যদিও যুবরাজের চাপ দিতে অভিষেকের ব্যাটিং রেকর্ড সামনে আসে। দেখা যায় ২৪টি শতরান রয়েছে। মিথ্যে কথা বলে অভিষেককে আটকে দেওয়ার চেষ্টা।’

বাবা ছক্কা মারতে দেবেন না, ভয়ে ভয়ে থাকতেন যুবরাজ

এখান থেকে অভিষেকের কেরিয়ার বদলে যাওয়া। প্র্যাকটিস, ঘাম ঝরানো, লড়াইয়ের শুরু। এমনকি যুবরাজ বাবাকে বলে বন্ধ করেছিলেন অভিষেকের পার্টি, বান্ধবীদের সঙ্গে আড্ডা মারা। সবসময় নজর রাখতেন। বাবাকে বলেও ছিলেন, অভিষেক যাতে পার্টি করতে বেরিয়ে না যায়, তারজন্য ঘরে তালা লাগিয়ে রাখতে! শুভমানের ক্ষেত্রেও নাকি একই দাওয়াই দিয়েছিলেন!

ইপিএলে প্রত্যাবর্তন বার্নলে ও লিডসের

লন্ডন, ২২ এপ্রিল : ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজতেই উৎসব শুরু বার্নলের গ্যালারিতে। সেই রেশ পৌঁছে গেল লিডস ইউনাইটেডের মাঠেও। শেফিল্ড ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ২-১ গোলে জিতে আগামী মরশুমে আবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করে ফেলল বার্নলে। অন্যদিকে, স্টোক সিটিকে ছয় গোলে হারানোর পাশাপাশি বার্নলের জয়ের সুবাদে দুই মরশুম চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার পর ফের ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে গেল লিডস। তবে ইপিএলে ফেরার অপেক্ষা বাড়ল শেফিল্ডের।

সোমবার ঘরের মাঠে ম্যাচের ২৮ মিনিটেই এগিয়ে যায় বার্নলে। মিনিট দশেকের মধ্যে শেফিল্ড গোল শোধ করলেও তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ৪৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে করা গোলে ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দেয় বার্নলে। গতবারই প্রিমিয়ার লিগ থেকে চ্যাম্পিয়নশিপে নেমে গিয়েছিল তারা। বছর না ঘুরতেই ফের প্রিমিয়ারে প্রত্যাবর্তন হল। আরেকদিকে, দুই মরশুম পর ইপিএলে ফিরছে লিডস। সোমবার ম্যাচের প্রথমার্ধেই পাঁচ গোল করে স্টোকের বিরুদ্ধে জয় একপ্রকার নিশ্চিত করে ফেলে তারা। দ্বিতীয়ার্ধে আরও একটি গোল। ম্যাচ শেষে বার্নলের জয়ের খবর পৌঁছাতেই খুশির হাওয়া লিডস শিবিরে। অন্যদিকে, প্রিমিয়ার লিগের ছাড়পত্র পেতে প্লে-অফের দুইটি ম্যাচ জিততে হবে শেফিল্ডকে।

নাইট কোচ পণ্ডিতের বিদায়ের ঘণ্টা বাজছে

- খবর এগারোর পাতায়

অস্কারকে নিয়ে ক্ষোভ লাল-হলুদ সমর্থকদের

বিদায় দেওয়া হতে পারে ক্রেসপোকেও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ এপ্রিল : হঠাৎই অস্কার ব্রুজোঁর উপর ক্ষুব্ধ সমর্থকরা।

ইতিমধ্যেই তাঁর সঙ্গে আরও এক বছরের চুক্তি করেছে ইস্টবেঙ্গল। তিনি নিজেও থাকতে আগ্রহী। যদিও সুপার কাপে এতটা খারাপ ফল হবে, সেই কথা সম্ভবত আগে বোঝেনি ইমামি কর্তৃপক্ষ। শুধু তাই নয়, প্রথম ম্যাচে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে দল বিশ্রিভাবে আত্মসমর্পণ করার পর অস্কার পরোক্ষে ফুটবলারদের মানসিকতা বা বলা চলে দায়বদ্ধতা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন। প্রকাশ্যেই দলে পরিবর্তন চেয়েছেন ম্যাচের পর। আর তাতেই উঠছে নানা প্রশ্ন। সমর্থকরাও তাঁর এই কথাবার্তায় ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করেছেন। প্রথমত, টুর্নামেন্ট শুরুর ঠিক আগে তাঁর সঙ্গে ক্লেইটন সিলভার ঝামেলা হওয়ার প্রভাব যে দলের মধ্যে পড়েছে, তা বুঝতে ফুটবল বিশেষজ্ঞ হতে হয় না। কেন সেই সময়ে ওই সমস্যা ধামাচাপা দেওয়া গেল না, প্রশ্ন উঠছে তা নিয়েও। বিশেষ করে দলের মধ্যে অধিনায়ক ক্লেইটনের এবারের পারফরমেন্স ভালো না হলেও দলের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা নিয়ে কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাঁর বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত না করলেও আগে অন্যান্য শৃঙ্খলাজনিত বিষয় নির্দ্বিধায় হজম করে গিয়েছেন অস্কার। যেমন নন্দকুমার শেখর কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়ি চলে যান। বহু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে অকারণে লাল কার্ড দেখাটা অভ্যাসে পরিণত করে দলকে ডোবানো লালচুংনুঙ্গাকে নিয়েও কোনও সময়েই মুখ খুলতে দেখা যায়নি কোচকে। সাউল ক্রেসপোর চোট-প্রবণতায় বসে থাকার পরেও ম্যানেজমেন্টের কাছে অস্কার পরিবর্ত চাননি। অথচ ডিসেম্বর মাস নাগাদ এই বিষয়ে তিনি মুখ খুললে হয়তো সেসময় পরিবর্তের খোঁজ করতেন কর্তৃপক্ষ।

এছাড়া বহু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে অস্কার দলগঠন থেকে ম্যাচের গতিপ্রকৃতি অনুযায়ী দলের খেলার ধরন বদলাতে ব্যর্থ হন। দলের তরুণ ফুটবলার যেমন ডেভিড লালহালানসাঙ্গা কী আমান সিকেদের প্রয়োজনের সময়ে কাজে লাগাননি। এসবেরই সাম্প্রতিকতম উদাহরণ সুপার কাপে কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচ। মাঝমাঠে ক্রেসপো চোটের জন্য শুরুতে নামার মতো অবস্থায় ছিলেন না। তা সত্ত্বেও তিনি সৌভিক চক্রবর্তীকে প্রথম একাদশে রাখার প্রয়োজনবোধ করেননি। তাঁকে যখন নামান ততক্ষণে ম্যাচ হাত থেকে বেরিয়ে গেছে। রাফায়েল মেসি বাউলি বা রিচার্ড সেলিস পারছেন না দেখেও ডেভিডকে নামান একেবারে শেষমুহূর্তে। দল পিছিয়ে আছে দেখেও পিভি বিষ্ণু বা নাওরেম মহেশ সিংকে দিয়ে উইং প্লে করানোর কোনও ভাবনা তাঁর মধ্যে ছিল না। বরং ২ গোলে পিছিয়ে থাকা অবস্থায় তাঁকেই সবথেকে দিশেহারা দেখিয়েছে। সবমিলিয়ে তাঁকে নিয়ে ওঠা প্রশ্নগুলো শেষপর্যন্ত ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আলোচনার সময়ে উঠবে কিনা তা সময়ই বলবে। তবে আপাতত এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন সমর্থকরা।

সুপার কাপের ব্যর্থতা চাপ বাড়াচ্ছে অস্কার ব্রুজোঁর।

তবে তাঁদের জন্য এই সুখবর যে এবারের বেশিরভাগ বিদেশিই বিদায় নিচ্ছেন। ইতিমধ্যেই চলে গিয়েছেন ক্লেইটন এবং অবসর নিয়ে ফেলেছেন হেক্টর ইউস্তে। চোটের জন্যই ক্রেসপোর সঙ্গে সোনালি করমর্দন করতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল। সেলিস বা মেসি বাউলির সঙ্গে মরশুমের শেষপর্যন্তই চুক্তি ছিল। তাঁদের চুক্তি বাড়ার সম্ভাবনা কম। একমাত্র হিজাজি মাহেরের সঙ্গেই চুক্তি আছে। এখন তিনি ফিট হয়ে ফিরে আসেন কিনা সেটাই দেখার।

প্রস্তুতি ম্যাচে ৫ গোল বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ এপ্রিল : প্রস্তুতি ম্যাচে বড় জয় পেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। মঙ্গলবার সিটি অ্যাথলেটিক ক্লাবকে ৫-১ গোলে হারালেন সুহেল আহমদ ভাটরা। হ্যাটট্রিক করলেন সুহেল।

প্রতিপক্ষ সিটি অ্যাথলেটিক ক্লাব মোটেও কোনও শক্তিশালী দল নয়। কিন্তু সুপার কাপের আগে বড় ব্যবধানে জিতে নিজেদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিল মোহনবাগান। যেহেতু সুপার কাপে প্রথম একাদশের নিয়মিত খেলোয়াড়রা কেউ খেলছেন না, তাই আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নেওয়াটা জরুরি ছিল মোহনবাগানের।

এদিন দুইটি অর্ধে দুইটি দলকে খেলান বাগান কোচ বাস্তব রায়। প্রথমার্ধে সাহাল আব্দুল সামাদ, আশিক কুরুনিয়ান, দীপক টাংরির মতো আইএসএল খেলা খেলোয়াড়দেরকে দেখে নেন তিনি। এই অর্ধে চারটি গোল করে সবুজ মেরুন ব্রিগেড। সুহেল হ্যাটট্রিক করেন এবং সালাউদ্দিন একটি গোল করেন। প্রথমার্ধে খেলেছিলেন পর্তুগিজ ডিফেন্ডার নুনো রেইস। তাঁকে সেভাবে বড় কোনও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়নি।

দ্বিতীয়ার্ধে পাসাং দোরজি তামাং, গ্লেন মার্টিন্স, সেরতো কমদেরকে খেলিয়ে দেন বাগান কোচ বাস্তব। এই অর্ধের শুরুতে সেরতো একটি গোল করেন। শেষদিকে সিটি অ্যাথলেটিক ক্লাব একটি গোলশোধ করে। শুক্রবার ভুবনেশ্বর রওনা দেওয়ার আগে কলকাতায় আরও দুইটি প্র্যাকটিস সেশন পাচ্ছে মোহনবাগান। এই সময়ে দ্রুত দলের ভুলত্রুটি শুধরে নিতে চান কোচ বাস্তব।

টেনিসকে আর ‘মিস’ করেন না নাদাল

মাদ্রিদ, ২২ এপ্রিল : অবসরের পর পাঁচ মাস কেটে গিয়েছে। এখন আর টেনিস নিয়ে কোনও আগ্রহ নেই ক্লে কোর্টের রাজা রাফায়েল নাদালের। অথচ একটা সময় টেনিস র‍্যাকেট হাতে গোটা বিশ্বে ঝড় তুলেছিলেন এই স্প্যানিশ তারকা।

সোমবার মাদ্রিদে লরিয়াস ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ডের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নাদাল। সেখানে তাঁকে ‘স্পোর্টিং আইকন’-এর সম্মানে সম্মানিত করা হয়। এই অনুষ্ঠানে ২২ বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী বলেছেন, ‘আমি টেনিসকে একটুও মিস করছি না। এমনটা নয় যে, টেনিস কোর্টে লড়াই করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি কিন্তু খুশি মনেই খেলা ছেড়েছিলাম। টেনিস আমার কাছে একটা নেশার মতো। তবে শারীরিকভাবে সক্ষম না হলে কোনও কিছু করা যায় না। তাই আমি অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।’

লরিয়াস পুরস্কার হাতে রাফায়েল নাদাল।

পরে নিজের অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়ে নাদাল বলেছেন, ‘আমার অবসরের সিদ্ধান্ত নিতে একটু দেড়ি হয়েছে। সিদ্ধান্তটা ঠিক হবে কিনা সেটা জানার জন্য সময় নিয়েছিলাম। পরে দেখলাম কোর্টে নেমে খেলাটাকে উপভোগ করতে পারছি না। তারপরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

দলে ইতিবাচক মানসিকতা চাইছেন মেহরাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ এপ্রিল : কার্লোস ফ্রাঙ্কা দেশে ফিরেছেন। দুই-একদিনের মধ্যে ফিরে যাবেন ফ্লোরেন্ট ওগিয়েরও। সুপার কাপে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবে বিদেশিদের মধ্যে সবেধন নীলমণি মার্ক আন্দ্রে সমারবক। এর বাইরে রবি হাঁসদা, ইস্রাফিল দেওয়ানদের নিয়েই লড়াইয়ের ডাক দিলেন কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু। দলের মধ্যে ইতিবাচক মানসিকতা ছড়িয়ে দিতে চাইছেন তিনি।

মাত্র তিনদিনের প্রস্তুতিতে সুপার কাপ খেলবে মহমেডান। বুধবার সকালে জিম সেশনের পর দুপুরের ট্রেনে ভুবনেশ্বর রওনা হবে দল। প্রকাশ্যে না হলেও ভিতর ভিতর কর্তারাও বলছেন, এই দল নিয়ে জয়ের আশা না করাই ভালো। পরিস্থিতি যা তাতে দলের রক্ষণ দাঁড় করানোই চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে কোচ মেহরাজের কাছে। সেক্ষেত্রে হয়তো মাঝমাঠের অমরজিৎ সিং কিয়াম, আক্রমণের ইসরাফিল দেওয়ানদের নতুন পজিশনে দেখা যেতে পারে। এদিন প্রস্তুতির পর মহমেডান কোচ বলেছেন, ‘তিনদিনের অনুশীলনে খুব বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। দলটাকে যতটা তৈরি করা সম্ভব ততটাই করেছি। এবার দেখা যাক কী হয়। এটুকু বলতে পারি ছেলেরা খুব ফোকাসড।’

সুপার কাপ অভিযানে নামার আগে দলের শিবিরে ইতিবাচক মানসিকতা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন মেহরাজ। এদিন প্রস্তুতি শেষে বলছিলেন, ‘দলের মধ্যে সমস্যা তো রয়েছে। তবে যারা অনুশীলনে এসেছে তারা খেলার জন্যই এসেছে। এর আগে যাঁরা খুব বেশি সুযোগ পায়নি তারা মাঠে নামার জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছে। তরুণ ফুটবলারদের আমি বলব, এত বড় মঞ্চে খেলার সুযোগ পাচ্ছ, এটা তোমাদের প্রমাণ করার জায়গা। সেরাটা উজাড় করে দাও। তারপর যা হওয়ার হবে।’

এদিকে, দিল্লি এফসি-র বিদেশি জুনিয়ার ওঙ্গুয়েনেকে তড়িঘড়ি নিয়ে আসা হয়েছিল। দলের সঙ্গে তিনদিন অনুশীলনও করেন তিনি। তবে সুপার কাপে তাঁর নাম নথিভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। যা নিয়ে বেশ অসন্তুষ্ট ক্যামেরুনের এই ফুটবলার।

পদক গলায় অসীম বিশ্বাস (বাঁয়ে) ও সঞ্জয় নার্জিনারি।

প্রথম অসীম, দ্বিতীয় সঞ্জয়

আলিপুরদুয়ার, ২২ এপ্রিল : হিমাচল প্রদেশের ধরমশালায় ন্যাশনাল মাস্টার্স মিটে মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার জেলার অসীম বিশ্বাস ৬০ ঊর্ধ্ব বিভাগে ১৫০০ মিটারে প্রথম হয়েছেন। সঞ্জয় নার্জিনারি ৫০ ঊর্ধ্ব বিভাগে ট্রিপল জাম্পে দ্বিতীয় এবং ৫৫ ঊর্ধ্ব বিভাগে সংহিতা বিশ্বাস হ্যামার থ্রোতে তৃতীয় হয়েছেন।

জিতল ডুয়ার্স

আলিপুরদুয়ার, ২২ এপ্রিল : প্রোগ্রেসিভ সিটিজেন সোশ্যাল অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে এবং উদয়ন ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহযোগিতায় প্রোগ্রেসিভ কিডস কাপ অনূর্ধ্ব-১৩ ক্রিকেটে মঙ্গলবার বারোবিশা ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৬ উইকেটে জেওয়াইএমএ-কে হারিয়েছে। জংশন ডিআরএম মাঠে ইয়ং ১০ ওভারে ৪ উইকেটে ৬৪ রান তোলে। বিষ্ণু সিদ্ধা ১৬ রান করে। জবাবে বারোবিশা ৮.৪ ওভারে ৪ উইকেটে ৬৫ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা অঙ্কিত রায় ২৭ রান করে। স্বর্ণাভ বসু ৩ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট।

জ্যাভলিনে রুপো নীলকমলের

হলদিবাড়ি, ২২ এপ্রিল : হিমাচল প্রদেশের ধরমশালায় আয়োজিত জাতীয় মাস্টার্স গেমসে ৬০ ঊর্ধ্ব বয়স বিভাগের জ্যাভলিন থ্রো-তে রুপো জিতলেন হলদিবাড়ির প্রাক্তন শিক্ষক নীলকমল সরকার। তিনি জ্যাভলিন ছোঁড়েন ৩৩.৫০ মিটার। একই প্রতিযোগিতায় ডিসকাসে চতুর্থ ও শট পাটে পঞ্চম হয়েছেন। নীলকমল গত বছর হুগলির কোন্নগরে আয়োজিত রাজ্য মাস্টার্স মিটে জ্যাভলিন, ডিসকাস ও শট পাটে প্রথম হয়ে জাতীয় মিটের ছাড়পত্র পান।

পদক জিতে নীলকমল সরকার।

পদক গলায় ক্যারাটেতে কোচবিহারের সফল খেলোয়াড়রা।

ক্যারাটেতে কোচবিহারের ৫ পদক

কোচবিহার, ২২ এপ্রিল : শিলিগুড়িতে আয়োজিত রাজ্য ক্যারাটেতে অংশ নিয়ে ৪ টি রুপো ও ১ টি ব্রোঞ্জ জিতল কোচবিহারের প্রতিযোগীরা। শুক্র থেকে রবিবার পর্যন্ত আয়োজিত আসরে শ্রীতনা মুখোপাধ্যায় (১২ বছর ও ৩৫ কেজি) কাতা ও কুমিতে বিভাগে জোড়া রুপো জিতেছে। সুজন সাংমা (১৫ বছর) কাতায় ও সৌরভ হোসেন (৪০ কেজি) কুমিতে বিভাগে পেয়েছে রুপো। নবরুপ সরকার (৩১ কেজি) কুমিতে ব্রোঞ্জ জিতেছে। তাদের সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন কোচ রাহুল কুমার।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
হাওড়া-এর এক বাসিন্দা

27.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 87C 28362 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি অনেক সাধারণ মানুষকে ডিয়ার লটারির মাধ্যমে কোটিপতি হতে দেখেছি। স্বল্প পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে একজন কোটিপতি হওয়া মোটেও সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। কিন্তু ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারি সমস্ত সাধারণ মানুষকে এই অবিশ্বাস্য সুযোগ প্রদান করছে, যার ফলপ্রসূ আমি একজন কোটিপতিতে পরিণত হতে পেরেছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, হাওড়া - এর একজন বাসিন্দা আসাদুল মল্লিক - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।